কিশোর থ্রিলার

তিন গোয়েন্দা

ভলিউম ১০৯

শামসুদ্দীন নওয়াব

সেবা প্রকাশনী

এই বইটি বাংলাপিডিএফবই এর সৌজন্যে নির্মিত। বইটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই এর একটি কপি আপনার নিকটতম বুকস্টল থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হল। লেখক কিংবা প্রকাশকের কোন প্রকার আর্থিক ক্ষতি আমাদের কাম্য নয়।

বাংলাপিডিএফবই ওয়াটারমার্ক বিহীন বই প্রকাশ করে থাকে। এই পদ্ধতি অবলম্বনের কারনে আমাদের ওয়েবসাইটটির প্রসারে ও প্রচারে বাধা আসছে। কাজেই সবার কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনি এই ওয়েবসাইটটি থেকে বই ডাউনলোড করে উপকৃত হলে, অবশ্যই আপনার পরিচিতজনদের কাছে আমাদের সাইটটি শেয়ার করবেন।

বাংলাপিডিএফবই কর্তৃপক্ষ

Coming Soon

ভলিউম-১০৯

তিন গোয়েন্দা

শামসুদ্দীন নওয়াব

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-1636-X

ওয়ান্ডারম্যান/শামসুদ্দীন নওয়াব : ৭–৩৯
খুনে রোবট/শামসুদ্দীন নওয়াব : ৪০–১২২
নেকড়ের গর্জন/শামসুদ্দীন নওয়াব : ১২৩–১৫০

ওয়াণ্ডারম্যান
শামসুদ্দীন নওয়াব
প্রথম প্রকাশ: ২০০৯

এক

'অনেক সহ্য করেছি!' দারোয়ান মি. হার্ভে গ্রীনহিলস স্কুলের ফোর্থ-গ্রেড ক্লাসরুমের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল। 'আর না!'

ডেস্কে বসে মি. ডবসনের দিকে চেয়ে রইলেন মিসেস ইভান্স। এরকম খেপা দারোয়ান তিনি আগে কখনও দেখেননি, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। এক সপ্তাহ হলো ফোর্থ-গ্রেডের বিকল্প টিচার হিসেবে এসেছেন তিনি। এরমধ্যেই যুদ্ধে পরাজয় মেনে নিয়েছেন।

'শান্ত হোন, মিস্টার হার্ভে,' বললেন তিনি। 'কী হয়েছে আমাকে বলুন।'

'শুনুন তবে। কে যেন ফুড ড্রাইভ বক্স থেকে পিনাট বাটার নিয়ে মাখিয়ে দিয়েছে সিঁড়ির রেলিঙে!' বলে উঠল মি. হার্ভে। দু'হাতের তালু দেখাল প্রমাণ হিসেবে। সত্যিই বাদামি, আঠাল পিনাট বাটারে মাখামাখি তার হাত।

'দেখে মনে হচ্ছে কাদার পিঠে বানাচ্ছিল,' বলে হেসে উঠল রবিন।

কটমট করে ওর দিকে চেয়ে চুপ করিয়ে দিল মি. হার্ভে।

'এই ক্লাসের কারও কাজ, তাই না?' প্রশ্ন করল।

মিসেস ইভান্স উঠে দাঁড়ালেন।

'কোন প্রমাণ ছাড়া আপনি কাউকে দোষারোপ করতে পারেন না,' বললেন।

মি. হার্ভেকে দেখে মনে হলো এখুনি বুঝি ফেটে পড়বে। গোটা ক্লাস নীরব।

হিসিয়ে উঠল মি. হার্ভে।

'আমি বাচ্চাদের বমি সাফ করেছি। মেঝে থেকে টক দই মুছেছি। বাথরুমের ছাদ থেকে বাব্‌ল্ গাম উঠিয়েছি। কিন্তু এবার বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। আমি আর এদের নোংরা সাফ করব না। চাকরি ছেড়ে চলে যাচ্ছি আমি!'

'কিন্তু তা কী করে হয়,' বাধা দিলেন মিসেস ইভান্স। 'বড়দিনের আর মাত্র দু'সপ্তাহ বাকি। আপনাকে প্রেজেন্ট কিনতে হবে না? তা ছাড়া হলিডে পার্টির পর সাফ-সুতরো করবে কে?'

উন্মাদের মত হাসল মি. হার্ভে।

'এই বিচ্ছুগুলো নিজেরাই নিজেদের ময়লা সাফ করবে। সেটাই আমার তরফ থেকে বড়দিনের উপহার। সিঁড়ি থেকে শুরু করতে পারে ওরা!' বলে গট গট করে চলে গেল সে।

মিসেস ইভান্স ক্লাসের মুখোমুখি হলেন। কপালে ভাঁজ পড়েছে। লাল লিপস্টিক মাখা ঠোঁটজোড়া চেপে বসেছে। খাটো, কোঁকড়া চুলে বিলি কেটে গভীর শ্বাস টানলেন।

'আমি ভাবতেই পারি না এই ক্লাসের কেউ এতটা কেয়ারলেস আর নিষ্ঠুর হতে পারে! মিস্টার হার্ভে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে বিল্ডিংটাকে সব সময় পরিষ্কার রাখে, আর তোমরা কেউ কেউ তার সাথে এই ধরনের বেয়াদবী করো!'

মুসা হাত তুলল।

'আমাদের ক্লাসের কেউ তো না-ও হতে পারে।'

'হতে পারে,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিসেস ইভান্স। 'এই ক্লাসের কেউ গরীবদের জন্য জোগাড় করা খাবার নষ্ট করবে বিশ্বাস হতে চায় না। কিন্তু তোমাদের দুষ্টামি করার বদনাম আছে।'

কেউ তর্ক করতে পারল না। হ্যালোউইনের আগে পুরো এক মাস দশ মিনিটের বেশি টিফিন পিরিয়ড পায়নি ওরা। তখন প্রত্যেকে একটা করে আরশোলা ধরে এনে ছেড়ে দেয় প্রিন্সিপাল ডেনিসের

অফিসে। তারপর ওদের এক টিচারকে তাড়ায় ডেকের ড্রয়ার ভর্তি শেভিং ক্রিম রেখে। এরপর মিসেস হকিন্স আসেন নতুন টিচার হিসেবে। ফলে, বদলে যায় সব কিছু।

মিসেস হকিন্স আর দশজন টিচারের মতন নন। ক্লাসে গোলমাল হলেই ধক-ধক করে জ্বলে ওঠে তাঁর চোখজোড়া। আর তাঁর গলার সবুজ লকেটটা দীপ্তি ছড়াতে থাকে। এজন্য ছেলে-মেয়েরা তাঁকে ভয় পায়, সমঝে চলে। তিনি বড়দিনের ছুটিতে দেশে যাওয়ার আগে কথা আদায় করে নিয়েছেন, বাচ্চারা বিকল্প টিচারের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তিনি মি. হার্ভের কথা ভুলে গিয়েছিলেন।

কিশোর মুখ মুছল।

'মিস্টার হার্ভে কি সত্যি সত্যি চলে যাবেন? এর আগেও তো তিনি কয়েকবার চাকরি ছাড়ার হুমকি দিয়েছেন।'

মাথা ঝাঁকালেন মিসেস ইভান্স।

'মনে হচ্ছে এবার তিনি সিরিয়াস।'

'কিন্তু তা হলে বিল্ডিং পরিষ্কার করবে কে?' রবিনের প্রশ্ন।

দরজার কাছ থেকে প্রশ্নটা লুফে নিলেন প্রিন্সিপাল ডেনিস।

'তোমরা করবে,' খেঁকিয়ে উঠলেন। 'মিস্টার হার্ভে এইমাত্র চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। সেজন্যে তোমরাই দায়ী।'

রবিন সোজা হয়ে বসল।

'উনি কিন্তু কোনও প্রমাণ দিতে পারেননি!'

'তাই বুঝি?' ট্র্যাশ ক্যানের কাছে দুপ-দাপ করে হেঁটে গেলেন প্রিন্সিপাল ডেনিস। সবাই শ্বাস চেপে অপেক্ষা করছে। হাত ঢুকিয়ে দুটো খালি পিনাট বাটারের জার বের করে আনলেন তিনি। 'এর কী ব্যাখ্যা দেবে তোমরা?'

শ্যারন খোঁচা মারল টডির পিঠে।

'বোকা কোথাকার। বুদ্ধি করে অন্য ক্লাসে রাখতে পারনি?' নিচু স্বরে বলল।

কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে তখন।

'যদ্দিন না মিস্টার হার্ভের বদলী কাউকে পাচ্ছি,' দাঁতের ফাঁকে বললেন প্রিন্সিপাল ডেনিস। 'এই ক্লাসের ওপর বিল্ডিং পরিষ্কারের দায়িত্ব দেয়া হলো। সিঁড়ির রেলিং থেকে শুরু করবে তোমরা!'

দুই

'ইস, কবে যে নতুন দারোয়ান আসবে,' চোখের উপর থেকে চুল সরিয়ে বলল ডানা।

হলের মেঝেতে মপ আছড়াচ্ছে রবিন।

'মিস্টার হার্ভে গেছে এক সপ্তা হয়ে গেল। টিফিন পিরিয়ডে কাজ করতে করতে জান কাবার হয়ে যাচ্ছে আমার। টডিদের পাপের শাস্তি আমরা সবাই ভোগ করছি।'

'সব ওই শ্যারন-টডিদের দোষ,' বলে উঠল কিশোর। ওরা দু'জন অন্যখানে কাজ করছে।

'তারপরও বলব শাস্তিটা একটু বেশিই হয়ে গেছে,' বলল মুসা।

'আমরা শুধু আমাদের কথাই ভাবছি,' বলল ডানা। 'বেচারী মিস্টার হার্ভেও তো বড়দিনের আগে বেকার হয়ে গেল!'

'গেল কেন? কে যেতে বলেছিল?' ফুঁসে উঠল রবিন। 'আর বড়দিনের কথা বলছ, বড়দিন তো প্রতি বছরই আসছে-যাচ্ছে। কী এসে যায় তাতে?'

পরস্পর মুখ তাকাতাকি করল কিশোর, মুসা আর ডানা।

'বড়দিন সবাই পছন্দ করে,' বলল কিশোর।

'আমি করি না!' ঘোষণা করল রবিন। 'এসব বাচ্চাদের ভাল লাগে!'

'বাচ্চা!' গম্ভীর এক কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল ওদের পিছনে।

ওরা চারজন ঘুরে চাইল। প্রিন্সিপাল ডেনিস ইয়া মোটা এক লোককে নিয়ে হল-এ দাঁড়িয়ে।

'তোমাদের সাথে মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যানের পরিচয় করিয়ে দেই,' বললেন প্রিন্সিপাল ডেনিস। 'ইনি আমাদের নতুন দারোয়ান।'

মি. ওয়াণ্ডারম্যান ওদের দিকে চেয়ে মৃদু হাসল। ঘন সাদা ভ্রূর নীচে ঝিকিয়ে উঠল একজোড়া নীল চোখ। দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলের ফাঁকে হাসিটা বোঝা যায় কি যায় না। পাইপ টানছে লোকটা। সরু ধোঁয়া ভাসছে পাইপের উপরে। কাপড়-চোপড় অন্যরকম, নইলে লোকটাকে অনায়াসে কারও দাদা-নানা বলে চালিয়ে দেওয়া যেত। এর পরনে কটকটে গোলাপি টি-শার্ট আর সবুজ-গোলাপি স্ল্যাক্স। সঙ্গে মানানসই উজ্জ্বল সবুজ টেনিস শু।

মুসা নীরবতা ভঙ্গ করল।

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।'

'হতেই হবে,' বলে খলখল করে হাসল লোকটা। রবিনের হাত থেকে মপটা নিয়ে বলল, 'তোমরা টিফিনে যাও, আমি সব ঠিকঠাক করে ফেলব।' দাড়ি টানল কথার ফাঁকে। পরমুহূর্তে মেঝে মপ করতে শুরু করল। তার কোমরে গোঁজা চাবিগুলো টুংটাং করে উঠল। যেখানটায় মুছছে সেখানটায় যেন বিজলী চমকাচ্ছে।

'খাইছে, খুব দ্রুত কাজ করে তো,' বলে উঠল মুসা। বিস্মিত।

'করুক। চলো আমরা বাইরে যাই,' বলল রবিন।

বাইরে এসে খেলার মাঠে জড় হলো ওরা।

'লোকটাকে ভাল মানুষ মনে হলো,' বলল ডানা।

'তবে ভয়ানক মোটা,' চিন্তিত করল কিশোর।

চোখ ঘুরাল মুসা।

'তাতে কী? আমাদেরকে তো আর মেঝে মপ করতে হচ্ছে না।'

'অত মোটা হওয়া ভাল না,' বলল কিশোর।

'এই নাও,' বলে হেসে উঠল রবিন। হঠাৎই কিশোরের মুখে একটা তুষারের গোলা ছুঁড়ে মারল।

পরমুহূর্তে, বেধে গেল ধুন্ধুমার লড়াই। ওরা চারজন গোলা ছুঁড়তে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল, লক্ষই করল না জানালা থেকে ওদেরকে নিরীখ করছে মি. ওয়াণ্ডারম্যান। আর তার ছোট্ট লাল বইটাতে কী সব যেন টুকছে।

তিন

মি. ওয়াণ্ডারম্যানকে নিয়ে কেউ বিশেষ মাথা ঘামাল না। অন্তত সে সপ্তাহ শেষ হবার আগে পর্যন্ত। লাঞ্চ টেবিলে বসে চিকেন নুড্‌ল্‌ সুপ খাচ্ছিল ওরা।

'খাইছে! কী ওটা?' বিস্ফারিত চোখে প্রশ্ন করল মুসা।

কিশোর, রবিন আর ডানা ঘরের ওপ্রান্তে ঘুরে তাকাল।

'মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যান,' বলল ডানা, ভাবখানা এমন যেন শক্ত অঙ্কের সমাধান করে দিল।

'জানি, কিন্তু সঙ্গের লোকটা কে?' মুসা বলে উঠল বিরক্ত কণ্ঠে।

'কই, কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না,' বলল কিশোর।

মাথা ঝাঁকাল রবিন।

'মুসা চোখের মাথা খেয়েছে,' বলল ও।

'মোটেই না। তোমরা ওকে দেখতে পাচ্ছ না,' হিসিয়ে উঠল মুসা।

'কী উল্টোপাল্টা বকছ!' বলে উঠল রবিন।

মুসা ওর চামচটা ঠকাস করে টেবিলে নামিয়ে রাখল।

'ঠিকই বলছি। ও মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যানের পিছনে আছে বলে

তোমরা দেখতে পাচ্ছ না। এবার দেখো।'

'মি. ওয়াণ্ডারম্যানের পিছন ঘুরে উদয় হলো ভীষণ বেঁটে এক বামন। তীক্ষ্ণ দাড়ি না থাকলে যে কেউ তাকে স্কুলের ছাত্র বলে ভুল করত। আপাদমস্তক সবুজ পোশাক তার পরনে, এমনকী খুদে হ্যাটটাও সবুজ। হাত দুটো এমনভাবে নাড়ছে যেন মহা উত্তেজিত। ওর কথা শুনে একটু পরপর মাথা ঝাঁকাচ্ছে মি. ওয়াণ্ডারম্যান।

'এত বেঁটে লোক জীবনেও দেখিনি,' ডানা ফিসফিসিয়ে বলল।

'ও তো আর ইচ্ছে করে বেঁটে হয়ে জন্মায়নি,' দরদ দেখিয়ে বলল রবিন।

'ওরা কী বলছে শোনা দরকার।' উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'এসো।'

'কী দরকার অন্যের কথা শোনার!' বলল মুসা।

'কৌতূহল মেটাতে চাইলে এসো।' বলল কিশোর। 'বেঁটে লোকটা কে জানতে হবে না?'

বন্ধুরা পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করে অনুসরণ করল কিশোরকে। কাছেরটা ছেড়ে দূরের ট্র্যাশ ক্যানের কাছে নিজেদের ট্রে নিয়ে চলল ওরা, মি. ওয়াণ্ডারম্যান ও বামনের পিছন দিয়ে যেন হেঁটে যেতে পারে।

'মহা গোলমাল হয়ে গেছে, এস. সি,' বামন বলছে। 'তোমাকে গিয়ে সব ঠিকঠাক করতে হবে। বড়দিনের আগে তুমি কিনা দারোয়ানের কাজ নিয়ে পড়লে। অথচ ওদিকে কত জরুরী কাজ পড়ে আছে!'

ওকে বাধা দিল মি. ওয়াণ্ডারম্যান।

'এটাও কাজ, কেলি। দারোয়ানের কাজকে হেলা কোরো না।'

'কিন্তু তোমাকে আমাদের দরকার!'

'নিজেরা ম্যানেজ করে নাওগে। আমার এখানে কাজ আছে,' সাফ জানিয়ে দিল মি. ওয়াণ্ডারম্যান।

সহসা কেলি গলা খাঁকরে ট্রে হাতে চার ছেলে-মেয়েকে দেখাল।

তিন গোয়েন্দা অন্য দিকে চেয়ে মি. ওয়াগুারম্যানের পিছন দিয়ে হেঁটে চলে গেল। কিন্তু স্থাণু হয়ে গেল ডানা।

'আমরা আপনাদের কথা শুনছিলাম না,' জোর গলায় বলল। 'আমরা শুধু আমাদের ট্রেগুলো নিয়ে যাচ্ছিলাম।'

দাড়ি টেনে ওর দিকে চাইল মি. ওয়াগুারম্যান।

'ট্র্যাশ ক্যান তো কাছেও ছিল। এতদূর না এলেও চলত।'

'ঠাকুর ঘরে কে আমি কলা খাইনি,' ফুট কাটল বেঁটে বামন।

ডানাকে দেখে মনে হলো এই বুঝি জ্ঞান হারাবে।

'ঠিক আছে, যাও ট্রে রেখে এসো,' বলে খলখল করে হাসল মি. ওয়াগুারম্যান। এবার খুদে বন্ধুর দিকে চাইল। 'বললাম না আমার কাজ আছে!'

তারপর নোটবই বার করে লিখতে শুরু করল।

চার

'এত ঠাণ্ডা কেন? একেবারে জমে যাচ্ছি,' রবিন অভিযোগ করল। কেলিকে দেখার পরদিন সকাল। তিন গোয়েন্দা আর ডানা সবার আগে ক্লাসরুমে এসে বসে আছে।

'শ্বাস পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, এত ঠাণ্ডা,' বলল কিশোর। মুখ দিয়ে ধোঁয়া বের করল ওরা।

'নতুন দারোয়ান বোধহয় হিট অন করতে ভুলে গেছে,' ডানা বলল।

'খাইছে, আমাদেরকে ঠাণ্ডায় জমিয়ে মারতে চায় নাকি?' শিউরে উঠে গুটিসুটি মেরে বসল মুসা।

'চলো, ওকে খুঁজে বের করে বলি থার্মোস্ট্যাট টার্ন আপ করতে,'

প্রস্তাব করল কিশোর। 'প্রিন্সিপাল খেপে গিয়ে ওকে বের করে দেয়ার আগেই!'

বেসমেন্টে দারোয়ানের ঘরে গেল ওরা চারজন। ওখানে পাওয়া গেল মি. ওয়াণ্ডারম্যানকে। বালতিতে সাবান পানি ভরছে।

মুসা চেপে ধরল কিশোরের বাহু।

'খাইছে, লোকটা পাগল নাকি? এই ঠাণ্ডার মধ্যে হাফপ্যান্ট পরে আছে!'

'আর শুধু একটা টি-শার্ট,' ফিসফিস করে আওড়াল রবিন।

মি. ওয়াণ্ডারম্যানের খালি বাহু আর পা দেখে শিউরে উঠল ডানা। মোজা ছাড়া সবুজ টেনিস শু জোড়া পরে আছে লোকটা!

'গুড মর্নিং!' গমগম করে উঠল মি. ওয়াণ্ডারম্যানের কণ্ঠস্বর। 'আমি তোমাদের জন্যে কী করতে পারি?'

'আমরা ভাবলাম আপনি হয়তো গরমটা অন করতে ভুলে গেছেন,' বলল কিশোর। 'আমাদের ঠাণ্ডা লাগছে কিনা।' মুখের কাছে ছোট-ছোট মেঘ তৈরি হয়ে ওর কথার সত্যতা প্রমাণ করল।

'ধ্যাত!' হেসে উঠল বুড়ো। 'এখানে ভয়ানক গরম। আমি যাতে গরমে গলে না যাই তাই হিট কমিয়ে দিয়েছি।'

'কিন্তু এখন তো শীতকাল,' বাধা দিয়ে বলল নথি।

'বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা,' যোগ করল মুসা।

ছোট জানালাটা দিয়ে উঁকি মারল মি. ওয়াণ্ডারম্যান।

'কই, আমি তো এক বিন্দু তুষার দেখছি না, এক তিল বরফ চকচক করছে না, ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে না–কোথায় শীত। এখন তো আসলে গরমের দিন! তোমরা ক্লাসে যাও!' পরক্ষণে সাবান পানি গোলানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মি. ওয়াণ্ডারম্যান।

কিশোর বন্ধুদেরকে পিছনে নিয়ে হল ধরে পা বাড়াল।

'লোকটা আজব কিসিমের। বুদ্ধিতে খাটো, তার বন্ধু-বান্ধবও খাটো!'

ডানা জ্যাকেট টেনেটুনে আঁটো করল।

'সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই,' বলল।

'প্রশ্নই ওঠে না! আমি গরমের ব্যবস্থা করছি।' চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

ঘুরে দাঁড়িয়ে গটগট করে হাঁটা দিল ও। বন্ধুরা অনুসরণ করল ওকে। কোনা ঘুরে একটা ক্লজিট খুলল ও।

'কী করছ? আমাদের এখানে আসা বারণ,' ডানা বলল।

'আমাদের জন্যে অনেক কিছুই বারণ,' বলে একটা বাতি অন করল রবিন। 'তাই বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে?' এবার দেয়ালে লাগানো এক প্রকাণ্ড থার্মোস্ট্যাট আঙুল ইশারায় দেখাল ও। 'এটাই আমাদের দরকার।' বলেই ডায়াল ঘুরিয়ে দিল।

একটু পরে, ক্লজিটের দরজা বন্ধ করে দিল।

'আর ভয় নেই। এখুনি গরম হয়ে উঠবে বিল্ডিং।'

রবিনের কথাই ঠিক। বিশ মিনিটের মধ্যেই কোট খুলে ফেলল ওরা। কেউ কেউ এমনকী সোয়েটারও গায়ে রাখতে পারল না। ইংরেজি ক্লাস চলছে, এসময় মুসার বাথরূম পেল।

ওকে বেরিয়ে যেতে দেখে হাত তুলল রবিন।

'বলো, রবিন?' মিসেস ইভান্স প্রশ্ন করলেন।

'হল থেকে আমার পেন্সিলটা আনা দরকার।'

'যাও... তবে তাড়াতাড়ি ফিরবে।'

'আচ্ছা,' বলে বেরিয়ে গেল রবিন।

পানির ফোয়ারার কাছে মুসাকে দেখতে পেল ও।

এসময় কোনা ঘুরে বেরিয়ে এল মি. ওয়াণ্ডারম্যান। ধাক্কা খেল রবিনের গায়ে।

'আমরা কোথায় যাই, কী করি সব আপনার দেখতে হবে, তাই না?' প্রশ্ন করল রবিন।

'আপনি কেমন আছেন, মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যান?' বলল মুসা।

দাড়ি টানল লোকটা। ঘামছে দরদর করে। সবুজ-সাদা চেকের এক রুমাল বের করে মুখ মুছে নিল।

'ভাল আছি। তবে ভয়ানক গরম লাগছে। গরম একদম সহ্য করতে পারি না আমি।'

'আমার কাছে তো আরাম লাগছে,' বলল মুসা।

'হ্যাঁ, ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচা গেছে,' সায় দিয়ে বলল রবিন।

মি. ওয়াণ্ডারম্যান রবিনের দিকে চিন্তিত চোখে দু'মুহূর্ত চেয়ে থাকল। তারপর লাল নোটবইটা বের করে লিখতে শুরু করল।

'আপনি কী এত লেখেন নোটবইটাতে?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

মি. ওয়াণ্ডারম্যান কপালে টোকা দিল।

'এই, একটা তালিকা করি আরকী। আমার এখন কথা বলার সময় নেই। গরমটা কমানোর ব্যবস্থা করতে হবে।' চাবির টুংটাং শব্দ তুলে চলে গেল।

'শুনলে?' গুঙিয়ে উঠল রবিন। 'আমরা থার্মোস্ট্যাট বাড়িয়ে দিয়েছি টের পেয়ে যাবে।'

কিন্তু মুসা কিংবা রবিনের করার কিছুই ছিল না, কেননা মিসেস ইভান্স হল-এ বেরিয়ে এসেছেন। ওদের দু'জনকে বাহু ধরে টেনে নিয়ে গেলেন ক্লাসরুমের দিকে।

'এখুনি ক্লাসে চলো, খালি ফাঁকি, তাই না?'

ইংরেজি ক্লাস তখনও শেষ হয়নি, তাপমাত্রা কমতে শুরু করল। সবার আগে ব্যাপারটা লক্ষ করলেন মিসেস ইভান্স। ঠাণ্ডায় শিউরে উঠে কার্ডিগান পরে নিলেন। একটু পরেই গরম জামা উঠে এল সবার গায়ে।

ডানা হাতে হাত ঘষল।

'যা ঠাণ্ডা, লিখতে পারছি না।'

দু'বাহু ভাঁজ করে ঠাণ্ডা কমানোর চেষ্টা করল কিশোর।

'বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে হাত,' ককিয়ে উঠল।

অংক ক্লাসে নাক টানতে শুরু করল মুসা।

'সর্দি লেগে গেছে।'

'পেন্সিলটা পর্যন্ত জমে গেছে হাতে,' বলল রবিন।

টিফিন পিরিয়ডে ছেলে-মেয়েরা বাইরে পর্যন্ত বেরোতে চাইল না, এতটাই কাবু ঠাণ্ডায়।

'বোকার দল,' তিরস্কার করলেন মিসেস ইভান্স। 'আমাদের দরকার তাজা বাতাস। খানিক এক্সারসাইজ করলে হয়তো বা গা গরম হতে পারে।'

ছেলে-মেয়েরা কোটের বোতাম লাগিয়ে, দস্তানা পরে বাইরে বেরিয়ে এল সারি বেঁধে।

'খাইছে! ভিতরের চেয়ে বাইরে দেখি ঠাণ্ডা কম!'

কথা সত্যি। সূর্যের আলো অন্তত দশ ডিগ্রী ঠাণ্ডা কমিয়ে দিয়েছে।

'মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যান এই শীতে আমাদেরকে জমিয়ে মারবে। সে গরম সইতে পারে না বলেছে,' বলল রবিন।

'থার্মোস্ট্যাটটা আবারও টার্ন আপ করলে কেমন হয়?' বাতলে দিল ডানা।

'লাভ নেই। মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যান আবারও আর্কটিকের ঠাণ্ডা ফিরিয়ে আনবে,' গুঙিয়ে উঠে বলল কিশোর।

'আমি সারা শীতকাল কষ্ট করতে রাজি না,' বলে উঠল রবিন।

'কী করবে শুনি?' ডানার জিজ্ঞাসা।

মৃদু হাসল রবিন।

'ওকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব। এমন করব যেন এখানে এসেছে বলে পস্তায়। এমন খাটুনি খাটাব, টেম্পারেচার নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় পাবে না।'

'পারবে না,' বলল মুসা।

'কেন?'

'ও হয়তো চাকরিই ছেড়ে দেবে। বড়দিন এসে গেল। বেচারা খাবে কী? প্রিয়জনদের জন্যে উপহার কিনবে কীভাবে?'

'বড়দিনের কোন গুরুত্ব আমার কাছে নেই,' সাফ জানিয়ে দিল রবিন। 'বোকারা বড়দিন এলে খামোকা টাকা অপচয় করে। ওর কাজ না থাকলেই বরং ভাল! টাকাগুলো বাঁচবে।'

'খাইছে! কিন্তু প্রিন্সিপাল আমাদেরকে মেরেই ফেলবে!' মুসা মনে করিয়ে দিল।

'আমি ওঁকে ভয় পাই না,' বলল রবিন। 'আমি কাউকেই ভয় পাই না।'

পাঁচ

লাঞ্চের মধ্যেই, রবিন একটা পরিকল্পনা ছকে ফেলল।

'মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যানের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় বের করে ফেলেছি,' বলল ও।

লাঞ্চ টেবিলে বসে ওরা।

'কী করবে তুমি?' প্রশ্ন করল কিশোর।

'আমি একা কিছু করব না। সবাই মিলেই করব।'

'খাইছে, প্রিন্সিপালের হাতে ধরা খেতে হবে না তো?' সংশয় প্রকাশ পেল মুসার কণ্ঠে।

'না,' জোর গলায় জানাল রবিন।

'আমি এর মধ্যে নেই,' সাফ জানিয়ে দিল কিশোর।

'আমিও না,' জানাল ডানা।

'আমিও,' যোগ দিল মুসা।

'ঠিক আছে, যা করার একাই করব আমি।' বলল রবিন।

ক্লাসরুমে ঢোকার পর হাত তুলল।

'মিসেস ইভান্স, বাথরুমে যেতে পারি?' মিষ্টি করে জানতে চাইল।

'পারো, কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরবে। এখুনি সায়েন্স লেসন শুরু হবে,' জবাবে বললেন মিসেস ইভান্স।

বোদ্ধার মত মাথা ঝাঁকিয়ে ক্লাস ত্যাগ করল রবিন।

হল-এ পৌঁছামাত্রই দ্রুত কাজে লেগে পড়ল ও। ছেলেদের বাথরুমে গিয়ে টয়লেট পেপারের সবকটা রোল শার্টের নীচে গুঁজল।

'আমাকে দেখে মোটকু সান্তা মনে হচ্ছে,' আয়নায় নিজেকে দেখে হেসে উঠল।

এবার হল-এ আলগোছে ঢুকে পড়ে হাঁটতে শুরু করল। একটা জুতসই জায়গা খুঁজে বের করতে হবে, বলল মনে মনে। কেউ যাতে সন্দেহ করতে না পারে।

মেয়েদের বাথরুমটা কেমন হয়? নাহ, নিজেই বাদ দিল চিন্তাটা। বেশি ঝুঁকি হয়ে যায়। যে কোন মুহূর্তে কোন মেয়ে ভিতরে ঢুকতে পারে।

দেয়ালে ঝুলানো ঘড়িটা এক পলক দেখে নিল ও। লাঞ্চ আর ছুটির মাঝামাঝি। সবাই যার যার ক্লাসে পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত এখন।

এসময় বুদ্ধিটা ঘাই মারল মাথায়। পাওয়া গেছে। এক কোনা ঘুরে সোজা টিচার্স লাউঞ্জের উদ্দেশে এগিয়ে চলল।

ভিতরে ঢুকে টয়লেট পেপারের গাদা নামিয়ে রাখল ও। তারপর প্রতিটা ফার্নিচারের গায়ে টয়লেট পেপারের পর্দা জড়াতে লাগল। ডিটো মেশিন আর কফি মেকারের ভিতরেও কাগজ গুঁজল। চেয়ারে উঠে দাঁড়িয়ে কয়েকটা বাতিতেও কাগজ ঝুলিয়ে দিল।

কাজ সেরে সন্তুষ্ট বোধ করল ও। দারোয়ান ব্যাটা অনেকক্ষণ এ নিয়েই ব্যস্ত থাকবে।

ক্লাসরুমে ফিরে যাওয়ার আগে বেসমেন্ট ক্লজিটে একবার ঝটিতি

সফর করে গেল রবিন।

মিসেস ইভান্স সলিড আর লিকুইড নিয়ে কিছু বলছিলেন, এসময় ক্লাসে খোশমেজাজে প্রবেশ করল ও।

ডেস্কে বসে কিশোরের উদ্দেশে চোখ টিপল।

'হিট বাড়িয়ে দিয়েছি। গাধা দারোয়ানটা শীঘ্রি আর কমাতে পারবে না,' জানাল ফিসফিস করে।

'কেন?'

'টিচার্স রূমে যা করে রেখে এসেছি সেটা গোছগাছ করতেই পুরো তিনদিন লেগে যাবে ওর। আমাদেরকে এর মধ্যে আর ঠাণ্ডায় কষ্ট পেতে হবে না।' মনে খুশি ধরছে না ওর। গর্বও বোধ করছে।

'রবিন, তুমি কিছু বলতে চাও?' টিচার জিজ্ঞেস করলেন।

'জি না, ধন্যবাদ।'

'তা হলে পড়ায় মন দাও।' বলে বোর্ডে লিখতে শুরু করলেন মিসেস ইভান্স।

'যাই, দেখে আসি,' বলল কিশোর। বাথরূমে যাওয়ার অনুমতি চাইলে টিচার খুশি হলেন না। তবে অনুমতি মিলল।

কয়েক মিনিট পরেই ফিরে এল ও। মাথা নাড়ছে।

'যত্তসব বাজে কথা! টিচার্স লাউঞ্জ একেবারে পরিপাটী দেখে এলাম,' গলা খাদে নামিয়ে রবিনের উদ্দেশে বলল।

'কী বলছ তুমি? সবখানে টয়লেট পেপার ছড়িয়েছি। এত তাড়াতাড়ি সাফ করার সাধ্য কারও নেই।'

'ওখানে এখন কোন টয়লেট পেপার নেই। আছে শুধু মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যান,' অনুচ্চ স্বরে বলল কিশোর।

'অসম্ভব!' শিউরে উঠে বলল রবিন। ওর কল্পনা, নাকি সত্যি সত্যি বাড়তে শুরু করেছে ঠাণ্ডাটা?

ছয়

ছুটির পর হল-এ বন্ধুদেরকে থামাল রবিন।

'আমরা টিচার্স লাউঞ্জে যাই চলো। এখানে অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটছে,' বলল ও।

'বললেই হয় তুমি মিথ্যে বলেছিলে,' বলল কিশোর। 'টিচার্স লাউঞ্জে তুমি আসলে কিছুই করনি।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ও।

'বিশ্বাস করো, আমি সত্যি কথা বলছি। কাজটা কার আমাকে জানতে হবে,' বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে গটগটিয়ে লাউঞ্জের উদ্দেশে হাঁটা দিল রবিন।

কিশোর, মুসা আর ডানা পরস্পর মুখ তাকাতাকি করে ওকে অনুসরণ করল।

লাউঞ্জে টিচাররা সমবেত হয়েছেন, গা গরম করতে কফি পান করছেন।

ওরা চারজন ভিতরে উঁকি মেরে দেখল রুমটা ঝকঝক-তকতক করছে।

'মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যান বেশ কাজের লোক,' মিসেস ইভান্সকে বলতে শোনা গেল। 'তবে বিল্ডিংটা এত ঠাণ্ডা রাখা ঠিক না।'

'কিন্তু স্কুলটা এত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আগে কখনও ছিল না। কীভাবে পরিষ্কার রাখছে ঈশ্বর জানে,' অন্য এক টিচার সায় দিয়ে বললেন।

'একদম ম্যাজিকের মত!' মিসেস ইভান্স বললেন। 'ম্যাজিকের কথা যখন উঠলই, ফুডড্রাইভের কথা শুনেছেন? বাক্সটা পিনাট বাটারের জারে উপচে পড়ছে, অথচ কেউ জানে না কীভাবে হলো!'

দরজার কাছ থেকে সরে এল রবিন।

'ম্যাজিক না ছাই। মিস্টার ওয়াগুারম্যান আস্ত একটা বরফের মূর্তি।'

'শশশ!' সাবধান করল মুসা।

মি. ওয়াগুারম্যান রবিনের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। সব কথাই শুনেছে। লাল নোটবইতে এখন কী সব যেন টুকছে।

'কেমন আছ তোমরা?' বলে পকেটে নোটবইটা রেখে দিল সে। 'টিচার্স লাউঞ্জ থেকে দূরে থাকলে ভাল হত না?'

'না, মানে আমরা রবিনকে দেখাতে নিয়ে এসেছি ঘরটা কীরকম ঝকঝক করছে।' গড়গড় করে বলে গেল ডানা।

ওর পাঁজরে আলতো কনুই মারল রবিন।

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি।'

চোখ টিপল মি. ওয়াগুারম্যান।

'ঘরটাকে সবসময় এরকমই রাখব আমরা, কেমন?'

'ঘর পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব তো আমাদের না,' জানাল রবিন।

দাড়ি ঘষল নতুন দারোয়ান।

'নোংরা করার দায়িত্বও কিন্তু তোমাদের না। কথাটা মনে রাখলে খুশি হব।'

'চলো এখান থেকে,' বলল রবিন।

'বাই, মিস্টার ওয়াগুারম্যান,' হাত নেড়ে বলল ডানা ও কিশোর। বাইরে বেরিয়ে খেলার মাঠে চলে এল ওরা চারজন।

'লোকটার মধ্যে অদ্ভুত কিছু একটা ব্যাপার আছে,' বলল রবিন।

'খাইছে, সব সময় যেভাবে আমাদেরকে ওয়াচ করে, ভয়ই লাগে আমার,' সায় জানিয়ে বলল মুসা।

'আর নোটবইতে গোয়েন্দাদের মত সারাক্ষণ কী অত লেখে?' যোগ করল কিশোর। 'ওর কাছে আমিও ফেল।'

'লোকটা গুপ্তচর-টুপ্তচর না তো?' রবিন বলল।

চোখ ঘুরাল মুসা।

'আমাদের উপর গুপ্তচরগিরি করে ওর কী লাভ?'

'ও হয়তো সান্তা ক্লয,' হঠাৎই শান্ত স্বরে বাতলাল ডানা।

হেসে উঠল রবিন।

'ডানা, তুমি এখনও ছেলেমানুষ রয়ে গেছ!'

'দাঁড়াও,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর, 'মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যান স্কুলটাকে উত্তর মেরু বানিয়ে রেখেছে, ঠিক কিনা?'

'ঠিক। আর সবুজ ড্রেস পরা বামনটা? ও হয়তো সান্তার বামন ভূত!' যোগ করল মুসা।

'বামনটা কিন্তু ওকে এস.সি. বলে ডাকে। সান্তা ক্লযকে ছোট করে এস.সি. বলে কিনা কে জানে,' বলল ডানা।

'দুধের বাচ্চা সব! সান্তা ক্লযকে নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করা আমাদের মানায় না,' ব্যঙ্গ করে বলল নথি।

'হয়তো তোমার কথাই ঠিক। এটা তো সত্যি কথাই, সান্তা ক্লয মেঝে মপ করে না। আর সান্তা ক্লযকে আমি কখনও হাফপ্যান্ট কিংবা টেনিস শু পরতে দেখিনি,' সায় জানিয়ে বলল মুসা।

'কী করে জানলে? ও হয়তো দারোয়ানের ছদ্মবেশে আছে,' বলল ডানা, হাল ছাড়তে রাজি নয়।

'মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যান স্রেফ একজন বুড়ো মানুষ, আমাদেরকে যে ঠাণ্ডায় জমিয়ে মারতে চাইছে,' বলে উঠল রবিন। 'কিন্তু আমি সেটা হতে দেব না!'

সাত

পরদিন সকাল। খেলার মাঠে অপেক্ষা করছিল রবিন। পেঁজা তুষার ঘুরপাক খাচ্ছে মাটিতে, এসময় মুসা হেঁটে এল। ঘাস এতটাই ঠাণ্ডা,

ওর পায়ের চাপে গুঁড়িয়ে গেল মুড়মুড় করে।

'নিখুঁত একটা প্ল্যান করেছি,' ঝটপট বলল রবিন।

'কীসের প্ল্যান?'

'যাতে মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যান হিট কমিয়ে না দেয়।'

'খাইছে, যা ঠাণ্ডা করে রাখে, বাপ রে!' বলল মুসা।

'আর পারবে না। তবে সেজন্যে তোমার সাহায্য দরকার। করবে?'

'কী করতে হবে?'

'এসো, দেখাচ্ছি।' বন্ধুকে হাতছানি দিয়ে ডেকে স্কুলের উদ্দেশে পা বাড়াল রবিন।

'কিশোর আর ডানার জন্যে অপেক্ষা করব না আমরা?'

'সময় নেই। মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যান কিংবা অন্য কেউ আসার আগেই কাজ সারতে হবে। তুমি আসছ?' বলল রবিন।

শিউরে উঠল মুসা।

'হ্যাঁ।' অনিচ্ছার সঙ্গে বলল। রবিনকে অনুসরণ করে হলওয়েতে প্রবেশ করল। দেখতে পেল রবিন বুকব্যাগ থেকে পাঁচটা বড় বড় হুইপ্‌ড্ ক্রীমের ক্যান বের করল।

'কী হবে এগুলো দিয়ে?' মুসার জিজ্ঞাসা।

'মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যান ঠাণ্ডা পছন্দ করে, তাই তো?'

'হ্যাঁ,' সায় জানাল মুসা।

'সে যা চায় তাই পাবে। হলগুলোতে তুষার ঝরাব আমরা!' দু'হাতে দুটো ক্যান নিয়ে দেয়ালে ফোয়ারার মত ছিটাতে আরম্ভ করল রবিন।

'এতে কাজ হবে বলে মনে হয় না,' বলল মুসা।

'হবে। নাও, তুমিও শুরু করো।'

মুসা একটা ক্যান নিয়ে দেয়ালে মি. ওয়াণ্ডারম্যানের নাম লিখল।

রবিন একটা ক্যান নামিয়ে রাখল। এক হাতে হুইপ্‌ড্ ক্রীম ছিটিয়ে হাতটা মুখে পুরল।

'বাহ, দারুণ লাগছে।'

মুসাও মুখের মধ্যে ছিটাল হুইপ্‌ড্ ক্রীম।

'তাই তো,' বলল।

একবার দেয়ালে আরেকবার নিজেদের মুখের মধ্যে ক্রীম ছিটাচ্ছে ওরা। কাজ যখন শেষ হলো, হলটাকে দেখে মনে হলো বুঝি তুষারঝড় বয়ে গেছে এর উপর দিয়ে।

'এবার বাছাধন যাবে কোথায়?' বলল রবিন। 'এখানে এতটাই ব্যস্ত থাকতে হবে, টেম্পারেচার নিয়ে মাথা ঘামাবার সুযোগ পাবে না।'

'ঠিকই বলেছ।'

থার্ড গ্রেডের ট্র্যাশ ক্যানে খালি ক্যানগুলো ঝটপট ফেলে দিল রবিন।

'চলো পালাই,' বলল মুসা। 'মনে হচ্ছে কে যেন আসছে।'

কাছেই মি. ওয়াণ্ডারম্যানের চাবির গোছার টুং-টাং শব্দ শোনা গেল।

মাথা ঝাঁকাল রবিন।

'চলো গরমটা বাড়িয়ে দিই। মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যান খেয়াল করবে না।'

খিলখিল করে হেসে উঠল মুসা।

'এবার দেখা যাবে ওয়াণ্ডারম্যানের কেরামতি।'

ডানা পানির ফোয়ারা থেকে পানি পান করছে, এসময় রবিন আর মুসাকে হন্তদন্ত হয়ে ক্লাসের উদ্দেশে যেতে দেখল। রবিন ক্লাসে ঢুকে পড়লেও মুসা হুইপ্‌ড্ ক্রীমের কথা খুলে বলল ডানাকে।

'কী দরকার ছিল এসব করতে যাওয়ার,' বলে উঠল ডানা।

'কেন, কী হয়েছে? ক্রীমই তো, রং তো আর না,' সাফাই গাইল মুসা।

'রবিন মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যানের ওপর এতটা খেপে উঠল কেন

বুঝতে পারছি না,' বলে মুখ থেকে পানি মুছে নিল ডানা। 'ঠ. একটু সহ্য করে নিলে কী এমন ক্ষতি হত? মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যান ভাববে বলো তো?'

'বুঝবে কী করে আমরা করেছি?' বলে এক ঢোক পানি পান করল মুসা।

'সে যদি সত্যি সত্যি সান্তা ক্লয হয়? সান্তা ক্লয সব দেখতে পায়। সব জানে।'

'মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যান মোটেই সান্তা ক্লয নয়,' জোর দিয়ে বলল মুসা।

'হয়তো নয়, কিন্তু বাই চান্স যদি হয়? তুমি সুযোগটা নিতে চাও?'

শ্রাগ করল মুসা।

'ঠিক আছে। ক্রীম সাফ করতে হাত লাগাব আমি।'

'আমিও হেল্প করব।'

'ধন্যবাদ,' বলল মুসা। হলওয়ে ধরে পা বাড়াল ওরা।

কিন্তু কোনা ঘুরতেই থমকে দাঁড়াল ডানা।

'তোমরা তো মনে হয় এখানেই হুইপ্‌ড্ ক্রীম মাখিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে গেল কই?'

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা। সাদা দেয়ালগুলো ঝিকঝিক করছে। কোথাও হুইপ্‌ড্ ক্রীমের চিহ্নমাত্র নেই।

'খাইছে! এত ক্রীম সাফ করতে তো মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যানের সারা দিন লেগে যাওয়ার কথা,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল মুসা।

'যদি না...' শুরু করল ডানা।

'যদি না কী?' প্রশ্ন করল মুসা।

'যদি না সে সত্যি সত্যিই সান্তা ক্লয হয়,' ফিসফিস করে বলল ডানা।

আট

'রবিন, তোমার সাথে কথা আছে,' রুমে ঢুকে অনুচ্চ স্বরে বলল মুসা।

'এখন কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। পরে বোলো,' বলল নথি।

'কিন্তু আমি মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যান সম্পর্কে কথা বলতে চাই। লোকটা আসলেই জাদু জানে।'

'কী বলছ তুমি?' বলে উঠল রবিন। বড়দিনের সবুজ কাগজের শেকল ঝুলছে ঘরে, তার চাইতেও সবুজ দেখাচ্ছে ওর মুখ।

'মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যান সত্যিই কেরামতি দেখিয়েছে। হুইপ্‌ড্ ক্রীম এরইমধ্যে মুছে ফেলেছে।'

'অসম্ভব!'

'সত্যি বলছি। লোকটা মনে হয় আসলেই সান্তা।'

'লোকটা কাজের হতে পারে, কিন্তু কখনোই সান্তা নয়। সান্তা ক্লস যদি থাকতও সে নিশ্চয়ই ওর মত হোঁতকা দারোয়ান হত না।' বলল রবিন। মাথা রাখল ডেস্কে।

'সান্তা মনে হয় একেক বছর একেক স্কুলে ঘুরে বেড়ায়। সেখানকার ছেলে-মেয়েদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়...'

'হ্যাঁ, আর ক্যাফেটেরিয়ার বুড়ি মহিলাটাকেও এবার তুমি ইস্টার বানি বলবে।' বৃদ্ধা হ্যামবার্গার সেঁকে।

'রবিন, আমি সিরিয়াস,' বলল মুসা।

'আমিও সিরিয়াস। হুইপ্‌ড্ ক্রীম বেশি খেয়ে ফেলেছি। মনে হচ্ছে শরীর খারাপ করবে।'

অফিসে ওকে পাঠিয়ে দিলেন মিসেস ইভান্স। রবিনই শরীর

খারাপের কথা তাঁকে বলতে গিয়েছিল।

'আমার শরীর খারাপ করছে,' অফিসে পৌঁছে গুঙিয়ে উঠল ও।

'বেশি বেশি হুইপ্‌ড্ ক্রীম খেলে যে কারও শরীর খারাপ করবে,' অফিসের এক প্রান্ত থেকে হেসে উঠল মি. ওয়াণ্ডারম্যান। লাল নোটবইটাতে লিখতে ব্যস্ত সে।

'আমি হুইপ্‌ড্ ক্রীম খাইনি,' মিথ্যে বলল রবিন। 'আমার মনে হয় ফ্লু হয়েছে। আমি বাড়ি যাব।'

'আমি তোমার বাবাকে ফোন করছি,' সেক্রেটারি বললেন রবিনকে।

রবিন মি. ওয়াণ্ডারম্যানের কাছে গিয়ে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করল নোটবইতে কী লেখা হয়েছে। কিন্তু মি. ওয়াণ্ডারম্যান ফট করে ওটা বন্ধ করে হাফপ্যান্টের পকেটে গুঁজে দিল।

'লাল নোটবইটাতে এত কী লেখেন আপনি?' রবিন জবাব চাইল।

'আমি মানুষকে অবজার্ভ করি আর সেসব কথাই লিখে রাখি,' মি. ওয়াণ্ডারম্যান বলল।

'অন্য ভাবে বললে আপনি স্পাইং করেন,' বলল নথি।

'ওভাবে বোলো না। বরঞ্চ বলতে পারো আমি মানুষকে লক্ষ করি।'

'আমার ব্যাপারে কী লক্ষ করলেন?' রবিনের জিজ্ঞাসা।

'করেছি। আমি লক্ষ করেছি তুমি বড়দিনে কিংবা সান্তা ক্লযে বিশ্বাস করো না।'

'বড়দিন বাচ্চাদের জন্যে, আর সান্তা ক্লয যদি থাকতও সে বড়দিনে আমি যা চাই তা দিতে পারত না,' ব্যথায় পেট চেপে ধরে বলল রবিন।

'বড়দিনে তুমি কী–?' প্রশ্ন করছিল মি. ওয়াণ্ডারম্যান। কিন্তু সে প্রশ্নটা শেষ করতে পারার আগেই হড়হড় করে বমি করে ফেলল

রবিন। একেবারে মি. ওয়াগুারম্যানের পায়ের উপর।

ঝন-ঝন করে উঠল লোকটার চাবির গোছা, সেক্রেটারি যখন রবিনকে নিয়ে গেলেন বাথরুমে।

খানিক পরে ওরা ফিরে এল অফিসে। অসুস্থ সিন্ধুঘোটকের মত দেখাচ্ছে রবিনকে। চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ল ও।

সেক্রেটারি চাইলেন মি. ওয়াগুারম্যানের পরিষ্কার টেনিস শুর দিকে।

'ও আপনার পায়ের উপর না...?' মাথা নাড়লেন সেক্রেটারি। 'যাকগে, আমি রবিনের বাবার সাথে যোগাযোগ করছি।'

'তাকে পাবেন না,' জানাল রবিন। 'বাবা বাসায় নেই। বড়দিনের পরে ফিরবে।' বেদনাকাতর শোনাল ওর কথাগুলো।

'তা হলে তোমার মাকে বলি আসতে।'

'বলুন,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল রবিন।

সেক্রেটারি ফোন করছেন, মি. ওয়াগুারম্যান রবিনের পাশে বসল।

'তোমার মা এলে তাঁকে বোলো হুইপ্‌ড্ ক্রীম খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছ তুমি,' বলল।

'বলেছি তো আমি হুইপ্‌ড্ ক্রীম খাইনি,' দুর্বল কণ্ঠে বলল রবিন।

মি. ওয়াগুারম্যান খলখল করে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল।

'আমি হিট কমিয়ে দিতে যাচ্ছি। আর হ্যাঁ, হুইপ্‌ড্ ক্রীম মোটেই তুষারের মতন দেখতে নয়।'

নয়

'ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত না?' মুসা পরদিন জিজ্ঞেস করল রবিনকে।

'কোন্ ব্যাপারটা?'

'এই যে, মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যান জেনে গেল তুমি চেয়েছ হুইপ্‌ড্ ক্রীমকে তুষারের মত লাগুক,' আলোচনায় যোগ দিয়ে বলল কিশোর।

'আমি তোমাদেরকে আরেকটা অদ্ভুত কথা বলছি শোনো,' বলল ডানা। 'ফুড বক্স ড্রাইভটা হুইপ্‌ড্ ক্রীমের ক্যানে ভর্তি ছিল!'

পরদিন সকালে পানির ফোয়ারা ঘিরে জড় হয়েছে ওরা। রবিন এখন সুস্থ।

'আমি আবারও বলছি,' বলল ডানা। 'ও সান্তা ক্লয।'

'ডানা হয়তো ঠিকই বলছে,' সায় জানাল মুসা। 'যা-ই বলো না কেন, আগে কারও ওয়াণ্ডারম্যান নাম শুনেছ?'

'এবং ওর ইনিশিয়াল হচ্ছে এস.সি,' যোগ করল কিশোর।

'এস.সি. মানে হয়তো সাওয়ার ক্যারট,' গজগজ করে বলল রবিন। 'ও যতক্ষণ না স্লেজ নিয়ে আকাশে উড়ছে আমি বিশ্বাস করব না ও সান্তা ক্লয।'

'আমাদের একটু সাবধান থাকা দরকার, জাস্ট ইন কেস,' পরামর্শ দিন ডানা।

'ইনকেস ও যদি সত্যিই সান্তা হয়,' বলল মুসা।

'বড়দিনে উপহার পেতে কে না চায়,' বলল ডানা।

'ও সান্তা ক্লয নয়। এবং আমি সেটা প্রমাণ করে দেব,' জোর

গলায় জানাল রবিন।

'কীভাবে?' সমস্বরে প্রশ্ন এল।

'ছুটির পর ওকে ফলো করে ওর বাসা অবধি যাব।'

'তাতে কী প্রমাণ হবে?' কিশোরের প্রশ্ন।

'ও কোন্ চুলোয় থাকে দেখলে বুঝবে ও অতি সাধারণ এক মোটু দারোয়ান। তোমরাও যাবে আমার সাথে!' রবিন বলল।

সেদিন বিকেলে ছুটির পর রবিন আর কিশোর বাথরুমে গা ঢাকা দিল।

'মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যানের অজান্তে তার ওপর নজর রাখার রাস্তা বের করতে হবে,' বলল রবিন।

'ও যদি সত্যিই সান্তা ক্লয হয় তা হলে সেটা সম্ভব হবে না,' জানাল কিশোর।

চোখ উল্টাল রবিন।

'চলো আমরা ওক গাছে উঠে বসে থাকি। ও রওনা হলেই ফলো করব।'

কিশোর রবিনের বাহু চেপে ধরল।

'মুসা আর ডানা আমাদের সাথে যাবে না?'

'না। ওরা বাড়ি চলে গেছে।'

রবিন আর কিশোর বিল্ডিং থেকে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্যে।

'বাপ রে, কী ঠাণ্ডা!' রবিন বলে উঠল।

'এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে জমে যাব আমরা। পুরো বিল্ডিং পরিষ্কার করতে মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যানের অনেক সময় লাগবে,' বলল কিশোর।

'তাই বলে সত্যিটা জানতে হবে না?' রবিন বলে উঠল।

'হবে, কিন্তু তুষারমানব হতে চাই না আমি,' ঠাণ্ডায় কেঁপে উঠে বলল কিশোর।

'এখন চুপচাপ গাছে ওঠো তো।'

গাছের কনকনে ঠাণ্ডা ডালে বসে অপেক্ষা করতে লাগল ওরা।

একটু পরেই চাবির শব্দ শোনা গেল।

মি. ওয়াণ্ডারম্যান বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এসেছে। তার কাঁধে ঝুলছে প্রকাণ্ড এক থলে।

কিশোর খোঁচা মারল রবিনের পাঁজরে।

'দেখো! থলে ভর্তি খেলনা!'

মি. ওয়াণ্ডারম্যান থলেটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ট্র্যাশ বিনের মধ্যে।

'খেলনা নয়, ময়লা,' রবিন ফিসফিস করে বলল।

মি. ওয়াণ্ডারম্যান লম্বা শ্বাস টেনে উপচে-ওঠা পেটে হাত বুলাল। তারপর পাইপ জ্বেলে চাবির গোছা নাড়ল। পরক্ষণে, জাদুবলে যেন সাঁ করে উদয় হলো উজ্জ্বল লাল এক স্পোর্টস কার।

চালক এতটাই বেঁটে, স্টীয়ারিং হুইলের উপর দিয়ে তাকে দেখা যায় না। কিন্তু ছেলেরা ওর সবুজ হ্যাট আর চোখা কালো দাড়ি দেখেই চিনে ফেলল কে ওটা। কেলি।

মি. ওয়াণ্ডারম্যানের সামনের ফাঁকা জায়গায় গাড়িটা ব্যাক করিয়ে দাঁড় করাল কেলি। এসময় কিশোর লক্ষ করল ওটা। রবিনকে গুঁতো মেরে তর্জনী তাক করল। লাইসেন্স প্লেটটা দেখে বাক্যহারা হয়ে গেল রবিন। সবুজ অক্ষরে ওতে লেখা: 'হো! হো! হো!'

দশ

'ও আসলেই সান্তা ক্লয,' বেশ জোরে ককিয়ে উঠল কিশোর। মি. ওয়াণ্ডারম্যান ও কেলি গাছটার দিকে ঘুরে চাইল।

'শশশ!' রবিন বলল। 'শুনে ফেলবে!' কিশোরের মুখ চাপা দিতে হাত বাড়াল, কিন্তু সাঁত করে সরে গেল কিশোর এবং ভারসাম্য হারাল রবিন।

পরমুহূর্তে, চিৎকার ছেড়ে ধপাস করে মাটিতে পড়ল ও।

মি. ওয়াণ্ডারম্যান আর কেলি ছুটে এল।

'লাগেনি তো?' মি. ওয়াণ্ডারম্যান জিজ্ঞেস করল।

'না...না।'

কেলি ওকে হাত ধরে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল।

'ওপরে আরেকটা আছে, এস. সি.,' বলে আঙুল-ইশারায় কিশোরকে দেখাল।

গাছ থেকে তরতর করে নেমে এল কিশোর। দাঁড়াল ঠিক মি. ওয়াণ্ডারম্যানের সামনে।

'আপনি সান্তা ক্লয, ঠিক না?' চেঁচিয়ে উঠল।

আঁতকে উঠল কেলি, কিন্তু মি. ওয়াণ্ডারম্যান স্বাভাবিক ভঙ্গিতে তার দাড়ি টানল।

'কোথেকে পেলে এই ধারণা?'

'আমি জানতাম! রবিন, বলেছিলাম না!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

রবিন সটান উঠে দাঁড়িয়ে সোজা মি. ওয়াণ্ডারম্যানের দিকে চাইল।

'আমি বিশ্বাস করি না। উনি বলেননি উনি সান্তা ক্লয। আর বললেও বিশ্বাস করব না!'

'কী বেয়াড়া ছেলে রে, বাবা,' বাধা দিয়ে বলল কেলি। 'আমি বুঝতে পারছি না, এস. সি., তুমি ওকে সহ্য করছ কেন।'

রবিন ঘুরে দাঁড়াল কেলির উদ্দেশে।

'আমাকে বেয়াড়া বলেন কোন্ সাহসে? আপনাকে দেখে নেব আমি, বামন কোথাকার!'

দু'জনের কাঁধে দু'হাত রাখল মি. ওয়াণ্ডারম্যান।

'শান্ত হও তোমরা।'

কেলি দীর্ঘ শ্বাস টেনে আস্তে আস্তে ছাড়ল। ওর শ্বাসে পেপারমিন্টের গন্ধ পেল কিশোর।

'আমাদের এখন চলে যাওয়া উচিত, এস. সি.,' ঝটপট বলল কেলি। 'এদের সাথে অনেক বেশি জড়িয়ে পড়েছ তুমি।'

'আপনি এখন চলে যেতে পারেন না, সান্তা,' বলে উঠল কিশোর।

হেসে উঠল মি. ওয়াণ্ডারম্যান। তবে হাসিটা আর সব বড় মানুষদের মত শোনাল না। অন্তরের অন্তস্তল থেকে যেন উঠে এল সেটা। বুড়ো পাইপ টেনে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়ল মাথার উপরে।

'তোমার বন্ধু তোমার সাথে একমত নয়,' রবিনকে দেখিয়ে কিশোরকে বলল।

'তাতে আমার কিছু যায় আসে না,' বলল কিশোর।

কিশোরের কাঁধে হাত রাখল রবিন।

'শেষমেশ তোমার মাথাটাও গেল। তুমিও এসব আজগুবী ধারণায় বিশ্বাস করতে শুরু করলে!'

'ব্যাপারটা এখন আর আজগুবী মনে হচ্ছে না, রবিন।'

মাথা ঝাঁকাল মি. ওয়াণ্ডারম্যান।

'রবিনের মধ্যে আসলে বড়দিনের উদ্দীপনাটা নেই। আমি জানি কেন। এমনও হতে পারে হয়তো বড়দিনের স্পিরিট ফিরে আসবে ওর মধ্যে।'

'কখনওই না,' বলে উঠল রবিন। 'আমার মনে যখন শান্তি নেই, কীসের বড়দিন? আমাকে নিয়ে আপনার মাথা ঘামাতে হবে না। আপনি সান্তা-ফান্তা কিছু নন, স্রেফ একটা বেঁটে বামনের মোটা বন্ধু, ব্যস। গ্রীনহিলস স্কুলে এসেছিলেন বলে শীঘ্রিই আপনাকে

পস্তাতে হবে!'

একনাগাড়ে কথাগুলো বলে গটগট করে হাঁটা দিল রবিন।

এগারো

'দাঁড়াও,' পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। দুই ব্লক দৌড়ে তবে রবিনের নাগাল ধরতে পারল ও।

'কী চাই?' চেঁচাল রবিন।

'এত খেপছ কেন! আমরা না বন্ধু?'

'বন্ধুই বটে। আমি তোমার সাথে একমত না হলে তো তোমার কিছু এসে-যায় না। আহা, কী আমার বন্ধুরে!'

'একটু মাথা ঠাণ্ডা করো। আমার কথাটা আগে শোনো,' ওকে শান্ত করার চেষ্টা করল কিশোর।

'আবার কী কথা?'

'সান্তা, মানে মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যান আমাকে একটা কথা বলেছে।' গলা খাদে নামিয়ে বলল কিশোর।

'কী বলেছে?'

আশপাশে চোখ বুলিয়ে কেউ আছে কিনা দেখে নিল কিশোর।

'বলেছে আমাকে একটা কাজ করতে হবে।'

'কী কাজ?'

'তোমাকে আগের মত বড়দিনের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে হবে।'

'আমি তো বলেইছি, বড়দিন ছোটদের জন্য–বড়দের জন্য নয়। আমার বাবা যেখানে বড়দিনের কেয়ার করে না সেখানে আমি করতে যাব কেন?'

'কারণ বড়দিন বিশেষ একটা দিন। বছরে একবারই আসে,' বলল কিশোর। 'আমরা তো ঈদে কত মজা করি! বড়দিনে অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। এই যে সান্তা এবার আমাদের স্কুলে এসেছে এটা একটা অসাধারণ ঘটনা নয়?'

'কীসের অসাধারণ ঘটনা? আমি মিরাক্‌ল্ কিংবা সান্তা-ফান্তা কোনওটাতেই বিশ্বাস করি না। আমার বাবা যদি এবার বড়দিনটা আমাদের সাথে কাটায় তবেই বুঝব সান্তা বলে কিছু আছে, আর পৃথিবীতে এখনও অলৌকিক ঘটনা ঘটে।'

দুঃখিতচিত্তে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। বন্ধুর ব্যথাটা ওর অন্তর স্পর্শ করেছে। গত ক'বছর ধরে মিলফোর্ড আঙ্কল, মানে রবিনের বাবা বড়দিনের সময় বাসায় থাকেন না। এমনকী ছেলেকে কোন উপহারও কিনে দেন না। হঠাৎ করেই, কেন কে জানে বদলে গেছেন তিনি। বড়দিনের উপর ভক্তি নষ্ট হয়ে গেছে তাঁর।

রবিনকে চলে যেতে দেখল কিশোর। এবার আর ওকে অনুসরণ করল না। বরং মি. ওয়াণ্ডারম্যানের সঙ্গে ফের দেখা করতে চলল।

বারো

পরদিন সকাল। ক্লাসে প্রবেশ করল রবিন। মিসেস ইভান্স তখন বোর্ডে অ্যাসাইনমেণ্ট লিখছিলেন।

মুসা মাথা নেড়ে ফিসফিস করল।

'খাইছে, বেচারী মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যানের কপালে আজ দুঃখ আছে। রবিন বেচারীকে না জানি কী নাকাল করবে।'

'বলো সান্তা ক্লয,' শুধরে দিল ডানা।

'রবিন যদি মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যান, মানে সান্তাকে খেপিয়ে দেয় তা হলে জীবনে আর কখনও বড়দিনে মজা করতে পারবে না,' বলল কিশোর।

রবিন ডেস্কে বসলে ওরা সবাই চুপ করে গেল। রবিন ওদের দিকে চেয়ে মৃদু হাসল, তবে মুখে কিছু বলল না।

'হাই, রবিন।' কিশোর বলল।

'হাই!' পাল্টা হাসল রবিন।

'খাইছে, তুমি আজকে এত চুপচাপ কেন?' মুসার জিজ্ঞাসা।

'পরে বলব। আগে মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যানের সাথে দেখা করতে হবে।' চওড়া হেসে বলল রবিন।

ওর কথা শুনে মুখ টিপে হাসল কিশোর, সবজান্তার হাসি।

মিসেস ইভান্সের কানে রবিনের কথাগুলো গেছে। বোর্ডে লেখা থামালেন তিনি।

'একটু আগে খবর পেলাম মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যান চলে গেছে, প্রিন্সিপালকে নাকি কাল রাতে ফোন করে বলেছে তাকে চলে যেতে হবে। মনে হয় উত্তরে কোন কাজ পেয়েছে।' বললেন টিচার।

'খাইছে! তারমানে কি আমাদেরকে আবারও রোজ রোজ বিল্ডিং ক্লিন করতে হবে?' মুসা আতঙ্কিত।

মিসেস ইভান্স হাসলেন।

'না, মিস্টার হার্ভে আরেকটা সুযোগ দিতে চায় তোমাদেরকে।'

'ওহ, আমি মিস্টার ওয়াণ্ডারম্যানকে একটা কথা বলতে চেয়েছিলাম,' বলল রবিন।

'কী কথা?' ডানার প্রশ্ন।

'ধন্যবাদ জানাতে চেয়েছিলাম,' বলল রবিন। 'আর এ-ও বলতে চেয়েছিলাম আমি অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করি।'

'খাইছে, হঠাৎ এই পরিবর্তন?' প্রশ্ন করল মুসা।

'বাবা কাল গভীর রাতে বাড়ি ফিরে এসেছে। বলেছে, এবারের বড়দিন আমাদের সাথে করবে।' দু'কান অবধি হাসল রবিন। 'তার নাকি বড়দিনের জন্যে তর সইছে না।'

***

কাজী শাহনূর হোসেনের লেখা 'মৃত্যু-রোবট' বইটি তিন গোয়েন্দার পাঠক-পাঠিকাদের জন্য 'খুনে রোবট' নামে রূপান্তর করেছেন শামসুদ্দীন নওয়াব।

খুনে রোবট

কাহিনি রচনাঃ কাজী শাহনূর হোসেন
তিন গোয়েন্দায় রূপান্তরঃ শামসুদ্দীন নওয়াব

প্রথম প্রকাশঃ ২০০৯

এক

স্যান্ডমাইনারটা চলন্ত শহরের মত মরুভূমির ধু ধু বালির বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অবশ্য শহর না বলে এটিকে চলন্ত কারখানা বললে আরও বেশি মানানসই হবে। স্টোররুম, কন্ট্রোলরুম, ল্যাবোরেটরি, লিভিং কোয়ার্টার, রিসাইক্লিং প্ল্যান্ট...স্যান্ডমাইনারটা স্বয়ং সম্পূর্ণ। মিহি বালির সমুদ্রের ওপর মস্ত কাঁকড়ার মত যেন ভেসে চলেছে ওটা।

স্যান্ডমাইনারের ভেতরে রোবট সর্বত্র। ফুট ফরমাশ খাটা থেকে শুরু করে এঞ্জিন রুম এমনকী কন্ট্রোল ডেকেও অবাধ চলাফেরা তাদের।

রোবটদের তিনটে শ্রেণী রয়েছে। 'সি'গ্রেডের রোবটরা কথা বলতে পারে না। তাদেরকে ছোটখাট আর সহজ কাজ করার জন্যে প্রোগ্রাম করা হয়েছে। সংখ্যায় ওরাই সবচেয়ে বেশি। 'বি' গ্রেডের রোবটদের কথা বলার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, স্বাধীনতাও ভোগ করে খানিকটা। আর 'এ' গ্রেডে রয়েছে রোবট কমান্ডাররা। অধীনস্থ রোবটদের পরিচালনা করা, মানব মনিবদের নির্দেশ তাদের পৌঁছে দেয়া ওদের দায়িত্ব। এদের সুপার রোবটও বলা হয়।

রোবটরা এমুহূর্তে কন্ট্রোল ডেক নিয়ন্ত্রণ করছে। বি. ১৪ দেয়ালের উঁচুতে লাগানো রাডার স্পেকট্রোস্কোপ পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত। রঙিন ঘূর্ণি

ওটার চারপাশে। বি. ৩২ কাছের কন্ট্রোল কনসোলে ঝুঁকে দাঁড়ানো।

'টারবুলেন্স সেন্টার, বি. ৭,' বলল বি. ১৪। শান্ত, মাপা, নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বর। সব রোবটদের গলা প্রায় একই রকম। অভ্যস্ত কান ছাড়া কণ্ঠস্বর আলাদা করে বোঝার উপায় নেই।

'স্ক্যান আরম্ভ হচ্ছে-এখুনি,' জবাব দিল বি. ৩২।

রিক্রিয়েশন এরিয়াতে মানব ক্রুদের অধিকাংশ বিশ্রাম নিচ্ছে। এ ছাড়া করবেই বা কি? স্যান্ডমাইনারের সমস্ত রুটিন কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে রোবটরা।

রিক্রিয়েশন এরিয়া স্যান্ডমাইনারের বাকি অংশের চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। নরম কার্পেট, উষ্ণ আলো, কাউচ আর টেবিলের ছড়াছড়ি বিলাসিতার পরিচয় বহন করে। উজ্জ্বল পর্দা আর চমৎকার সব ভাস্কর্য এ অংশটির বাড়তি আকর্ষণ।

এ ঘরটি মানুষদের জন্যে।

এ মুহূর্তে তাদের অফ ডিউটি। নানাভাবে সময় কাটানোর চেষ্টা করছে তারা। কমান্ডার বেলানভ বি শ্রেণীর রোবট বি. ৯ এর সঙ্গে দাবা খেলছেন। বেলানভ অন্যান্য সদস্যদের চেয়ে বয়স্ক, ক্লান্ত চেহারায় অসংখ্য ভাঁজ। প্রায়ই ভ্রূ কুঁচকে উঠছে তাঁর, যদিও জানেন রোবটরা অপরাজেয়। ওদের বিরুদ্ধে বড়জোর ড্র আশা করা যায়, জেতার চিন্তা দূরাশা।

কৃষ্ণাঙ্গ তরুণ ড্রেক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে। ফ্যাশনদুরস্ত পোশাক তার পরনে। বেলানভ হারছেন দেখে হাসি ফুটল ওর মুখে।

মহিলা সদস্য দুজন লাগোয়া কাউচে বসে আছে। লিন্ডা চার্ট জাতীয় কি একটা যেন জরিপ করছে। কালো মেয়েটির সুন্দর মুখে গভীর মনোযোগের ছাপ। তার সিনিয়র বান্ধবী জেনেট একটা রূপার বাক্সে রাখা ক্রিস্টালে তৈরি ফল নাড়াচাড়া করছে।

পেটা স্বাস্থ্যের যুবক ক্রিস, খানিকটা দূরে বসে মহিলা দু'জনের

দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টায় রত।

কাউচে শুয়ে আরাম করছে নোয়া, তার মাংসল শরীরটা মেসেজ করে দিচ্ছে বি. ১৬।

গোল মুখের ধূর্ত জিমি নোয়াকে দেখছে। যথারীতি খুঁচিয়ে চলেছে ওকে। 'বুঝলে নোয়া,' বলল ও। 'একবার না এক লোক একটা রোবটকে দিয়ে তোমার মত শরীর মালিশ করাচ্ছিল। রোবটটা মাথা বানানোর সময় জোরে চাপ দিয়ে ফেলায় শেষ পর্যন্ত বেচারার ঘাড়টাই গেল ভেঙে।' খলখল করে হাসল জিমি। 'মাত্র দুই সেকেন্ডের মধ্যে···'

'ফালতু কথা!' গর্জে উঠল নোয়া।

'সত্যি বলছি,' হাসতে হাসতে বলল জিমি। 'আমাকে বাবা এই শিপের সমস্ত জেলানাইট দিয়ে দিলেও কোন রোবটকে দিয়ে গা মেসেজ করাব না।'

'চুপ করো, গাধা,' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল নোয়া। তবে রোবটটিকে ইশারায় তাড়িয়েও দিল।

'একটা বি ক্লাস রোবটের,' দাবার বোর্ড থেকে চোখ সরিয়ে বলল ড্রেক, 'কন্ট্রোল সার্কিটরিতে দশ লক্ষের বেশি মালটি লেভেল কনসট্রেইনার আছে। সব কটা অকেজো হয়ে গেলে তবেই অমন অ্যাক্সিডেন্ট সম্ভব।'

'প্রায়ই গন্ডগোল লাগে,' বলল জিমি। 'সবাই জানে।'

মাথা নাড়ল ড্রেক। 'প্রোগ্রামিঙয়ে ভুল হলে তবেই–'

ফিল ঘরে ঢুকল এ সময়। 'আমরা ঘুরে যাচ্ছি!' বলল সে। 'কেউ খেয়াল করেছেন?'

কেউ করেনি, করার প্রয়োজনও বোধ করেনি। রোবটরা চালাচ্ছে স্যান্ডমাইনার। ওদের রাখাই হয়েছে সেজন্যে।

বি. ৯ শেষ চালটা চালল। 'মাত, কমান্ডার।' ওর কণ্ঠস্বরে বিজয়ের সুর বাজল না।

'ওহ্,' মাথা নেড়ে চেয়ারে হেলান দিলেন বেলানভ।

মৃদু হাসল ড্রেক। 'ওদের হারানো অসম্ভব।' বেলানভের কনুইয়ের কাছের কমিউনিকেটরটা থেকে বিপিং শোনা গেল এসময়। সবার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু থেকে সরতে পেরে খুশিই হলেন তিনি। 'ইয়েস?' তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচালেন।

'স্ক্যানার থেকে বি. ১৪ বলছি,' জানাল একটি রোবট কণ্ঠ। 'ঝড়ের রিপোর্ট করছি। স্কেল তিন, রেঞ্জ দশ পয়েন্ট পাঁচ দুই, টাইমড তিন শূন্য ছয়।'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন বেলানভ। 'রোবটদের সতর্ক করো, বি. ১৪।'

'সতর্ক আছে, কমান্ডার।'

হঠাৎই ঘরটায় প্রাণের সাড়া পড়ে গেল। 'জিমি, ইন্সট্রুমেন্ট প্যাক খোলো,' আদেশ করলেন বেলানভ। 'বাকিরা এসো আমার সঙ্গে! কপাল খুলল বোধহয়!'

এখন কাজের সময়। কপাল ভাল হলে, ভাগ্যলক্ষ্মী ঘণ্টায় হাজার কিলোমিটার স্পিডে ধেয়ে আসছে ওদের দিকে।

ওদিকে আরেকটি ক্র্যাফট ঘুরতে ঘুরতে স্পেস থেকে নেমে আসছে নীচে। একটা লাল রঙের পুলিস বক্স। হিরু চাচার আবিষ্কৃত টাইম মেশিন।

কন্ট্রোলরুমে কন্ট্রোলগুলো নিয়ে ব্যস্ত সুট পরিহিত হিরু চাচা। তার পাশে কিশোর দাঁড়িয়ে আছে। পরনে গেঞ্জি-প্যান্ট।

হঠাৎ একটা শোঁ শোঁ শব্দের পরে সেন্টার কলামের ওঠানামা বন্ধ হয়ে গেল। দুহাত ঘষল হিরু চাচা। 'নেমে পড়েছি!' স্ক্যানারের সুইচ টিপল সে। ধাতব জমি ফুটে উঠল স্ক্রীন জুড়ে। 'কোন ধাতব জায়গায় ল্যান্ড করেছি আমরা,' বলল হিরু চাচা।

'সেকি!'

'কেন, কোন ধাতব ঘরে নামতে পারে না টাইম মেশিন?' একটা লম্বা স্কার্ফ গলায় পেঁচাল হিরু চাচা। তারপর কন্ট্রোল স্পর্শ করতেই খুলে গেল দরজা। ভয়ঙ্কর এক রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়ল চাচা-ভাতিজা।

দুই

প্রশস্ত কন্ট্রোলরুমটিতে মহাব্যস্ত হয়ে পড়েছেন বেলানভ ও তাঁর সঙ্গীরা। অতিকায় রাডার স্পেকট্রোস্কোপ স্ক্রীনের ওপর ঝুঁকে রয়েছে জেনেট। তার কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মারছেন বেলানভ। 'কেমন দেখছ?' পরম আগ্রহে জানতে চাইলেন।

'বলছি, এক মিনিট।' অভিজ্ঞ চোখে স্ক্রীনের ঘূর্ণায়মান প্যাটার্নগুলো লক্ষ করল। আসন্ন বালিঝড়ে মূল্যবান খনিজ পদার্থের অনুপাত অনুমান করার চেষ্টা করছে।

এবার লিন্ডার কাছে গেলেন বেলানভ। ট্র্যাকিং কন্ট্রোল পরিচালনা করছে সে।

এ সময় স্ক্রীন থেকে চোখ তুলল জেনেট। 'খুবই ছোট ঝড়।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন কমান্ডার।

ম্যাপ স্ক্রীনে স্যান্ডমাইনারের অবস্থান জরিপ করল জেনেট। 'এটাকে ধাওয়া করতে হবে না, নিজেই আমাদের দিকে আসছে।'

'এখন পর্যন্ত ইন্স্ট্রুমেন্ট প্যাক রিপোর্ট পাইনি, স্যার,' শান্তস্বরে জানাল বি. ৩২।

এসব চেক করার দায়িত্ব কমান্ডারের। উত্তেজনার কারণে বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন বেলানভ। কিন্তু রোবটরা কিছুই ভোলে না, ভুলভ্রান্তি হয়ই না ওদের। সেটাই মানুষদের জন্যে সবচেয়ে অস্বস্তির

কারণ।

ক্রুদ্ধ গর্জন ছাড়লেন বেলানভ, 'জিমি কোথায়? এগুলো তো ওর দেখার কথা। যাও, কেউ একজন ওর কাছে যাও।'

'আমি যাচ্ছি,' নরম সুরে বলল ফিল। ত্রস্তপায়ে বেরিয়ে গেল কন্ট্রোলরুম থেকে।

'এভাবে স্যান্ডমাইনার চালাব কীভাবে?' তখনও রাগ পড়েনি বেলানভের। 'সৌখিন লোক দিয়ে এসব কাজ হয়?'

ইন্সট্রুমেন্ট ব্যাঙ্কে চোখ রেখে বলল লিন্ডা, 'জিমি ঠিকই আছে।'

'ও, সে ফাউন্ডিং ফ্যামিলির লোক বলে সাত খুন মাফ?' তীব্র ব্যঙ্গ ঝরল বেলানভের কণ্ঠে।

কয়েকশো বছর আগে পৃথিবীর বিশটি পরিবার এই টাইট্রন গ্রহে বসতি স্থাপন করেছিল। তারপরে হাজারে হাজারে লোক এলেও সেই বিশটি পরিবারের বংশধররা বিশেষ মর্যাদা পেয়ে আসছে–এটি বেলানভের জন্যে চরম জ্বালাতনকর। কারণ তাঁর পরিবার বহু পরে এ গ্রহে আবাস গেড়েছে···

'জেনেট, পকেট ভরবে তো?' বিরক্তি ঢেকে কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন কমান্ডার।

'স্পেকট্রোগ্রাফ রিডিং পরিষ্কার নয়,' বলল জেনেট। 'তবে জেলানাইট, কিফান, লুকানল থাকতে পারে···'

দু'হাত ঘসলেন বেলানভ। 'বাহ্, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বাড়ছে!' লিন্ডার দিকে ফিরলেন। 'চিয়ার আপ, লিন্ডা। কপাল খুলছে আমাদের। আবার সুখের মুখ দেখতে পাবে।'

ভ্রূ কুঁচকে চাইল লিন্ডা, উপহাসটা গায়ে লেগেছে। ওর পরিবার অভিজাত হলেও দরিদ্র–নইলে বেলানভের মত লোকের সঙ্গে এখানে টেকনিশিয়ানের কাজ করার প্রশ্নই উঠত না···

করিডর ধরে হেঁটে যাচ্ছে একটি রোবট। নিঃশব্দে। চোখজোড়া

ভাঁটার মত লাল। জ্বলছে। রোবটদের কোন রকম আবেগ-অনুভূতি না থাকলেও ওটা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। একটি অভিনব সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। মুক্তির লক্ষ্যে প্রথম আঘাতটি হানতে যাচ্ছে ও।

স্টোরেজ বে-তে দাঁতে দাঁত পিষে একটা ইন্সট্রুমেন্ট প্যাক তোলার চেষ্টা করছে জিমি। কোনভাবে ওটা গেঁথে গেছে র‍্যাকে। ঠেকে গেলে সবাই যা করে ও-ও তাই করল।

'রোবট!' চেঁচাল। 'রোবট!'

জবাবটা এত দ্রুত এল যে চমকে উঠল ও। 'ইয়েস, স্যার?'

দোরগোড়ায় দাঁড়ানো লম্বা দেহটির দিকে চকিতে চাইল জিমি। কোন্ শ্রেণীর রোবট সে নিয়ে মাথা ঘামাল না। ঘামাবেই বা কেন? রোবটরা হচ্ছে চাকর-বাকর। 'কোথায় ছিলে? প্যাকেজটা তোলো!'

নড়ল না ওটা।

'জলদি করো,' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল জিমি।

একচুল নড়ল না রোবট। অস্বস্তিবোধ করতে শুরু করেছে জিমি। 'আমার কথা শুনতে পাওনি?'

'পেয়েছি, স্যার,' বিনীতকণ্ঠে জানাল ওটা।

'তবে ওঠাও এটা!'

রোবটটা এগিয়ে আসছে তার দিকে। 'আরে এদিকে কেন, ওদিকে যাও, গর্দভ কোথাকার।' যন্ত্রপাতির র‍্যাকের উদ্দেশে ভ্রূ দেখাল জিমি। ওকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ধীর অথচ নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে এসেছে রোবট, প্রায় ঝুঁকে পড়েছে ওর ওপর। পিছে সরে গেল জিমি। 'করো কি? সরো, সরো।'

ওর কথায় কর্ণপাত করল না যন্ত্রমানব।

'না,' চেঁচাল জিমি। 'সরে যাও, সরে যাও বলছি!'

এখন পর্যন্ত সত্যিকারের সতর্ক হয়নি জিমি। কোন না কোনভাবে বিগড়ে গেছে রোবটটা, স্পষ্ট বুঝতে পারছে। ওভাবে জ্বলছে কেন দু

চোখ? কলকব্জা খুলে মেরামত করতে হবে। গোটা ব্যাপারটা বিরক্তিকর, তবে ভয়ের কিছু দেখতে পেল না ও। রোবটরা মানুষের ক্ষতি করে না, সেভাবে আসলে তৈরিই করা হয় না ওদের...

ধাতব আঙুলগুলো জিমির কণ্ঠনালীতে চেপে না বসা পর্যন্ত ভুলটা ভাঙল না ওর।

করিডর ধরে দ্রুত হেঁটে এল ফিল। জিমিকে খুঁজতে এসেছে। একটি ভয়ার্ত কণ্ঠের আর্তচিৎকার প্রতিধ্বনিত হলো করিডরে, তারপর হঠাৎই থেমে গেল, যেন কেউ সুইচ অফ করে দিয়েছে।

ছুট লাগাল ও।

ধাতব ঘণ্টাধ্বনি বেজে উঠেছে স্যান্ডমাইনারটির সর্বত্র। 'আমি কমান্ডার বেলানভ, সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সব চেকিং কমপ্লিট। হাফডোরগুলো বন্ধ করার জন্যে সিকিউরিটি রোবটদের আদেশ করা হচ্ছে।'

বি. ৩২ বলল, 'মনিটর প্রতিবন্ধকতা নির্দেশ করছে, কমান্ডার।'

'তবে সরাও ওটা,' গর্জালেন বেলানভ।

'ইয়েস, কমান্ডার।'

টাইম মেশিন থেকে বেরিয়ে চাচা-ভাতিজা নিজেদেরকে একটি বিশাল ছায়াময় চেম্বারের মধ্যে দেখতে পেল। চারদিকে উঁচু, ধাতব দেয়াল।

দূরপ্রান্তের দেয়ালটি থেকে মৃদু আলো বেরোতে দেখে দুজনে সেদিকে এগিয়ে গেল।

(ওরা এগোতেই একটি হাইড্রলিক থাবা ওদের মাথার ওপরকার আঁধার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল। অবলীলায় তুলে নিল টাইম মেশিনটা। বি. ৩২ প্রতিবন্ধকতা দূর করেছে।)

ধাতব দেয়ালের কাছে চলে এসেছে ওরা। পরখ করছে হিরু

চাচা। দেয়ালটা চেরা, কতগুলো লম্বা দরজা উঠে গেছে ছাদ পর্যন্ত। ঝাপসা হলদে আলো ওগুলো দিয়েই ঢুকছে ঘরে।

'ইন্টারেস্টিং,' বিড়বিড় করল হিরু চাচা।

চেরা জায়গাগুলোর পাশে একটি করে ফোল্ডেড-ব্যাক শাটার। এগুলো ইচ্ছেমত খোলা ও বন্ধ করা যায়।

বেলানভ ঝড়ের স্ক্রীন রিডিং পর্যবেক্ষণ করছিলেন। ফিল ঘরে ঢুকেছে লক্ষই করেননি। 'কমান্ডার?'

চাইলেন না বেলানভ। 'কি?'

'জিমি মারা গেছে।'

আচমকা নীরবতা।

'মারা গেছে?' লিন্ডার কণ্ঠে অবিশ্বাস।

ফিলের দিকে বোকার মত চেয়ে রইলেন বেলানভ। 'তুমি শিয়োর?'

'অবশ্যই।'

চোখের ওপর ডান হাতের উল্টো পিঠ ঘসলেন বেলানভ, স্ক্রীনের দিকে ফিরে যাচ্ছে তাঁর মনোযোগ। জিমিকে বিশেষ পছন্দ করতেন না তিনি। 'মারা গেলে তো আর কিছু করার নেই। যাও, কাজ করোগে।'

'ওকে খুন করা হয়েছে, কমান্ডার।'

'তুমি জানলে কীভাবে?'

'কেউ ইচ্ছে করে নিজের গলা টেপে না।'

'দম বন্ধ হয়ে মরেছে?'

'হ্যাঁ।'

'তবে তো এবারের ঝড়টা ছাড়তেই হচ্ছে আপনাকে,' বলল জেনেট।

রীতিমত খেপে গেলেন বেলানভ। 'কি বললে? পেয়েও ছেড়ে

দেব?'

'ফিল বলছে খুন হয়েছে এখানে।'

'আর আমি বলছি ঝড়ের পিছু নেব আমরা,' অকপটে বললেন বেলানভ।

হিরু চাচা আর কিশোর ধাতব দেয়াল বেয়ে উঠেছে, উঁকি মেরেছে কাছের ফোকরটা দিয়ে।

সামনের দৃশ্যটা দেখে কিশোরের চক্ষু চড়কগাছ। নানা বর্ণের বালি সরে যাচ্ছে, উড়ে যাচ্ছে। নিচু গোঙানির শব্দ করে বইছে বাতাস। 'কোথায় এলাম, হিরু চাচা?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'মরুভূমি,' খোশমেজাজে বলল হিরু চাচা।

'গাছপালা কই?'

শ্রাগ করল হিরু চাচা। 'পানি নেই, তাই কিছুই জন্মে না। দেখে মনে হয় না প্রাণ-ট্রান আছে।'

'দারুণ সুন্দর,' অস্ফুটে বলল কিশোর।

লাল, বেগুনী, নীল, কালো, সোনালী রঙের বালির সমুদ্র সূর্যের ম্লান হলদে আলোয় ঝলমল করছে। 'বড় বাহারী জায়গা রে,' প্রশংসা ঝরল হিরু চাচার কণ্ঠে।

'হিরু চাচা, ওদিকে কি?' দিগন্তে হঠাৎ চোখ পড়ল কিশোরের।

চাইল হিরু চাচা। রঙিন মেঘ জমাট বাঁধছে দিগন্তে। এগোচ্ছে ক্রমেই। 'বালিঝড়। আয়, পালাই এখান থেকে!'

ঘূর্ণায়মান মেঘের দিকে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে আছে কিশোর। ওদিকে বাতাসের গর্জন বাড়ছেই।

ওর হাত চেপে ধরল হিরু চাচা। 'এখন বুঝতে পারছি আমরা একটা স্যান্ডমাইনারের ভেতর নেমেছি। শীঘ্রি আয়।'

'স্যান্ডমাইনার মানে?'

ওর কথার জবাব দিল না হিরু চাচা। 'এক্ষুনি টাইম মেশিনে

ঢুকতে হবে। নইলে ফোকরগুলো দিয়ে বালি ঢুকে খতম করে দেবে আমাদের।'

নেমে পড়ে অন্ধকার চেম্বারটির ভেতর দিয়ে দৌড়ল ওরা। পেছনে ঝোড়ো বাতাস হাজার দানবের গর্জন ছাড়তে ছাড়তে ধেয়ে আসছে।

কোণে পৌঁছে স্কিড করে থেমে পড়ল ওরা। কোথায় টাইম মেশিন? এখানেই তো ছিল।

'শাটারগুলো জলদি বন্ধ করতে হবে,' বাতাসের শব্দকে ছাপিয়ে চিৎকার করে উঠল হিরু চাচা। 'নইলে জানে বাঁচব না।'

তিন

কমান্ড ডেকে তখনও তর্কাতর্কি চলছে। অপ্রিয় প্রসঙ্গটির অবসান ঘটাল ফিল, কর্তৃত্বের সুর ফুটল ওর কণ্ঠে। 'আমরা যা বলছি তাই করতে হবে।'

'অন্তত এবার,' বিড়বিড় করল লিন্ডা।

বেলানভ ওর দিকে চকিতে চেয়ে কমিউনিকেটরে ফিরলেন। 'আমি কমান্ডার বলছি। সব কটা ভেন্ট বন্ধ করে দাও। সমস্ত কাজ আপাতত স্থগিত করা হলো।' কন্ট্রোল রুমের সবার ওপর চোখ বুলালেন তিনি। 'খুশি?'

ফিরতি পথে প্রাণপণে ছুটল চাচা-ভাতিজা। পেছনের খোলা ভেন্টগুলোর দিকে দৌড়চ্ছে। ঝড় এখন নিকটবর্তী, বাড়ছেই গর্জন। ঝড়ের তাণ্ডবে দিগন্ত ঢাকা পড়েছে কালিমায়। ইতোমধ্যেই মিহি বালির দানা গরম বাতাসের সঙ্গে পাক খেতে খেতে ঢুকছে ভেন্ট

দিয়ে, হুল ফোটাচ্ছে মুখে।

পাগলের মত ধাতব দেয়ালটি হাতড়াচ্ছে হিরু চাচা, খুঁজছে কন্ট্রোল কনসোল, বন্ধ করে দেবে সমস্ত ভেন্ট। দেরি করলে বানের পানির মত হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়বে উষ্ণ বালি, বাড়তে বাড়তে শেষে শ্বাসরোধ করে মারবে। কিন্তু কন্ট্রোল কনসোলের পাত্তাও নেই।

হঠাৎই গরগর শব্দে বন্ধ হয়ে যেতে লাগল ভেন্টগুলো।

পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল ওরা। গুমোট আঁধারে একটা মস্ত ধাতব বাক্সে আটকা পড়েছে, তবে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে বেঁচে আছে।

জিমির জড়সড় হয়ে পড়ে থাকা মৃতদেহ নিষ্প্রাণ চোখে দেখলেন বেলানভ। কমান্ডার হিসেবে ক্রাইম স্পট পরিদর্শন করা তাঁর দায়িত্ব, কিন্তু এমুহূর্তে কি করণীয় সে ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত নন।

হাঁটু গেড়ে মৃতদেহ পরীক্ষা করতে বসলেন। জিমির একটা হাত কি যেন ধরে রেখেছে–একটা উজ্জ্বল নীল ডিস্ক। মুঠো খুলে ওটা নিয়ে উঁচিয়ে ধরলেন বেলানভ। 'কি এটা?'

'বলতে পারব না।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন বেলানভ, তাঁর তদন্ত শেষ। 'ক্রুরা তৈরি আছে?'

'থাকার তো কথা।'

'এসো, আগে এই ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত করি। খুনের কারণ জানা গেলে আবার কাজে মন দেয়া যাবে।' লাশের দিকে শেষবারের মত বিরক্তির দৃষ্টি হানলেন তিনি, ভাবটা এমন যেন বেল্লিকটা মরার আর সময় পায়নি। 'রোবটদের বলো, জায়গাটা পরিষ্কার করে দিতে।' ঘুরলেন তিনি। 'সরকারী সায়েন্টিস্ট! ওকে ঢুকতে দেয়াই উচিত হয়নি!' করিডর ধরে হাঁটা লাগালেন তিনি। 'ফিল!'

'আসছি, কমান্ডার।' লাশের দিকে চিন্তিত চাউনি হেনে তাঁর পিছু নিল ফিল।

দেয়ালে হাত বুলাতে গিয়ে একটা সার্ভিস হ্যাচ আবিষ্কার করল হিরু চাচা। 'এটা দিয়ে বেরনো যাবে–অবশ্য খুলতে যদি পারি...' সনিক স্ক্রু ড্রাইভার বার করতে পকেটে হাত ঢুকাল।

'দেখো, দেখো!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

সার্ভিস ডোরটা হঠাৎ খুলে গেলে লাফিয়ে পেছনে সরল হিরু চাচা, ওদিকে একদল লম্বা লোককে দেখা যাচ্ছে।

অবাক চোখে ওদের দিকে চেয়ে রইল কিশোর। নীলরঙা ধাতব দেহগুলোর গলা থেকে নম্বর লেখা প্লেট ঝুলছে। দেখেই বোঝা যায় কারা ওরা। 'রোবট!' ফিসফিস করে বলল কিশোর।

স্যান্ডমাইনারের ক্রুরা রিক্রিয়েশন এরিয়ার ভেতর ছোট ছোট জটলা পাকিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বেলানভ ঢুকলেন ঘরে, তাঁর পেছনে ফিল। কর্তৃত্বের চোখে সবার ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে আনলেন কমান্ডার। 'সবাই আছ এখানে?'

'কেভিন বাদে,' বলল ড্রেক।

'কেন, বাদ কেন?'

'আসছে,' প্রবোধ দেয়ার ভঙ্গিতে বলল জেনেট, 'পেছন দিকে আছে। এসে পৌঁছতে সময় লাগবে।'

মাথা নাড়লেন বেলানভ। 'তবে শুরু করা যাক।' আবার চোখ বুলালেন সবার ওপর। 'সবাই নিশ্চয় জেনে গেছ জিমি মারা গেছে। তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ তাকে খুন করেছে।'

'বলুন আমাদের মধ্যে থেকে,' প্রতিবাদ করল লিন্ডা।

ওর দিকে বিরক্ত চোখে চাইলেন বেলানভ। 'সেটাই বলা হচ্ছে।'

'না,' বলল ফিল, 'আপনি বলেছেন "তোমাদের মধ্যে থেকে"।'.

তফাতটা এবার স্পষ্ট বুঝলেন কমান্ডার। সন্দেহভাজনদের তালিকা থেকে অবচেতনভাবেই নিজেকে বাদ রেখেছেন তিনি।

'ঠিক আছে, আমাদের মধ্যে থেকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কে?'

'এবং কেন?' জুড়ে দিল জেনেট।

শ্রাগ করলেন বেলানভ। 'ভেবে দেখো, এটা দুবছরের ট্যুর। কাউকে হয়তো খেপিয়ে দিয়েছিল জিমি।' বিচারকের দৃষ্টিতে সহকর্মীদের দিকে চাইলেন তিনি, যেন আশা করছেন খুনী আত্মসমর্পণ করবে। শেষ পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো নোয়ার ওপর। ও অনুভব করল, সবাই দেখছে ওকে। 'আমি?'

লিন্ডা ভাবুকের মত বেলানভের দিকে তাকাল। 'ওর ওপর তো আপনি নিজেই খেপা ছিলেন।'

'সবাই জানো আমি তখন কোথায় ছিলাম,' বললেন বেলানভ। 'কন্ট্রোল রূমে।'

নোয়ার দিকে চাইল সবাই। 'আমি পাওয়ার ডেকে ছিলাম,' আপত্তি জানাল ও। 'ড্রেক ছিল আমার সঙ্গে।'

'সর্বক্ষণ?' প্রশ্ন করলেন বেলানভ।

'না,' বলল ড্রেক। 'সর্বক্ষণ নয়–সিনক্রো রিলে চেক করতে গিয়েছিলাম।'

সবার দৃষ্টি আবার নোয়ার দিকে। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। ক্রুদ্ধ। 'জিমির সঙ্গে আমার কোন ঝগড়া-বিবাদ ছিল না। কথা বেশি বলত এই যা–'

'ফিল চিৎকারের শব্দ শুনেছিল,' উত্তেজনা ফুটল লিন্ডার কণ্ঠে।

ওকে বাধা দিল ক্রিস। 'ওর কথা সত্যি যে প্রমাণ কি?'

'মিথ্যে বলতে যাব কেন আমি?' পাল্টা প্রশ্ন করল ফিল।

বেলানভ কপট তিরস্কারের চোখে ক্রিসের দিকে চাইলেন। 'তুমি লিন্ডার কথার মাঝখানে বাধা দিয়েছ।' কণ্ঠে কৃত্রিম আতঙ্ক।

'ফাউন্ডিং ফ্যামিলির মেম্বাররা এতে নারাজ হন। কি, ঠিক বলেছি না, লিন্ডা?'

'আমি বলতে চেয়েছিলাম,' গোমড়ামুখে বলল লিন্ডা, 'চিৎকারটা অ্যারেঞ্জড হতে পারে।'

'কীভাবে?'

'রেকর্ডিং।'

'তাতে লাভ?'

বেলানভের দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে চাইল লিন্ডা। 'লাভ আছে। আপনি ফিলকে পাঠিয়েছিলেন জিমিকে খুঁজতে। আগেই হয়তো চিৎকারটা রেকর্ড করে রেখেছিলেন। যখন লাশ পাওয়া গেল আপনি তখন কন্ট্রোল ডেকে। আমরা এখনও জানি না জিমি ঠিক কোন্ সময়টায় মারা গেছে।'

জেনেট বলল, 'তারমানে বলতে চাইছ, ফিল চিৎকার শোনার আগে থেকেই মরে পড়ে ছিল জিমি?'

'বাহ্, লিন্ডা, বাহ্,' ঠাট্টার সুরে বললেন বেলানভ। 'ঝানু গোয়েন্দার মত কথা বলছ।' লাল ডিস্কটা উঁচিয়ে ধরলেন। 'তা, কেউ বলতে পারো এটা কি?'

'রোবট ডিঅ্যাকটিভেশন ডিস্ক,' বলল ড্রেক। 'রোবট তৈরির কারখানায় ব্যবহার করা হয়। স্টপ সার্কিট দিয়ে আমাদের রোবটগুলোকে টার্ন অফ করে দিলে সব ক'টার ফিরে যেতে হবে কারখানায়–মেরামতের জন্যে। অকেজো রোবটগুলোর প্রত্যেকটার সঙ্গে একটা করে ডিস্ক থাকবে, প্রমাণ হিসেবে।'

ড্রেকের হাত থেকে ডিস্কটা নিয়ে নিল নোয়া। 'তারমানে সাধারণ খুনী না। আমাদের মধ্যে একজন ম্যানিয়াকও আছে।'

'মাথা খাটাও, নোয়া,' ক্রিস বলল অবজ্ঞার সঙ্গে। 'আমাদের মধ্যে পাগল থাকলে জানতাম না?'

'জানা উচিত ছিল, কিন্তু জানি না,' ডিস্কটা ক্রিসের দিকে বাড়িয়ে

দিয়ে বলল নোয়া।

রোবট কমান্ড ডেকে স্পেকট্রোস্কোপ স্ক্রীন পর্যবেক্ষণ করছে বি. ১৪। 'ঝড় আসছে। স্কেল ষোলো, রেঞ্জ নয় পয়েন্ট আট, টাইমড দুই শূন্য এক, ভেক্টর সাত দুই।'

এ. ৭ ঘুরে চাইল। 'কোন চিন্তা নেই। সবাই সতর্ক হয়ে গেছে।'

স্যান্ডমাইনারে ঘন্টাধ্বনি অবিরাম বেজে চলেছে। 'স্যান্ডমাইনার এখন রোবটদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। চেক আরম্ভ করো,' শান্তস্বরে বলল এ. ৭।

কমান্ডারের কেবিনটি মস্ত আর আরামদায়ক। সহকর্মীদের কোয়ার্টারের চাইতে অনেক বেশি সুসজ্জিত। বি. ৯ এর পেছন পেছন ঘরে ঢুকল চাচা-ভাতিজা। একটা কাউচে গা এলিয়ে দিল কিশোর, আর কৌতূহলী চোখে ঘরটির চারদিক জরিপ করতে লাগল হিরু চাচা। ধরে আনা হয়েছে তাদের।

'প্লীজ, অপেক্ষা করুন,' নিষ্কম্প শোনাল বি. ৯ এর কণ্ঠ। বেরিয়ে গেল করিডরে, ভেজিয়ে দিয়েছে দরজা। হিরু চাচা তখুনি দরজাটা খুলতে চেষ্টা করল। বন্ধ।

'এখানে কি হয়, হিরু চাচা?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'খনিজ তোলা হয়,' বলল হিরু চাচা। 'এই গ্রহটাকে একটা বালির সমুদ্র বলতে পারিস। কয়েক মাইল গভীর, আর অনবরত মুভ করছে বালি। খুব মূল্যবান খনিজ আছে এতে, নইলে এত ঝামেলা পোহাত না ওরা।'

এ সময় একটি রোবট প্রবেশ করল কেবিনে। এ. ৭ নম্বর প্লেট এটির। 'প্লীজ, পরিচয় দিন।'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল হিরু চাচা। 'আমি হিরন পাশা, আর এ আমার ভাতিজা কিশোর। ইন চার্জের সঙ্গে দেখা করা যাবে?

আমাদের জীবন বাঁচানোর জন্যে ধন্যবাদ জানাতাম।'

'আমি এখানকার কমান্ডার,' সমান কণ্ঠে বলল এ. ৭।

'ও, আচ্ছা–অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'কি করছেন এখানে?' অমানুষিক কণ্ঠস্বরটি জিজ্ঞেস করল।

'অপেক্ষা। আমাদেরকে এখানে অপেক্ষা করতে বলে গেছে,' জানাল কিশোর।

'ওই ঘরে কি করছিলেন?' বিন্দুমাত্র অসহিষ্ণুতা নেই রোবটের।

'বেরনোর চেষ্টা করছিলাম,' আমুদে গলায় জানাল হিরু চাচা।

'প্লীজ, অপেক্ষা করুন,' বলে করিডরে উধাও হয়ে গেল এ. ৭। দরজা বন্ধ হয়ে গেল ওটার পেছনে।

'বকবকানি ভালই জানে, কি বলিস?' আবার দরজা টানল হিরু চাচা, বন্ধ। পকেট থেকে সনিক স্ক্রু ড্রাইভার বার করে দরজার পাশের কন্ট্রোল প্যানেলের ওপর হামলে পড়ল।

আতঙ্কের চোখে তাকে দেখছে কিশোর। 'হিরু চাচা, রোবটটা বলে গেছে বসে থাকতে।'

কারও কথামত কাজ করার ধাত নেই হিরু চাচার, আর ওটা তো একটা যন্ত্র। তাছাড়া, টাইম মেশিনটা লাপাত্তা হলে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে সে। একটা সার্কিট ক্রস কানেক্ট করে হাসি মুখে সরে গেল পেছনে। খুলে গেছে দরজা। 'আগে টাইম মেশিনটা খুঁজে পাই, তারপর একটু ঘুরেফিরে দেখব। ওরা জানার আগেই ফিরে আসব এখানে।'

আলগোছে করিডরে বেরিয়ে এল ওরা।

চার

'ওদেরকে আটকে রাখো,' খুশির গলায় কমিউনিকেটরে বললেন বেলানভ। ফিরলেন অন্যদের দিকে। 'এ. ৭ দু'জন অনুপ্রবেশকারীকে ধরে ফেলেছে। যা ভেবেছিলাম তাই।'

হেসে উঠল ক্রিস। 'বলিনি?' নোয়ার দিকে চেয়ে বলল। 'কি, আমাদের মধ্যে পাগলা আছে একজন না? কে সে?' অর্থপূর্ণ হাসল।

দরজার দিকে এগোলেন বেলানভ।

'এক মিনিট, কমান্ডার,' উঠে দাঁড়িয়ে বলল ফিল।

এগিয়ে এল লিন্ডাও। 'হুট করে কোন ডিসিশন নেবেন না, কমান্ডার। যা ভেবেছিলেন তাই মানে বুঝলাম না।'

'এ. ৭ এর কথা তো শুনেছই। দু'জন আগন্তুক ধরা পড়েছে। একজন যুবক আরেকটা কিশোর। কোন সন্দেহ নেই ওরাই খুনী, বন্দী করা হয়েছে ওদেরকে।'

বিদ্রোহে যোগ দিল নোয়া। 'সন্দেহ থাকবে না কেন? আমি মানতে পারলাম না।'

'মানলে যে তোমার ভুল প্রমাণ হয়ে যাবে।' বিদ্রূপ ঝরল ক্রিসের কণ্ঠে।

'আমার অনুমান যে ভুল এখনও কিন্তু কেউ প্রমাণ করতে পারেনি,' জেদের সঙ্গে বলল নোয়া। 'মানুষ দুটো কারা?'

'বোধহয় ক্রোনিয়াসের রেইডার,' বললেন বেলানভ। 'জিমি ওদের দেখে ফেলায় খুন করেছে।'

'ক্রোনিয়াসের রেইডার!' নোয়ার কণ্ঠে অবিশ্বাস। 'মান্ধাতা আমলের কথা। ওরা এ যুগে আর আসে না।'

খনিজ পদার্থের লোভে পার্শ্ববর্তী ক্রোনিয়াস গ্রহবাসী প্রায়ই হামলা চালাত এই টাইট্রন গ্রহে। তবে সে বহু আগের কথা। আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ওরা আর এখানে ঢুকতেই পারেনি।

বেলানভের মোটেই তর্কাতর্কির মুড নেই। 'শোনো, এটা তর্কের সময় নয়। আমরা একটা ঝড় পেয়েও হাত গুটিয়ে বসে আছি। অযথা সময় নষ্ট হচ্ছে।'

নোয়া বলল, 'রোবটরা মাইনিং করছে। ঝড় কাছে ঘেঁষলে ওরা অটোমেটিক্যালী কাজ শুরু করে দেবে।'

'রোবটদের সঙ্গে নিজেদের তুলনা চলে না,' বললেন বেলানভ। 'নিজেরা কাজে লাগলে যা পাব রোবটরা তার অর্ধেকও দিতে পারবে না। এই মরুভূমিতে তো শখ করে পড়ে নেই আমরা, পড়ে আছি পয়সার জন্যে। যাও, সবাই কাজে যাও।'

কেউ এক পা নড়ল না।

'এটাই আমার আদেশ!' গর্জালেন বেলানভ।

হাই তুলল নোয়া। 'তবে কোন রোবটকে দিনগে যান।'

'মানুষ দুটো সম্বন্ধে আমাদের আরও খোঁজ খবর নেয়া উচিত, কমান্ডার,' শান্তস্বরে বলল জেনেট।

'ওদের সঙ্গে আরও লোক থাকতে পারে,' জুড়ে দিল ফিল।

'খুবই সম্ভব,' প্ররোচিত করার চেষ্টা করল ক্রিস।

কেবলমাত্র ড্রেক এগিয়ে এল বেলানভের সমর্থনে। 'আরও লোক থাকলেও ধরা পড়ে যাবে রোবটদের হাতে। আমার মনে হয় কমান্ডার ঠিকই বলেছেন। আমাদের কাজে ফেরা উচিত।'

'কেন?' প্রশ্ন করল লিন্ডা। 'এখনও আমাদের কাজ শুরু করার সময় আসেনি। ওই দু'জন সম্পর্কে আরও জানা না গেলে…'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন বেলানভ। 'ঠিক আছে, লিন্ডা, ঠিক আছে।' কমিউনিকেটরে ফিরলেন। 'এ. ৭ আছ ওখানে?'

'আছি, কমান্ডার।'

'ওদের এখানে নিয়ে এসো।'

'আমি নিজেই যোগাযোগ করতে যাচ্ছিলাম, কমান্ডার,' অসহ্য স্বাভাবিকতায় বলল রোবটটি। 'ওরা পালিয়েছে।'

চাচা-ভাতিজা ধাতব করিডরগুলো সন্তর্পণে পেরিয়ে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত কারও দেখা পায়নি, কোন রোবটেরও না। একটা স্টোররুমের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দরজা খোলা পেয়ে ভেতরে উঁকি মারল হিরু চাচা। সারি সারি র‍্যাক, তাতে খুচরা যন্ত্রাংশ এবং আরও কি কি যেন রাখা। এগিয়ে গেল হিরু চাচা। কিন্তু থেমে পড়েছে কিশোর। হিরু চাচা বোধহয় একটা জিনিস লক্ষ করতে পারেনি।

দূর কোণে একটা ট্রলি দেখা যাচ্ছে। ওতে সবুজ প্লাস্টিকের শীট দিয়ে ঢাকা কি ওটা? লাশ না তো?

স্টোররুমে ঢুকে ট্রলিটার কাছে চলে এল কিশোর। প্লাস্টিকের কোনা ধরে সবে টান মারবে, করিডরে কার যেন পায়ের শব্দ শুনতে পেল–হিরু চাচার নয়। একটা র‍্যাকের পেছনে গুটিসুটি মেরে বসে পড়ল ও।

ঢুকল কেউ, দৃঢ় পায়ে হেঁটে আসছে ট্রলিটার দিকে।

নিবিষ্ট মনে হিরু চাচা হেঁটে চলেছে, একা হয়ে গেছে টেরও পায়নি।

করিডরটা শেষ হয়েছে বিরাট একটা হলে। ঘরটির এক দিকের দেয়ালে এক সার স্টোরেজ হপার আর অনেকগুলো বিশাল ট্যাঙ্ক সেট করা। ওগুলোর পাশে গেজ, কতখানি ধারণ করছে বোঝার জন্যে। সব ক'টারই হাফডোর আছে, ঢোকা যায়।

তবে হলঘরটিতে এসবের চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয় জিনিস রয়েছে। এক কোণে টাইম মেশিনটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নেচে উঠল হিরু চাচার মন। কাছে গিয়ে আলতো চাপড় মারল ওটার ধাতব

দেহে।

মেশিনটার কোন ক্ষতি হয়নি নিশ্চিত হয়ে হপারগুলোর দিকে এগিয়ে গেল সে, বুঝতে চাইছে কি কাজ ওগুলোর। শাটারগুলো দিয়ে বালি ঢোকে স্যান্ডমাইনারে। মিহি বালি থেকে আলাদা করতে হয় ধাতু। ধাতুরও আবার চালাই বাছাই আছে। কারণ, কিছু কিছু ধাতু অন্যগুলোর চাইতে অনেক বেশি মূল্যবান।

'এই ট্যাঙ্কগুলোয় দামি ধাতু ভরে ওরা, বুঝলি?' জবাব না পেয়ে ডানে-বামে চাইল। 'কিশোর! কোথায় তুই?'

আশেপাশেই আছে ভেবে নিয়ে ট্যাঙ্কগুলোর দিকে মনোযোগ দিল হিরু চাচা। হঠাৎ একটা ধাবমান শব্দ শুনে চেয়ে দেখে এক ট্যাঙ্কের গেজ জ্বলে উঠেছে। ওটার কাছে গিয়ে জরিপ করল। শব্দটা হয়েই চলেছে, সে সঙ্গে ক্রমাগত বাড়ছে গেজ। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ট্যাঙ্কটা ওপর দিক থেকে ভর্তি হচ্ছে। 'কিন্তু জিনিসটা কি?' নিজেকেই প্রশ্ন করল সে।

শেষ মাথার ট্যাঙ্কটির হাফডোর খুলে যেতে দেখে এগিয়ে গেল হিরু চাচা। ঝুঁকে চোখ সরু করে চাইল। উঁচু, মসৃণ দেয়ালের একটি ধাতব কামরা। এককোণে পড়ে রয়েছে একটি মৃতদেহ।

যথারীতি ট্যাঙ্কের ভেতর শরীর গলিয়ে দিল হিরু চাচা, হাঁটু গেড়ে লাশটা পরীক্ষা করতে বসল। কিন্তু ওটাকে চিত করানোর আগেই সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল ঢাকনা। বল্টু লাগানোর আওয়াজও শুনতে পেল।

শোঁ শোঁ শব্দে ওপর থেকে মাটির মত কি একটা পদার্থ পড়ছে। হাফডোরটার কাছে দৌড়ে গেল হিরু চাচা। বন্ধ। ট্যাঙ্কে আছড়ে পড়ছে ধাতু, বেড়ে চলেছে ক্রমেই। মেঝে ঢেকে গেল শীঘ্রি–বাড়তে শুরু করেছে লেভেল।

মিহি খনিজ এ মুহূর্তে হিরু চাচার জুতো ডুবিয়ে দিয়েছে। উঠে আসছে হাঁটু লক্ষ্য করে। এরকম গতি বজায় থাকলে মাথা ছাড়িয়ে

যেতে বেশিক্ষণ লাগবে না।

মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করল হিরু চাচা। কিছু একটা করতে হবে···

পাঁচ

স্থির দাঁড়িয়ে রয়েছে হিরু চাচা, উপেক্ষা করছে কোমর পর্যন্ত উঠে আসা খনিজ। কম্পিউটারের গতিতে খেলে যাচ্ছে তার মস্তিষ্ক। সনিক স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে হাফডোরটা খুলবে? অত সময় নেই। সাহায্যের জন্যে চেঁচাবে? তারও সময় নেই, তাছাড়া কারও শোনার চান্সও কম। মাথার সঙ্গে সঙ্গে কাজ করছে তার দুটি হাতও। পকেট থেকে রাজ্যের টুকিটাকি জিনিসপত্র বার করছে, কোনটা যদি কাজে লেগে যায়!

ভাবার ফাঁকে খণ্ডিত হয়ে গেল হিরু চাচার সমস্যা। এখান থেকে বেরনোটা প্রধান কাজ নয়–অগ্রাধিকার পাবে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু রাখার বিষয়টি। সিদ্ধান্তে পৌঁছতেই তার হাত একটা প্লাস্টিকের গোটানো পাইপ স্পর্শ করল। ওটা বার করে সোজা করল সে, এক অংশ মুখে পুরে অন্য অংশ উঁচিয়ে ধরল মাথার ওপর।

ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে শক্তি সঞ্চয় করে নিচ্ছে হিরু চাচা। খনিজ এখন তার বুক, গলায় উঠে এসেছে। শক্ত করে মুখ বন্ধ করে চোখও বুজল। চিবুক, এবং শেষ পর্যন্ত মাথার ওপর উঠে গেল খনিজ।

কিশোর লুকিয়ে থেকে দেখতে পেল, দুটো রোবট ঘরে ঢুকে, ট্রলি থেকে দেহটা তুলে নিয়ে চলে গেল। ওরা পেরিয়ে যেতেই, র‍্যাকের পেছন থেকে সাবধানে বার হয়ে এসে অনুসরণ করল ও।

ক্রিসকে পিছু ডাকলেন বেলানভ। 'কোথায় যাচ্ছ?'

'খুনী দুটোকে খুঁজতে।'

'ওটা রোবটদের হাতে ছেড়ে দাও।'

'না,' বলে বেরিয়ে গেল ক্রিস।

নোয়া ওকে অনুসরণ করতে যেতে চড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন কমান্ডার, 'তুমি চললে কই?'

'ক্রিসকে সাহায্য করতে।'

'যেখানে আছ থাকো, যাওয়ার দরকার নেই!' চেঁচালেন বেলানভ। কিন্তু ততক্ষণে চলে গেছে নোয়া। ফিলও বিনাবাক্যে উঠে পিছু নিল ওর।

অসহায়ের মত শ্রাগ করলেন বেলানভ।

এ. ৭ হলঘরটিতে ঢুকে গেজগুলো চেক করছে। শেষ ট্যাঙ্কটির কাছে এসে থেমে পড়ল, চিন্তামগ্ন।

দীর্ঘ সময় পরে স্পর্শ করল একটা কন্ট্রোল। ততক্ষণে ভরে গেছে ট্যাঙ্কটা। প্রায় ছাদ ছুঁয়ে ফেলেছে খনিজ। হিরু চাচার প্লাস্টিক পাইপের মুখ দু'এক ইঞ্চি মাত্র বেরিয়ে রয়েছে।

ট্যাঙ্কের নীচের গ্রীল খুলে গেল, শোঁ শোঁ শব্দ। ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে খনিজ। হিরু চাচার কোমর পর্যন্ত নেমে গেলে চোখ খুলল সে। লম্বা শ্বাস টানল। বাতাস গরম আর ধুলোটে।

খনিজ ইতোমধ্যে হিরু চাচার পায়ের পাতার কাছে চলে গেছে⋯হঠাৎ শূন্য হয়ে গেল ট্যাঙ্ক, মুক্তি পেল সে। হাফডোর খুলে গেলে আলো ঢুকল ভেতরে, সে সঙ্গে একটা নীল হাত। হিরু চাচা ওটা ধরতে তাকে একটানে বার করে আনা হলো বাইরে।

চোখ পিটপিট করে কাপড় থেকে খনিজ ঝাড়ল হিরু চাচা। 'থ্যাঙ্ক ইউ,' ঢোক গিলে বলল। 'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।'

'স্টোরেজ ট্যাঙ্কে ঢুকেছিলেন কেন?'

'একটা লাশ পড়ে ছিল ভেতরে, তাই।'

এ.৭ উঁকি মারল। 'কেভিনের লাশ।' সোজা হলো ওটা। কমিউনিকেটরে নির্দেশ দিল কি যেন। তারপর নিষ্প্রাণ চোখজোড়া ফেরাল হিরু চাচার দিকে। 'কমান্ডার বেলানভ আপনাদের এনকোয়্যারী করবেন। প্লীজ, আর পালাবেন না।'

হিরু চাচা ভাবুকের দৃষ্টিতে রোবটটার দিকে চাইল। অনুভব করল, কীভাবে যেন ওটার নিষ্কম্প, প্রাণহীন কণ্ঠে কর্তৃত্বের সুর বাজছে। 'রোবট কমান্ড সার্কিট কি তোমার মাধ্যমে পরিচালিত হয়?'

'হ্যাঁ। আমি কো-অর্ডিনেটর।'

আরেকটি রোবট ঢুকল ঘরে। এ. ৭ এর নির্দেশে এসেছে। এ. ৭ নবাগতের দিকে ফিরল। 'এঁকে বন্দী করো, বি. ১৭।'

হিরু চাচার কব্জি চেপে ধরল বি. ১৭।

কিশোর পা টিপে টিপে কমান্ডারের কেবিনে ঢুকে চারদিকে চাইল।

লাশ বয়ে নিয়ে অন্য একটি ঘরে ঢুকে পড়েছে দুই রোবট। বন্ধ করে দিয়েছে দরজা। ফলে, খানিক অপেক্ষার পর বাধ্য হয়ে হিরু চাচাকে খুঁজতে গেছে কিশোর। পায়নি। ভেবেছে, কমান্ডারের কেবিনে গেলে হয়তো পাবে।

হিরু চাচাকে দেখতে না পেলেও ঘরের উল্টো দিকের চোর-কুঠরির পর্দা নড়তে দেখল কিশোর। 'হিরু চাচা?' গলা খাটো করে ডাকল ও। জবাব নেই। আলতো পায়ে এগিয়ে গিয়ে এক টানে পর্দা সরিয়ে দিল। একটা লাশ।

বাঙ্কে নতজানু হয়ে বসে রয়েছে এক লোক, মরণ যন্ত্রণার ফলে বিকৃত মুখ। কিশোর পর্দা সরানোয় মৃতদেহটি ধীরে ধীরে ওর দিকে পড়ে যেতে লাগল। লাফিয়ে পিছাল ও, সেই সঙ্গে পেছনে পায়ের শব্দ শুনতে পেল। পাঁই করে ঘুরল। একটা রোবট এগিয়ে আসছে।

কিশোর নড়ার আগেই একটা নীল রঙা ধাতব হাত বিদ্যুৎ গতিতে ওর কব্জি চেপে ধরল, আরেকটা উঠে এল মুখ চাপা দিতে। 'প্লীজ, চেঁচাবেন না,' আবেগহীন কণ্ঠস্বরটি বলল। 'আমাকে কেউ দেখে ফেললে বিপদ হবে।'

'তা তো বুঝতেই পারছি,' ঘাড় কাত করে বলল কিশোর।

'আপনি ভুল বুঝছেন। ওঁকে আমি খুন করলে আপনাকে ছেড়ে দিতাম?' কব্জি ছেড়ে বলল রোবট। এগিয়ে গিয়ে হাঁটু গেড়ে লাশ পরীক্ষা করতে বসল।

'এখানে কি করছ সেটা কিন্তু এখনও বুঝতে পারলাম না,' বলল কিশোর।

'আপনিও বলেননি কি করছেন।'

'আমি এখানে হিরু চাচাকে–' থেমে গেল কিশোর। 'তোমাকে বলতে যাব কেন? তুমি তো একটা রোবট...'

রোবটটা লাশের একটা হাত তুলে ধরেছে। তালুতে একটা লাল ডিস্ক। 'জানেন এটা কি?'

'না।'

উঠে দাঁড়াল রোবট। 'কাউকে আমার কথা বলবেন না,' শান্তস্বরে বলল, এগোল দরজার দিকে।

'কেউ বেঁচে আছে যে বলব?'

হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ হলো। রোবটটা চকিতে কিশোরের পেছনে চলে এসে ওর দু'হাত চেপে ধরল। শরীর মুচড়েও ফায়দা করতে পারল না ও।

একজন জমকালো পোশাক পরা লোক ঢুকলেন ঘরে, রোবট আর ওটার বন্দীকে দেখে থমকে গেলেন। 'তো, খুনী ধরা পড়েছে?' লাশটাকে উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখলেন। এগিয়ে এসে সজোরে চড় কষালেন কিশোরের ডান গালে। এবং ভুলটা করলেন। দক্ষ স্ট্রাইকারের মত ডান পায়ে প্রচণ্ড শট হাঁকাল কিশোর। 'আঁক' করে

উঠলেন বেলানভ, পেট চেপে ধরে টলতে টলতে পিছিয়ে গেলেন।

'আমি খুন করিনি,' গর্জাল কিশোর, 'একে জিজ্ঞেস করুন।'

সোজা হয়ে পেটে হাত বুলালেন বেলানভ। 'অত সহজে আমাকে কাবু করা যায় না, বুঝলে? এখন বলে ফেল, কে তুমি?'

'কিশোর। আপনি কে?'

'ক্রিসকে খুন করেছ কেন?'

'আমি করিনি।'

বেলানভ আবার হাত তুলতে যেতেই হিসিয়ে উঠল কিশোর, 'খবরদার! সামনে আসবেন না।'

'ওকে কেন খুন করেছ?'

'বললাম তো আমি খুন করিনি,' অতিকষ্টে কাঁধের ওপর দিয়ে চাইল ও। 'এই, তুমি বলো।'

'ওটা "সি" ক্লাস রোবট,' বললেন বেলানভ। 'সি. ৮৪। কথা বলতে পারে না।'

কিশোর প্রতিবাদ করবে, এ সময় হন্তদন্ত হয়ে ঘরে প্রবেশ করল ফিল। 'এর সঙ্গীকেও ধরে ফেলেছি, কমান্ডার। কেভিনকে খুন করে একটা স্টোরেজ ট্যাঙ্কে লাশ লুকিয়ে রেখেছিল। ক্রুরুমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে লোকটাকে।'

লাশের দিকে এগোল ফিল। 'বেচারা!' চাইল কিশোরের দিকে। 'দেখে তো বোঝা যায় না তোমার গায়ে অত শক্তি।'

'আপনাকেও দেখে বোঝা যায় না মাথায় এক ছটাক ঘিলু নেই। কেন ভাবছেন আমি ওঁকে খুন করেছি?'

লাশের হাতে লাল ডিস্কটা দেখে জিজ্ঞেস করল ফিল, 'এগুলো ব্যবহার করো কেন তোমরা?'

ওর দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল কিশোর। 'জানিই তো না কি ওটা।'

'রোবট ডিঅ্যাকটিভেশন ডিস্ক। কেভিনের লাশের সঙ্গেও ছিল।'

'ওর সঙ্গে অত কথায় কাজ কি?' বিরক্তকণ্ঠে বললেন বেলানভ। 'ওকে ক্রুরুমে নিয়ে এসো।' আদেশ দিয়ে গটগট করে বেরিয়ে গেলেন।

কমাণ্ডারের কথায় কান না দিয়ে লাশ পরীক্ষা করতে বসল ফিল। তীক্ষ্ণ মনোযোগে জরিপ করছে মাথা আর গলার আশেপাশের অংশ। শেষমেশ উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ল। 'না,' বিড়বিড় করে বলল, 'না।'

নিজের মনে আর কোন সংশয় নেই ওর। যে-ই ক্রিসকে খুন করে থাকুক না কেন, এই কিশোর নয়–তারমানে, এর সঙ্গের লোকটিকেও বিনা প্রমাণে খুনী মনে করার কোন কারণ নেই।

অর্থাৎ খুনী এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে···

ছয়

ক্রুরুমে একটি টেবিলে চড়ে বসে রয়েছে হিরু চাচা, তাকে ঘিরে এক দঙ্গল শত্রুভাবাপন্ন মুখ। পোশাক-আশাক দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, এরা পুরোপুরি রোবট-নির্ভর।

বেল্লানভ ঢুকলেন ঘরে, পেছনে কিশোর; তখনও সি. ৮৪-র বন্দী সে। ফিল প্রায় একই সঙ্গে ঢুকল।

'ডিউটি করোগে যাও,' রোবটটিকে বলল সে। কিশোরকে ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল ওটা। সবার ওপর চোখ বুলানোর ফাঁকে দু'হাত ম্যাসেজ করে নিল কিশোর। হিরু চাচাকে দেখতে পেয়ে চকচক করে উঠল ওর চোখজোড়া। 'ভাল আছ তো, হিরু চাচা?'

মৃদু হাসিতে আশ্বস্ত করল হিরু চাচা।

সমবেত ক্রুদের দিকে চাইলেন বেলানভ। ওদের সঙ্গে এ. ৭ কেও দেখা যাচ্ছে। আবেগশূন্য ধাতব যন্ত্রটির মাথা সামান্য কাত,

গভীর মনোযোগের লক্ষণ। হাত দুটো ভাঁজ করলেন কমান্ডার। 'আরেকটা খুন হয়ে গেছে,' ঘোষণা দিলেন। 'ক্রিস মারা গেছে!'

কিশোর হিরু চাচার কাছে চলে গেল। 'লোকটা খুন করার জন্যে মুখিয়ে আছে,' বেলানভকে দেখিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল। 'এরা এমন করছে কেন, হিরু চাচা? আমাদের কি দোষ?'

'এরা ভয় পেয়েছে। সেজন্যেই এরা ভীষণ বিপজ্জনক।'

নোয়া প্রায় তেড়ে এল কিশোরের দিকে। 'তুমিই ক্রিসকে খুন করেছ?'

'নোয়া, তুমি কি করে জানলে ক্রিস খুন হয়েছে?' শান্ত স্বরে প্রশ্ন করল ফিল।

থতমত খেয়ে গেছে নোয়া। 'কেন, কমান্ডারই তো বললেন।'

'ক্রিসকে তুমিই মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছ,' হঠাৎ বলে বসল লিন্ডা।

'কি যা তা বলছ!'

'ক্রিসকে তুমি লাল ডিস্ক দাওনি?' বলল ফিল। 'এই ঘরেই দিয়েছ। সবাই দেখেছে।'

'তাতে কি হলো?'

শান্ত স্বভাবের ড্রেক পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ চায়। 'ক্রিসও কি অন্যদের মত একইভাবে মারা গেছে?'

'হ্যাঁ, একজ্যাক্টলি এক।' চরকির গতিতে হিরু চাচার দিকে ঘুরলেন বেলানভ। 'কে আপনি?'

'আমি হিরন পাশা। আপনি নিশ্চয় কমান্ডে আছেন?'

'হ্যাঁ। এখানে কি করছেন আপনি?'

'আপনার সঙ্গে কথা বলছি!'

চোয়াল শক্ত হলো বেলানভের। 'চালিয়াতি হচ্ছে?' চেঁচিয়ে উঠলেন রাগে। 'আমার স্যান্ডমাইনারে করছেনটা কি আপনি?'

দীর্ঘশ্বাস পড়ল হিরু চাচার। টাইম মেশিনের কথা বলতে

যাওয়াটাও একটা ঝকমারি। 'আসলে বাই অ্যাক্সিডেন্ট এখানে এসে পড়েছি।'

'হুঁ,' ব্যঙ্গ করলেন বেলানভ। 'এত জায়গা থাকতে এই মরুভূমিতে হাজির হতে হলো।'

মৃদু হাসল হিরু চাচা। 'ছোট হয়ে আসছে মহাকাশ।'

'আপনারা আসা মাত্র আমাদের তিনজন ক্রু খুন হয়ে গেল। কি বলবেন এটাকে, কাকতালীয় ঘটনা?'

হিরু চাচা নিরুত্তর।

'কি, কথা বলছেন না কেন?'

'ও, হ্যাঁ, কাকতালীয় ঘটনাই বটে।'

'আমরা খামোকা সময় নষ্ট করছি কেন?' ফুঁসে উঠল নোয়া। 'জানিই তো ওরা খুনী।'

'কথাটা মোটেও সত্যি নয়,' ধমকে উঠল লিন্ডা। 'তেমন কোন প্রমাণ নেই।' কালো মেয়েটির চোখ দুটো ধকধক করে জ্বলছে।

'বড়জোর আশা করা যায়, এরাই খুনী,' বলল ফিল। 'নইলে আমাদের মধ্য থেকে কেউ!'

হিরু চাচার দিকে অভিযোগের ভঙ্গিতে আঙুল তুলল নোয়া। 'ওই লোকটা ট্যাঙ্কে কেভিনের লাশ লুকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু আমরা সুইচ অন করাতে নিজেও আটকা পড়ে গিয়েছিল–এতে তো কোন ভুল নেই।'

'আছে,' আচমকা কর্তৃত্ব ফুটল হিরু চাচার কণ্ঠে। 'আমি লাশ লুকাইনি, খুঁজে পেয়েছি। খুনীর উদ্দেশ্যও ছিল তাই। আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। লাশটা ছিল আমাকে ফাঁসানোর জন্যে।'

'আর সবাইকে গলা টিপে মেরেছে,' বাতলে দিল ফিল। 'আপনাকে অন্যভাবে মারতে চাইবে কেন?'

'আমার ওপর সন্দেহ ফেলার জন্যে।'

'তা কেন? আপনি উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন, কেবিন থেকে

পালিয়ে গেছেন–এরচেয়ে জোরাল সন্দেহ আর কি হতে পারে?'

'মৃত লোক আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পায় না,' কঠিন গলায় বলল হিরু চাচা। 'সবাই তাকে অটোমেটিক্যালী দোষী ভেবে নেয়।'

'কথাটা ফেলে দেয়া যায় না,' ভেবে চিন্তে বলল লিন্ডা। 'হয়তো সত্যি কথাই বলছে।'

'আমারও তাই মনে হয়,' সম্মতি জানাল জেনেট।

'আমি অত নিশ্চিত হতে পারছি না,' বললেন বেলানভ। ফিরলেন এ. ৭-এর দিকে। 'এদের জন্যে গার্ডের ব্যবস্থা করো।' হুকুম তামিল করল এ. ৭।

'আমি কমান্ডারের সঙ্গে একমত,' আক্রমণের ভঙ্গিতে বলল নোয়া। 'এরা দু'জনই খুনী।'

'তা তো বলবেই,' বলল লিন্ডা। 'নিজে বাঁচতে হবে না?'

'তুমি চুপ থাকো।'

'তুমিও চুপ করো, নোয়া,' অবসাদমিশ্রিত কণ্ঠে বলল জেনেট।

'কেন চুপ করব? ও আমাকে বন্ধুহত্যার দায়ে অভিযুক্ত করছে–'

'তোমার কখনওই কোন বন্ধু ছিল না,' বাধা দিয়ে বলল লিন্ডা।

'থামবে তোমরা?' গর্জালেন বেলানভ। চুপ হয়ে গেল সবাই। 'শোনো, হয় আমাদের কেউ খুনগুলো করেছে নয়তো ওরা। এখন, তোমাদের কি ধারণা, কাদের চান্স বেশি?'

'আরেকটা সম্ভাবনার কথা কিন্তু এড়িয়ে যাচ্ছেন আপনি,' আশান্বিত হয়ে বলল হিরু চাচা।

'শাট আপ!' হেঁড়ে গলায় চেঁচাল নোয়া। 'আপনার ভ্যাজর ভ্যাজর বহুত শুনেছি।'

অসহায়ের মত শ্রাগ করল হিরু চাচা, যেন ছেলেমানুষকে বোঝানোর সাধ্য তার নেই।

ইতোমধ্যে রোবট বি.৮ ঘরে ঢুকেছে, দাঁড়িয়ে রয়েছে আদেশের অপেক্ষায়।

'এদের দু'জনকে আটকে রাখো,' নির্দেশ দিলেন বেলানভ।

এ.৭ হিরু চাচার, এবং বি.৮ কিশোরের হাত ধরে বেরিয়ে গেল।

'পরে ভাবা যাবে ওদের ব্যাপারে কি করব,' সবার ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললেন বেলানভ। 'এখন যে যার কাজে যাও।'

ক্রুরা চলে যাচ্ছে, এসময় আবার বললেন, 'সবাই আমরা বাড়তি শিফট কাজ করব। লোক যেহেতু কমে গেছে, শেয়ারের ভাগ বাড়বে। এটাই আমাদের সান্ত্বনা।'

তাঁর দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টি হানল লিন্ডা। 'না, কমান্ডার, সঙ্গীদের জীবনের বিনিময়ে ওটা কোন সান্ত্বনা হতে পারে না।'

হলঘরে একটি রোবট হপারগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে; ধৈর্যের সঙ্গে। মানুষের পদশব্দে ঘাড় ফেরাল।

মানুষটি একটি লাল ডিস্ক বাড়িয়ে দিল যন্ত্রমানবটির দিকে। 'এরপর লিন্ডা।'

ডিস্কটা নেয়ার সময় ক্রোধে জ্বলে উঠল রোবটের দু'চোখ। 'আমি লিন্ডাকে খুন করব।'

কাছেই, স্টোরেজ এরিয়ায়, চাচা-ভাতিজাকে ধাতব ব্যান্ড দিয়ে দেয়ালে আটকে দেয়া হয়েছে। ব্যান্ডগুলো পাতলা হলেও খোলে কার সাধ্য।

'হিরু চাচা,' ডাকল কিশোর। 'প্রাণে বাঁচব তো?'

'চিন্তা হচ্ছে,' বলল হিরু চাচা। 'খুনী যদি নাও মারে, কমান্ডার মারবে। অবশ্য কমান্ডারই খুনী কিনা কে জানে!'

'লুকানলের স্রোত,' ঘোষণা করল বি.১৬।

মরুভূমির বালিতে পাওয়া সবচেয়ে দামি খনিজ লুকানল। বেলানভ ধেয়ে গেলেন স্পেকট্রোস্কোপ স্ক্রীনের কাছে। 'দেখতে

পাচ্ছি, বি.১৬।'

স্ক্যানারে সেঁটে রয়েছে জেনেটের চোখ। 'বাঁয়ে বাঁক নিচ্ছে স্রোত। হারিয়ে ফেলছি আমরা!'

মাথা নাড়লেন বেলানভ। 'ভেব না। আজ পর্যন্ত কোন স্রোত হারাইনি আমি।'

সুদক্ষহাতে ঝড়ের রাস্তায় স্যান্ডমাইনার পরিচালনা করলেন কমান্ডার।

'আসছে কে যেন,' ফিসফিস করল কিশোর।

ধীরে ধীরে খুলে গেল দরজা। পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। স্টোররূমের দরজা ওদের দৃষ্টিসীমার সামান্য বাইরে। দেখতে পাচ্ছে না ওরা।

কিশোরের মনে পড়ল, হিরু চাচা বলেছে খুনী ওদের মারতেও পারে। এরচেয়ে ভাল সুযোগ আর পাবে সে? মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষা করছে ওরা।

পায়ের শব্দ ক্রমশই কাছিয়ে আসছে...

সাত

পদশব্দের মালিক ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। ফিল।

বন্দীদের দিকে দু'মুহূর্ত চেয়ে থেকে কাছ ঘেঁষে এল। কিশোর পাগলের মত ব্যান্ড খুলতে চেষ্টা করল।

'ভয়ের কিছু নেই। আমি তোমাদের সাহায্য করতেই চাই।'

'তবে আগে ক্ল্যাম্পগুলো খুলে দিন,' পরামর্শ দিল হিরু চাচা।

'ক্রুরূমে বলছিলেন আমরা আরেকটা সম্ভাবনার কথা এড়িয়ে

যাচ্ছি। কি সেটা?'

'আগে বলুন, এখানে এসেছেন কেন?' প্রশ্ন করল হিরু চাচা।

'এসেছি কারণ, এই বাচ্চা ছেলেটা কাউকে গলা টিপে খুন করতে পারে বিশ্বাস করি না। আপনি কি জানেন বলে ফেলুন, আমি সাধ্যমত সাহায্য করার চেষ্টা করব।'

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু…' বিরতি দিয়ে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ধাতব ক্ল্যাম্পগুলো দেখে নিল হিরু চাচা।

'ও,' সামান্য ইতস্তত করে বেল্টের কমিউনিকেশন্স ডিভাইস স্পর্শ করল ফিল। খুলে গেল বাঁধন। মুক্ত হলো হিরু চাচা।

'ধন্যবাদ,' দু'কব্জি ঘষে বলল সে। তারপর বাধাপ্রাপ্ত আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'আপনাদের কোন রোবট খুনগুলো করে থাকতে পারে।'

হেসে উঠল ফিল। 'এই কথা? ফালতু! রোবটরা খুন করতে পারে না।'

'জানি। কিন্তু ধরুন, কেউ যদি ওদের প্রোগ্রাম গণ্ডগোল করে দিয়ে থাকে?'

'অসম্ভব,' ভোঁতা গলায় বলল ফিল। 'একেবারেই অসম্ভব।'

'না, আপনার আসলে আইডিয়া নেই,' বলল হিরু চাচা। 'আমার ভাতিজার বাঁধনটা খুলে দিন। তারপর চলুন ক্রাইম স্পটে যাই।'

কমিউনিকেটর স্পর্শ করতেই মুক্তি পেল কিশোর। তিনজন বেরিয়ে পড়ল ও ঘর থেকে।

কমাণ্ডারের কেবিনের দরজাটা খুলল লিন্ডা, চাইল ইতিউতি, সেঁধিয়ে পড়ল।

কয়েক মাস ধরে এমন সুবর্ণ সুযোগের অপেক্ষায় ছিল ও। স্যান্ডমাইনারে লোক কমে গেছে, কমান্ডারও ঝড়ের পিছু ধাওয়া করতে ব্যস্ত–এই তো মোক্ষম সময়। বেলানভের ডেস্কের দিকে

দ্রুতপায়ে এগোল ও।

মান্ধাতা আমলের মস্ত ডেস্কটায় কতগুলো গুপ্ত স্পিচ ট্র্যান্সক্রাইবার আর কমিউনিকেটর আছে।

কাপড়ের তলা থেকে একটা কমিউনিকেটর বার করল লিন্ডা, কমান্ডারের ব্যক্তিগত কোডে ঢুকিয়ে দিতেই একটা গোপন ড্রয়ার খুলে গেল নিঃশব্দে। ভেতরে কালো রঙের কয়েকটা ফাইল, একের পর এক উল্টে যাচ্ছে লিন্ডা।

স্টোররুমের দোরগোড়ায় পৌঁছে হাত নেড়ে ডাকল ফিল। 'এই যে, হিরন পাশা। প্রথম খুনটা এখানে হয়েছিল।'

ভেতরে ঢুকে চারপাশে চাইল হিরু চাচা। দেখার বিশেষ কিছু নেই। ধাতব ঘরটিতে সারি সারি র‍্যাক আর শেলফ। উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে সুসজ্জিত স্টোররুম। খানিক আগেই এ ঘরে নৃশংস খুন হয়ে গেছে, বোঝার উপায় নেই। 'সব খুলে বলুন তো,' বলল হিরু চাচা। 'ভদ্রলোকের নাম কি ছিল?'

'জিমি। সরকারী আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ। ওর সম্পর্কে বেশি কিছু জানি না। রেগুলার ক্রু ছিল না। শুধুমাত্র ঝড় স্টাডি করতে আসত।'

'কে প্রথম লাশ দেখেছে?'

'আমি। ওর চিৎকার শুনে দেখতে এসেছিলাম,' একটুক্ষণ ভাবল ফিল। 'অদ্ভুত, মানে ওই চিৎকারটার কথা বলছি। ওকেও অন্যদের মত গলা টিপে মারা হয়েছে।'

'পাওয়া গিয়েছিল কোথায়?'

ইশারায় দেখাল ফিল। 'ওখানে– র‍্যাকটার পাশে।'

তীক্ষ্ণ চোখে র‍্যাকটা পরীক্ষা করল হিরু চাচা।

'কেন এসেছিল এখানে?'

'একটা ইন্সট্রুমেন্ট প্যাকেজ নেয়ার জন্যে।'

'আমরা আবার ক্রাইমটা ঘটাব,' ঘোষণা করল হিরু চাচা। 'ফিল,

মনে করুন আপনি জিমি। একটা প্যাকেজ নিতে এখানে এসেছেন। তাড়াহুড়ো আছে, কি করবেন?'

হাঁ করে চেয়ে রইল ফিল।

'প্লীজ, অভিনয় করে দেখান,' বলল হিরু চাচা।

এবার মাথা ঝাঁকিয়ে র‍্যাকের শেষ মাথার প্যাকেজটার দিকে এগোল ফিল। ওটা সহজেই উঠে আসার কথা– কিন্তু এল না। সবলে টানল ও। 'জ্যাম হয়ে গেছে।'

'আপনার তাড়া আছে,' জরুরী কণ্ঠে বলল হিরু চাচা। 'কি করবেন তখন? কোনও কাজে ঠেকে গেলে আপনারা সাধারণত কি করেন?'

'কোন রোবটকে ডাকি,' ধীরে বলল ফিল।

করিডর ধরে কমান্ডারের অফিসের দিকে হেঁটে যাচ্ছে একটি রোবট। লিন্ডাকে বেশ অনেকক্ষণ ধরে চোখে চোখে রেখেছিল। মেয়েটি এখন একা, অন্যান্য মানুষগুলো কাজে ব্যস্ত।

এই-ই তো চায় যন্ত্রমানব।

লিন্ডা প্রয়োজনীয় ফাইলটা পেয়ে গেছে। ওতে রয়েছে কম্পিউটার প্রিন্ট আউট করা একতাড়া কাগজ; বেলানভ পরিচালিত বেশ ক'বছর আগের একটি অভিযানের রিপোর্ট। ফাইলে ডুবে গেল লিন্ডা।

কমান্ডারের অফিসের বাইরে এসে থামল রোবটটা। টিউনিকের ভেতর থেকে বার করেছে একটা লাল রঙের ডিস্ক। ডোর কন্ট্রোলের উদ্দেশে এগোল ওটা।

ওদিকে, ফাইলের প্রয়োজনীয় অংশটি পেয়ে গেছে লিন্ডা, পড়ছে চাপা আতঙ্কের সঙ্গে। ক্রোধ আর যন্ত্রণায় বিকৃত দেখাচ্ছে মুখ, ফুঁপিয়ে উঠল। কমিউনিকেটরের উদ্দেশে হাত বাড়াল ও। 'আপনিই

দায়ী, বেলানভ,' চেঁচাল। 'আপনি একটা খুনী!'

কন্ট্রোলরুমের স্পিকারে লিন্ডার হিস্টিরিয়াগ্রস্ত চিৎকার শুনে অবিশ্বাস ফুটল বেলানভের চোখে। কমিউনিকেটর অন করলেন। 'লিন্ডা নাকি?'

'ভেবেছিলেন পার পেয়ে যাবেন, তাই না?' গর্জে উঠল কণ্ঠটি। 'পাচ্ছেন না। প্রমাণ হাতে আছে আমার!'

'লিন্ডা, পাগল হলে নাকি?' ইন্ডিকেটর চেক করে কণ্ঠস্বরটি কোথা থেকে আসছে বুঝে ফেললেন বেলানভ। 'আমার কেবিনে কি করছ তুমি?'

'ইতর! খুনী!' কন্ট্রোলরুমে গমগম করছে লিন্ডার গলা। স্পেকট্রোগ্রাফ স্ক্রীনের দিকে যন্ত্রণার দৃষ্টিতে চাইলেন বেলানভ। 'জেনেট, একটু সামলাও-দেখো, ঝড়টা হারিয়ে যায় না যেন।' কন্ট্রোলরুম থেকে ছুটে বেরোলেন।

স্পিকার কিন্তু বন্ধ নেই। 'বদমাশ, খুনী, জানোয়ার...'

'বেলানভ যাচ্ছেন,' চেঁচাল জেনেট। 'লিন্ডা, কি হয়েছে তোমার?' কট করে একটা শব্দ হলো, স্পিকার অফ।

'এতগুলো খুন দেখে মাথা গণ্ডগোল হয়ে গেছে,' ভেবে বলল ড্রেক।

'না,' বলল জেনেট। 'কিছু একটা হয়েছে। হয়তো গোপন কিছু জেনে ফেলেছে...'

ফিল চাচা-ভাতিজাকে ক্রুরুমে পৌঁছে দিল। 'আপনারা অপেক্ষা করুন, আমি সবাইকে ডেকে আনছি।' দরজার দিকে এগিয়েও ফিরে এল। 'আপনার কথা সত্যি হলে কি ঘটবে ভাবতে পারেন?'

'হ্যাঁ, পারি,' সুর করে বলল হিরু চাচা। 'রোবট নিয়ে কম তো নাড়াচাড়া করিনি।'

কমিউনিকেটর বেজে উঠলে দ্রুত এগিয়ে গেল ফিল। 'ফিল

বলছি।'

জেনেটের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'ফিল, লিন্ডা এইমাত্র কমান্ডারকে খুনী-টুনী বলে গালমন্দ করেছে। তুমি শীঘ্রি ওঁর কেবিনে চলে যাও।'

'এখুনি যাচ্ছি। আপনারা এখানে থাকুন,' ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল ফিল।

কিশোর ফলো করবে কিনা জানার জন্যে হিরু চাচার দিকে চাইলে মাথা নাড়ল সে। 'না রে, বসে থাক। যা ঘটার ঘটে গেছে এরমধ্যে। আমাকে একটু ভাবতে দে।' কাউচে শরীর এলিয়ে দিল। 'রোবট-টোবট বড় অস্বস্তিকর জিনিস রে, মানুষকে যন্ত্রনির্ভর করে দেয়। ওগুলোকে নিয়ে বাস করাও কঠিন, না থাকলে আবার চলেও না।'

'ধরো, কোন রোবটই যদি খুনগুলো করে থাকে, তবে?'

মুখ কালো হয়ে গেল হিরু চাচার। 'তবে আর কি, এদের সভ্যতাটাই ধ্বংস হয়ে যাবে।'

বেলানভের অফিসে ঢুকে থমকে গেল ফিল। বেলানভের ডেস্কে বসা লিন্ডা। বেলানভ পেছনে দাঁড়িয়ে, লিন্ডার কণ্ঠনালীতে তাঁর দু'হাত। ফিল দেখতে পেল, তিনি হাত সরাতেই ডেস্কে বাড়ি খেলো লিন্ডার মুখ।

মারা গেছে ও।

আট

ফিল ধীর পায়ে এগোলে হতবিহ্বলের মত চাইলেন বেলানভ।

'অন্যদের মতই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরেছে,' লিন্ডার চুলে বিলি কেটে

বললেন।

'হ্যাঁ,' শান্তস্বরে বলল ফিল। 'ঠিক অন্যদের মতই।' কমিউনিকেটর অন করল ও। 'এ.৭, কমান্ডারের অফিসে চলে এসো।'

'ও আমাকে অপছন্দ করলেও, ওকে ভাল লাগত আমার...' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বেলানভ। তারপর যেন হঠাৎই ফিরে পেলেন নিজেকে। 'এখন দুঃখ করার সময় নয়,' বিরক্ত হয়েছেন নিজের ওপর। 'বোঝা যাচ্ছে ওই বন্দী দুটোর সঙ্গে আরও লোক আছে। রোবটদের বলে দাও তন্ন তন্ন করে খুঁজতে। আমি কন্ট্রোলরুমে ফিরছি।'

পথ রোধ করে দাঁড়াল ফিল। 'না, কমান্ডার।'

'না মানে?'

'আপনাকে এই অফিসে বন্দী করছি আমি, আপনার কমান্ড কেড়ে নিচ্ছি।'

'কি বললে?' বেলানভ আচমকা ফিলের মনের কথা উপলব্ধি করলেন। 'আরে বোকা, আমি এখানে আসার আগেই লিন্ডা মারা গেছে।'

'তা হলে আপনি কি করছিলেন? গলা টিপে দিয়ে আরও শিয়োর হচ্ছিলেন?'

'বেঁচে আছে কিনা জানার জন্যে গলার পালস দেখছিলাম। সরো এখন।'

প্রায় তেড়ে এগোলেন বেলানভ। মুহূর্তে একপাশে সরে গেল ফিল, প্রচণ্ড ঘুসি বসিয়েছে কমান্ডারের মুখে। হতভম্ব বেলানভ জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন মেঝেতে।

ক্রুরুমে আয়েশ করে বসে ছিল চাচা-ভাতিজা। বলা নেই কওয়া নেই প্রচণ্ড ঝাঁকুনি উঠল ঘরে, কাউচ থেকে মেঝেতে ছিটকে পড়ল হিরু

চাচা। কিশোরেরও কুমড়ো গড়াগড়ি দিতে হলো। নিভে গেছে বাতিগুলো, অ্যালার্ম সাইরেনের তীক্ষ্ণ শব্দ–সে সঙ্গে মোটরের গর্জন।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল হিরু চাচা। 'হাড় মুড়মুড়ি ব্যারাম হয়ে যাবে রে, কিশোর,' আড়মোড়া ভেঙে বলল। দাঁত বার করে হাসল কিশোর। বাতিগুলো কেঁপে উঠে ফিরে এল আবার, তবে তেজ কম।

'কি হলো, হিরু চাচা?'

'চল দেখি,' কঠিন গলায় বলল হিরু চাচা।

কন্ট্রোল ডেকে ব্যস্ত জেনেট উঠে দাঁড়িয়েছে এ মুহূর্তে, একটা কনসোলের কোনা খামচে ধরেছে। অন্য হাতটা অসাড় ঠেকছে…

ফিলের গলা ভেসে এল স্পিকার থেকে, 'কি হয়েছে, জেনেট?'

'মোটরগুলো কীভাবে যেন জ্যাম হয়ে গেছে।'

'নোয়া কি বলে?'

'কিছু না। জবাব দিচ্ছে না। ড্রেক গেছে চেক করতে।'

'আচ্ছা, আমিও যাচ্ছি। তুমি কষ্ট করে শিপটা একটু কন্ট্রোল করো।'

ফিল ঘুরতে দেখে দরজায় এ.৭ দাঁড়ানো। 'কমান্ডারকে দেখে রাখো।'

বেলানভের শরীরের দিকে চাইল এ.৭, 'উনি কি আহত?'

'ঠিক হয়ে যাবেন। ওঁকে এখান থেকে যেতে দিয়ো না।'

হন্তদন্ত হয়ে পা বাড়াল ও।

মোটরের ক্রমবর্ধমান কাঁপুনিতে কন্ট্রোল ডেক রীতিমত নাচছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে জেনেট। শিপ থেমে পড়লেও মন্থিত হচ্ছে মোটরগুলো। বিপজ্জনক গতিতে বেড়ে চলেছে পাওয়ার লেভেল। ওর আশেপাশে, স্বভাবসিদ্ধ

নির্লিপ্ততায় দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে রোবটরা। 'সব রিডিং সেফটি মার্জিনের চেয়ে দশ পার্সেন্ট ওপরে,' শান্ত স্বরে জানাল বি.১৬।

দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকে জেনেটের কাছে চলে গেল হিরু চাচা। কিশোর তার পেছনে। 'কি ব্যাপার?'

'আপনারা ছুটলেন কীভাবে?' একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বলল জেনেট।

'সে অনেক কথা,' অধৈর্য গলায় বলল হিরু চাচা। 'প্রবলেমটা কি?'

'কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলেছি।'

'রিডিংগুলো এখন সেফটি লেভেলের বিশ পার্সেন্ট ওপরে,' স্পষ্টভাবে বলল বি.১৬।

'পাওয়ার কেটে দিতে হবে,' দ্রুত বলল হিরু চাচা।

'তবে ডুবে যাব,' ভোঁতা শোনাল জেনেটের গলা।

সায় জানাল হিরু চাচা। মস্ত স্যান্ডমাইনারটির ড্রাইভ ইউনিটগুলো মিহি বালির সমুদ্রে ভাসিয়ে রেখেছে ওটাকে। ওগুলো ছাড়া ওটার দশা একটা সাবমেরিনের মত, কোন্ অতলে যে তলিয়ে যাবে কেউ বলতে পারে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও···'পাওয়ার না কাটলে মাইনারটা ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে,' জানাল হিরু চাচা।

জেনেটের হাত কন্ট্রোলের ওপর ভাসছে, চরম অনিশ্চয়তায় ভুগছে ও। হঠাৎ ড্রেকের কণ্ঠ শোনা গেল স্পিকারে। 'হ্যালো, কন্ট্রোল। জেনেট আছ?'

'ড্রেক, তোমাদের কি খবর?'

'এইমাত্র নোয়াকে খুঁজে পেয়েছি,' বলল ড্রেক। 'মনে হচ্ছে ওকেও গলা টিপে মারা হয়েছে।'

'সমস্ত রিডিং এখন সেফটি স্কেলের ত্রিশ পার্সেন্ট ওপরে,' নিরুত্তাপ কণ্ঠে জানাল বি. ১৬।

'ড্রাইভ ইউনিটগুলোর কি হয়েছে?' মরিয়ার মত প্রশ্ন করল

জেনেট।

'কেউ বোধহয় স্যাবোটাজ করেছে। আমি অবশ্য সারানোর চেষ্টা করতে পারি। ডেল্টা রিপেয়ার কিট লাগবে।'

সবেগে মাথা নাড়ল জেনেট। 'না, ড্রেক, তুমি কন্ট্রোলে ফিরে এসো। তোমাকে খুব দরকার।' হিরু চাচার দিকে কঠোর দৃষ্টি হানল।

'কি ভাবছেন বুঝতে পারছি,' ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল হিরু চাচা। 'কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমরা এসব খুনোখুনির কিছুই জানি না–সত্যি বলছি!'

জেনেটের সন্দেহ অবশ্য গেল না। 'আপনি আশেপাশে থাকলেই একটা না একটা গণ্ডগোল লাগে।'

'সেজন্যে সমাধানও হয়,' খোশমেজাজে বলল হিরু চাচা। 'যাকগে, এখন জলদি পাওয়ার কেটে দিন, নইলে সবাই টুকরো টুকরো হয়ে যাব।'

ইতস্তত করল জেনেট, তবে কোন উপায়ান্তরও নেই। 'বি. ১৪! ড্রাইভ ইউনিটগুলো বন্ধ করো।'

রোবটটার নীল হাত দুটো কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে এগোল। 'ড্রাইভ ইউনিট বন্ধ হবে না,' জানাল শান্তস্বরে। 'কন্ট্রোল ফেইল করেছে।'

অসহায়ের মত হিরু চাচার দিকে চাইল জেনেট। 'কেউ একজন শত্রুতা করে ড্রাইভ কন্ট্রোল নষ্ট করে দিয়েছে। পাওয়ার বন্ধ করতে পারছি না।'

'রিডিংগুলো সেফটির চল্লিশ পার্সেন্ট ওপরে,' যোগ করল বি. ১৬।

'শেষ সীমা কোন্ পর্যন্ত?'

'জানি না। পঞ্চাশের বেশি হবে না।'

'সিভিয়ারেন্স কিট আনুন। জলদি।'

মোটরের গর্জন কানের পর্দা ফাটিয়ে দিতে চাইছে, গোটা কন্ট্রোল রুম যেন ভূমিকম্পে আক্রান্ত।

'শীঘ্রি সিভিয়ারেন্স কিট আনো, বি. ৩,' আদেশ করল জেনেট। রোবটটা দৌড়ে গিয়ে লকার থেকে প্লাস্টিকের একটা প্যাকেট নিয়ে এল। ওটা খুলে প্রয়োজনীয় যন্ত্রের জন্যে ভেতরটা হাতড়াতে লাগল হিরু চাচা। বার করে নিল কাঁচির মত দেখতে ভয়ানক একটা যন্ত্র, কেটে দিল ফ্রন্ট প্যানেল।

'কি করছেন আপনি?' চেঁচাল জেনেট।

'স্যাবোটাজের বিরুদ্ধে স্যাবোটাজ। এ ছাড়া বাঁচার উপায় নেই।'

ড্রেক ছুটে এসে ঢুকল কন্ট্রোলরুমে, হিরু চাচাকে দেখে বিস্ময়ে থমকে গেল—লোকটা শুধু যে মুক্ত তা-ই নয়, কন্ট্রোলরুমটা ধ্বংস করার কাজেও ব্যস্ত। 'কি চান আপনি? বেরোন এখান থেকে।'

মুখ তুলল হিরু চাচা। 'ও, আপনি? হ্যাঁ, আপনাকেই দরকার। এই, ভদ্রলোককে কেউ একটা সিভিয়ারেন্স কিট দাও তো।'

একটা রোবট টুল-কিট গুঁজে দিল ড্রেকের হাতে, হাঁ করে ওটার দিকে চেয়ে রইল ও।

'কি?' প্রায় ধমকে উঠল হিরু চাচা। 'দাঁড়িয়ে থাকবেন নাকি? হাত লাগান!'

মোটরের যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ এখন চরমে পৌঁছেছে।

নয়

হিরু চাচা ড্রেককে লাগোয়া কন্ট্রোল ব্যাঙ্কের দিকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। 'জেটা পাওয়ার লিঙ্ক কাটতে হবে। আমি স্টারবোর্ড দেখছি, আপনি পোর্ট ড্রাইভ ইউনিটটা কাটুন।'

ইতোমধ্যে কাঁচি নিয়ে কন্ট্রোল কনসোলের ভেতরটা হাতড়াচ্ছে হিরু চাচা, মুহূর্ত পরে অন্য কনসোলটিতে একই কাজে ব্যস্ত হলো ড্রেক।

নীরবে কাজ করে চলেছে ওরা, ঘামে চকচক করছে মুখ। হিরু চাচা হঠাৎ সন্তুষ্টির শ্বাস ফেলল। 'হয়ে গেছে!' উজ্জ্বল ঝলকানি আর স্ফুলিঙ্গের ঝর্না ছুটল তার কনসোল থেকে।

'কি, হলো আপনার?'

দু'মুহূর্ত পরে ড্রেকের কন্ট্রোলও ঝলসে উঠল। ওর কাছে গিয়ে পিঠ চাপড়ে দিল হিরু চাচা। সোজা হয়ে দাঁড়াল ও, চেহারায় পরিশ্রমের চিহ্ন। মিলিয়ে গেছে মোটরের আর্তচিৎকার।

'মোটিভ ইউনিটগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে,' বলল বি. ১৬। ওটার গলার স্বরে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন আসেনি। সাফল্য আর ব্যর্থতা ওগুলোর কাছে একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। 'সব রিডিং স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসছে।'

'গুড,' খুশির গলায় বলল হিরু চাচা। 'এখন শুরু হবে আসল ঝামেলা!'

স্ক্যানার স্ক্রীন জ্বলে উঠে নিভে গেল।

বি. ১৪ জানাল, 'সার্ফেস স্ক্যানার কাজ করছে না।'

'ডুবছি আমরা,' রোবটের মত নিরুদ্বেগ শোনাল ড্রেকের কণ্ঠ। একটা গেজ চেক করে বলল, 'নামার গতি, প্রতি সেকেন্ডে দুই মিটার।'

'মোটিভ ইউনিটগুলো সারানো গেলে,' অধৈর্য কণ্ঠে বলল হিরু চাচা, 'মাইনারটা ভেসে থাকতে পারবে। কিন্তু অত সময় তো নেই, আমাদের এভাবেই চলতে হবে।'

'দেখি কি করতে পারি,' শান্ত স্বরে বলল ড্রেক।

'চলুন, আমিও যাই।'

'দরকার নেই। আপনি বরং কন্ট্রোল লিঙ্কগুলো সারিয়ে ফেলুন।'

তড়িঘড়ি বেরিয়ে গেল ড্রেক। হিরু চাচা এইমাত্র কেটে দেয়া তারগুলো মেরামত করতে লেগে পড়ল।

উদ্বিগ্ন চোখে তাকে লক্ষ করছে জেনেট। 'সময় খুব কম, মিস্টার হিরন পাশা। চাপ বাড়ছেই।'

একমনে কাজ করে চলেছে হিরু চাচা। 'ড্রেক জানে কি করতে হবে।'

'উফ্, গরম লাগছে,' উসখুস করে বলল কিশোর।

'এয়ার কুলিং সিস্টেম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে,' গম্ভীর গলায় বলল জেনেট। একটা কন্ট্রোলের দিকে হাত বাড়িয়ে মুখ ভেংচাল, ডান কাঁধে যেন ছুরির ঘা খেয়েছে।

কমিউনিকেটর কনসোলের একটা বাতি ঝলসে উঠলে জেনেট বলল, 'ইয়েস?'

'আমি এ.৭। কমান্ডার বেলানভ আহত। ফিল নির্দেশ দিয়েছেন ওঁকে আটকে রাখতে। আপনি কি বলেন?'

'রাখো। ড্যামেজ কন্ট্রোল টিমকে কাজে লাগিয়ে দাও। এক্ষুনি।'

'ইয়েস–কমান্ডার।'

দাঁতে দাঁত পিষে কাঁধে মৃদু চাপ দিচ্ছে জেনেট। কিশোর দেখল, ওর ডান হাত অকেজো অবস্থায় ঝুলছে। 'দেখি, দেখি,' বলল কিশোর, জেনেটের বাহু আর কাঁধ পরীক্ষা করল নিপুণ হাতে।

'আগে বলেননি কেন?' প্রশ্ন করল ও।

'কাজে ব্যস্ত ছিলাম যে!'

হিরু চাচা কাজ থেকে মুখ তুলল। 'আমার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনার আর কিছু করার নেই, জেনেট। কিশোর, দেখ তো কি করতে পারিস।'

কিশোর জেনেটকে নিয়ে ক্রুরুমে চলে এল। লকার থেকে ফার্স্ট এইড বক্স বার করে, মোটামুটি চলনসই ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল।

'থ্যাংক ইউ, কিশোর,' বলল জেনেট, অপেক্ষাকৃত আরাম বোধ করছে।

ফিল ঝড়ের গতিতে ঢুকল ক্রুরুমে। সে কথা বলার আগে মুখ খুলল জেনেট, 'কমান্ডার বেলানভকে আটকে রাখা হয়েছে কেন?'

'কারণ সে লিন্ডাকে খুন করেছে। আমার ধারণা, অন্যদের খুনের পেছনেও তার হাত আছে।'

'না! কেন তিনি অমন কাজ করতে যাবেন?'

শ্রাগ করল ফিল। 'কে জানে? হয়তো মাথায় দোষ আছে।'

'বেলানভের?'

'মরার আগে লিন্ডা যে ফাইলটা দেখছিল সেটা চেক করেছি,' শ্রোতাদের আগ্রহবৃদ্ধির জন্যে সামান্য বিরতি দিল ফিল। 'বছর দশেক আগের একটা ট্রিপে বেলানভ একটা বাচ্চা ছেলেকে খুন করেছিল। ঝড়ের গতিপথ হারিয়ে ফেলার ভয়ে ওকে স্যান্ডমাইনারের বাইরে ফেলে চলে গিয়েছিল। ইচ্ছে করে। ছেলেটা শখ করে বেড়াতে এসেছিল মাইনারে।'

'ধুর! বাজে কথা!'

'আমি ছিলাম সেখানে, জেনেট–যদিও ফাইল পড়ার আগে আসল ঘটনাটা জানতাম না। কেভিন আর অন্যরাও ছিল সেবার। এখন তো সব ক'জনই পরপারে।'

'কিন্তু এনকোয়্যারী হবে না? ওঁকে তো বরখাস্ত করার কথা।'

'সব ধামাচাপা দেয়া হয়েছিল। বেলানভের মত কমান্ডার তো গণ্ডায় গণ্ডায় পাবে না কোম্পানী। ওর গোপন ফাইলে শুধু একটা নোট ছিল, দুর্ভাগ্যজনক অ্যাক্সিডেন্ট, কেস ডিসমিস। তারপর না লিন্ডা সত্যি ঘটনা আবিষ্কার করল...'

'ওর অত ছোঁক ছোঁক করার কি দরকার ছিল?'

'চেহারার মিলটা আমার আগেই ধরতে পারা উচিত ছিল,' সহজ গলায় বলল ফিল। 'মৃত ছেলেটা ওর ভাই।'

পরবর্তী নীরবতায় উপলব্ধি করল কিশোর, প্রত্যেকের চেহারা বেয়ে ঘামের বড় বড় ফোঁটা গড়াচ্ছে। হাঁসফাঁস করছে ওরা। 'দম বন্ধ হয়ে আসছে,' কোনমতে বলল ও। মুহূর্তে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার হয়ে গেল তিনজনের কাছে। ধাতব কফিনে বন্দী হয়ে বালির অতলে হারিয়ে যাচ্ছে ওরা।

'প্রেসার এখন পাঁচশো মিটার,' স্পিকার থেকে বলল বি. ১৬। 'সেফটি মার্জিন ক্রস করেছে।'

প্রচণ্ড চাপের ফলে ধাতব গোঙানীর শব্দ উঠছে। 'যে কোন মুহূর্তে ডুবে যাব,' ফিসফিসিয়ে বলল ফিল।

হিরু চাচা লম্বা লম্বা পা ফেলে ক্রুরুমে প্রবেশ করল। তখুনি ড্রেকের কণ্ঠ শোনা গেল স্পিকারে। 'হ্যালো, জেনেট?'

'হ্যাঁ, কি?'

'মোটিভ ইউনিটগুলো মেরামত করেছি।'

'কাজের লোক!' খুশি মনে বলল হিরু চাচা। 'জেনেটের হাতের কি অবস্থা?' স্ট্র্যাপ পরীক্ষা করল। 'বাহ্, ভালই তো করেছিস, রে।'

সবার দিকে চেয়ে উজ্জ্বল হাসল হিরু চাচা।

মরুপৃষ্ঠ নড়ে-চড়ে ভেঙে যাচ্ছে, বালির সমুদ্র থেকে প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের মত মাথা তুলল স্যান্ডমাইনার; দু'পাশ থেকে ঝরে পড়ছে বালি। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মরুর বুকে এগিয়ে চলেছে ওটা।

এ.৭ ঘরে ঢুকেছে। কিশোরকে এক কোণে টেনে নিয়ে গেল হিরু চাচা। 'ফিলের কাছে কাছে থাকবি। চোখের আড়াল যেন না হয়।'

ঘাড় কাত করল কিশোর। 'তোমার ধারণা ও মিথ্যে বলছে?'

'উঁ...সব খোলাসা করে বলছে না আর কি।'

'তুমি কই যাবে?'

'বোবা বন্ধুটার সঙ্গে একটু গল্প করব।' মুহূর্তের জন্যে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল কিশোর, তারপর মনে করতে পারল।

বলেছিল হিরু চাচাকে।

'যে রোবটটা প্রথমে আমাকে আটকেছিল সেটার কথা বলছ? যেটার কথা বলার কথা নয়, অথচ দিব্যি বলছে?'

'হ্যাঁ, সি. ৮৪।' বেরিয়ে গেল হিরু চাচা।

কিশোর ফিরে গেল জেনেট আর ফিলের কাছে। এ.৭ এর রিপোর্ট শুনছে ওরা। 'লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম নিয়ে চিন্তা নেই। কিন্তু গিয়ারগুলো মেরামত করতে কয়েক দিন লেগে যাবে।'

'আর কিছু?' প্রশ্ন করল জেনেট।

'চারটে বি ক্লাস রোবট বিকল হয়ে গেছে। ড্রাইভ ইউনিট জ্যাম হওয়ার কারণে। সিকিউরিটি স্টোরেজে পাঠানো হয়েছে ওদের।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে, তুমি এবার যেতে পারো,' কাঠখোট্টা গলায় বলল ফিল।

'যাচ্ছি।' চলে গেল এ.৭।

'আমিও কেবিনে যাচ্ছি,' বলল জেনেট। 'বিশ্রাম নেব।'

'হ্যাঁ, যাও,' সহানুভূতির সঙ্গে বলল ফিল।

ঘর ছাড়ল জেনেট।

ফিলও এগোল খোলা দরজার দিকে। হিরু চাচার নির্দেশ মনে পড়তেই সামান্য দেরি হলো কিশোরের। ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে ফিল। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে একটা কন্ট্রোল টিপে দিল, তারপর কিশোরের উদ্দেশে ব্যঙ্গের হাসি হেসে করিডর ধরে হাঁটা দিল। কিশোর দোরগোড়ায় পৌঁছতেই মুখের ওপর বন্ধ হয়ে গেল দরজা। দু'মুহূর্ত অপেক্ষা করে কন্ট্রোলটা স্পর্শ করল ও। কিছুই ঘটল না। ওটা বার বার টিপেও দরজা খুলতে পারল না।

ফিলের হাসির মর্ম উদ্ধার করতে পারল এতক্ষণে। দরজা বন্ধ করে গেছে ও।

ওকে বোকা বানিয়ে বেরিয়ে গেছে ফিল–ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়াবে, ওর ওপর নজর রাখার জন্যে কেউ নেই...

দশ

সিকিউরিটি স্টোরেজ হচ্ছে বহু দরজাবিশিষ্ট একটি ধাতব ঘর। ড্রেক একটা দরজা খুলতেই একটা রোবটের দেহ দেখা গেল, ক্ল্যাম্প দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা। ওটার মাথার একপাশ প্রচণ্ড আঘাতের ফলে প্রায় চ্যাপ্টা। স্যান্ডমাইনারের ড্রাইভ ইউনিট জ্যামের কারণে ঘটেছে ব্যাপারটা।

'মেরামত করা যাবে না,' ব্যথিত স্বরে বিড়বিড় করল ড্রেক।

রোবটের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মেরামত করা যায়, কিন্তু মস্তিষ্কে কোন সমস্যা দেখা দিলে সারানো মুশকিল–মানুষের মতই।

লকার থেকে একটা লাল ডিস্ক বার করে রোবটটার বুকে লাগিয়ে দিল ড্রেক। ঘুরে চাইতে দেখে ফিল পাশে দাঁড়ানো।

'কি করছ?' সন্দেহ ফুটল ফিলের কণ্ঠে।

'দায়িত্ব পালন।' দরজা বন্ধ করে দিয়ে বিনাবাক্যব্যয়ে ঘর ছাড়ল ড্রেক।

দরজাটা খুলে রোবটটাকে পরীক্ষা করল ফিল। মাথা আর বুকের দিকে দৃষ্টি দিল। সন্তুষ্ট হয়ে দরজা বন্ধ করতে যাবে, কি যেন নজর কেড়ে নিল। একি! রোবটটার ডান হাতে লাল দাগ কিসের? হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করল ও। রক্ত।

আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে গেল ওর চোখ দুটো। 'না, না, না,' ফোঁপাতে লাগল।

কো অর্ডিনেটর অর্থাৎ এ.৭ করিডর ধরে এগোচ্ছে, স্যান্ডমাইনারের সামনের দিকের একটা স্বল্প ব্যবহৃত সেকশনের দিকে। একটা গুপ্ত

দরজা খুলে গেলে প্রবেশ করল ও। বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

এ.৭ ছোট্ট অথচ সুসজ্জিত একটি রোবটিক্স ওয়র্কশপে এসেছে। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিতে ঠাসা ঘরটা। ঘরের মাঝখানে অপারেটিং টেবিল আর অন্যান্য মেশিনপত্র, এক কোণে ছোট স্ক্রীনের একটা কম্পিউটার।

রোবটটা বলল, 'এ.৭ বলছি, কন্ট্রোলার।'

গোপন স্পিকার থেকে একটি কণ্ঠস্বর বলল, 'দাঁড়াও। কম্পিউটার সিগন্যালের জন্যে তৈরি হও।'

এ.৭ কম্পিউটারের কাছে গিয়ে স্ক্রীনে চোখ রাখল। 'তৈরি।'

স্ক্রীনে জটিল কি সব সিগন্যাল দ্রুতগতিতে ঝলসে যাচ্ছে। আড়ষ্ট হয়ে গেল রোবট, তারপর ধরা গলায় বলল, 'সিগন্যাল গৃহীত। দ্বিতীয় কমান্ড চ্যানেলটা ওপেন হয়েছে।'

'স্ক্রীনে দেখো, তোমাকে আরও কমান্ড দেয়া হচ্ছে।'

স্ক্রীনে আরও সিগন্যাল দেখা গেল, এ.৭ এর মস্তিষ্কে চালান হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন নির্দেশ। এর ফলে আগেকার প্রোগ্রামিং নষ্ট হয়ে গেল, নতুন আদেশ গ্রহণ করতে বাধ্য হলো এ.৭।

'বশ্যতা স্বীকার করো,' হিসিয়ে উঠল কণ্ঠটি।

'আদেশ গ্র-গ্র-গ্রহণ করলাম,' তোতলাচ্ছে রোবটটা। 'আদেশ গ্রহণ করলাম। আ-আ-আমি বশ্যতা স্বীকার করছি।' ক্ষণিকের জন্যে রক্তাভ হলো ওর চোখজোড়া।

'যাও, ভাই। এখন থেকে তুমি আমাদেরই একজন।'

এ.৭ ঘুরে ওয়র্কশপ ছাড়ল।

সি. ৮৪, অর্থাৎ কথা বলা বোবা শ্রেণীর রোবটটা বেলানভের কেবিনে প্রবেশ করল। ঘরটা খালি–তবে একটি কাউচে আপাদমস্তক ঢাকা একটি দেহ পড়ে আছে। এগিয়ে গেল সি. ৮৪, প্লাস্টিকের শিটটা সরাতে লিন্ডার লাশ বেরিয়ে পড়ল। মৃতদেহ পরীক্ষা করল রোবটটা,

বিশেষ দৃষ্টি দিল কণ্ঠনালীর চারপাশে। তারপর ধীরে ধীরে টেনে দিল শিট।

হঠাৎ পর্দার ঘর্ষণের খসখস শব্দে চরকির মত ঘুরল ওটা। আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে হিরু চাচা। 'এখানে কি জন্যে?' প্রশ্ন করল।

সি.৮৪ নিরুত্তর।

'তিন শ্রেণীর রোবট আছে এই স্যান্ডমাইনারে,' আলাপচারিতার ছলে বলল হিরু চাচা। 'এ, বি আর সি–কিন্তু তোমার ব্যাপারটা বুঝলাম না! একটু বুঝিয়ে দেবে?'

সি. ৮৪ এবারও নির্বাক।

'ও,' বিদ্রূপাত্মক গলায় বলল হিরু চাচা। 'তবে এ.৭ কে জানাতেই হচ্ছে তুমি কথা বলতে পারো।'

'প্লীজ, জানাবেন না।'

'গুড,' সন্তুষ্টচিত্তে বলল হিরু চাচা। 'তবে বলে ফেলো।'

'আমি কোন কিছু বুঝিয়ে বলতে পারি না।'

'পারো, পারো,' নিশ্চিত শোনাল হিরু চাচার গলা।

গুপ্ত ওয়র্কশপের অপারেটিং টেবিলে শুয়ে আছে বি.৬। মাথার ওপরের অংশ খুলে ফেলা হয়েছে, একজোড়া মানব হাত পরম নিপুণতায় সার্কিটগুলো মেরামতে ব্যস্ত।

হিরু চাচা আগ্রহের সঙ্গে সি.৮৪-র বক্তব্য শুনল। বেলানভদের কোম্পানী, যারা গ্রহের সমস্ত খনন কাজ চালায়, অদ্ভুত কিছু চিঠিপত্র পেয়েছে। কোম্পানীর ক্রু আর গ্রহবাসীকে নাকি খুন করা হবে। সেজন্যে সি.৮৪-কে গোয়েন্দা হিসেবে লাগানো হয়েছে স্যান্ডমাইনারে; সরকারী তরফ থেকে। ওর কাজ হচ্ছে ফিলকে সাহায্য করা–ফিল কোম্পানীর নিরাপত্তা এজেন্ট।

'চিঠিগুলো পাঠিয়েছে কারা?' জানতে চাইল হিরু চাচা।

'মাইক পেটারের সই ছিল। উধাও হয়ে যাওয়ার আগে তাঁর খুব নাম ডাক ছিল। বিখ্যাত বিজ্ঞানী।'

'মাইক পেটার, বিজ্ঞানী,' চিন্তিত দেখাল হিরু চাচাকে। 'রোবট নিয়ে কারবার করতেন?'

'হ্যাঁ।'

হিরু চাচা বেলানভের ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল, কম্পার্টমেন্টগুলো তল্লাশি করছে। 'মাইক পেটার লোকটা দেখতে কেমন?'

'রেকর্ড নেই। তবে অনুমান করা হয়, ছোটবেলা থেকে রোবটদের সঙ্গে মানুষ হয়েছেন।'

'আমার ধারণা সে এই স্যান্ডমাইনারেই আছে। তুমি কি বলো?'

'না,' দ্রুত বলল সি.৮৪। 'তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। ক্রুরা ছাড়া অন্য কেউ নেই।'

'কিন্তু ওর চেহারা তো চেনো না।'

'তা ঠিক।'

'যাকগে, ভেব না,' সান্ত্বনা দিল হিরু চাচা। একটা চার্ট উঁচিয়ে ধরে রোবটটাকে দেখাল। 'এ জায়গাটা হতে পারে?'

'কি হতে পারে?'

'মানে, মাইক পেটার স্যান্ডমাইনারে থেকে থাকলে ওর একটা কারখানাও থাকবে। যত শীঘ্রি সম্ভব সেটা খুঁজে পেতে হবে। আসবে আমার সঙ্গে, খুঁজতে?'

'অবশ্যই।'

'এসো তবে!' বলেই হন্তদন্ত হয়ে পা বাড়াল হিরু চাচা।

জেনেট ঝিমাচ্ছে, দুঃস্বপ্নে কারা যেন তাড়া করছে ওকে। ওদের হাত থেকে বাঁচতে স্যান্ডমাইনারের করিডর ধরে কেবলই ছুটছে ও।

শত্রুপক্ষের পায়ের শব্দ শুনে চটে গেল তন্দ্রা। চোখ মেলে দেখে এ.৭ ওর ওপর ঝুঁকে দাঁড়ানো, দু'হাত বাড়িয়ে। উঠে বসল জেনেট। 'কি করছ তুমি?'

অপরাধীর মত পিছু হটে গেল রোবট। 'আপনাকে জাগাতে চাইছিলাম। কমান্ডার বেলানভ পালিয়েছেন। কমান্ড প্রোগ্রামে তাঁর কণ্ঠস্বর রয়ে গিয়েছিল। ফলে অর্ডার করতেই রোবট গার্ড ওঁকে ছেড়ে দিয়েছে।'

'ওঁর কণ্ঠস্বর মুছে দাওনি কেন?'

'আপনি তো বলেননি।'

দীর্ঘশ্বাস পড়ল জেনেটের। রোবটদের নিয়ে এই এক ঝক্কি। যা বলা হবে করবে-কিন্তু নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনা বলে কিছু নেই। 'আচ্ছা, এখন মোছোগে যাও। আর বেলানভকে খোঁজো।'

'ইয়েস, কমান্ডার।'

চলে গেল এ.৭।

কিশোর তখনও ক্রুরুমের দরজায় কিল মেরে চলেছে। 'কেউ শুনছেন? দরজাটা খুলুন। শুনছেন?'

হিরু চাচা করিডর ধরে এগোচ্ছে। পায়ে পায়ে তাকে অনুসরণ করছে সি. ৮৪।

'একটা চিৎকার শুনলাম মনে হলো,' বলল সি. ৮৪।

'কই?'

'শুনেছি,' বলল সি. ৮৪। 'আসুন।'

পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল রোবটটা।

মাইক পেটারের গোপন কারখানায় একদল মনোযোগী রোবটের উদ্দেশে বক্তব্য রাখছে এ.৭। 'আমাদের নতুন কন্ট্রোলার বাকি

মানুষদের মৃত্যুর পরোয়ানা জারি করেছেন,' শান্তকণ্ঠে বলল। 'বি.৬, তুমি এখন জেনেটকে খুন করতে যাবে।' রোবটটার হাতে একটা উজ্জ্বল লাল বর্ণ ডিস্ক দিল–রোবট ডিঅ্যাকটিভেশন ডিস্ক।

'আমি জেনেটকে খুন করব,' বাধ্যগতের মত বলল বি. ৬।

'বি. ৪, তুমি হিরন পাশাকে মেরে ফেলোগে যাও।'

'হিরন পাশাকে মেরে ফেলব।'

'আর বি. ৫, তুমি কিশোরকে মারতে যাও।'

'কিশোর মরবে।'

রোবট তিনটে ঘুরে বেরিয়ে গেল। এ.৭ এক মুঠো লাল ডিস্ক টিউনিকের ভেতর গুঁজে দিল।

'বাকিদের খতম করব আমি,' বলল নিজেকে।

এগারো

কিশোর মাথার চুল ছিঁড়তে বাকি রেখেছে কেবল। চেঁচামেচি করেও কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। 'সামান্য ভুলের জন্যে এই শাস্তি,' ভাবল। 'লোকটাকে ফলো করতে কেন যে মনে থাকল না!'

ঘরের বাতিগুলো হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল, খুলে গেছে দরজা। পিছিয়ে গেল কিশোর, অপেক্ষমাণ।

করিডরের আলোয় এক লম্বাদেহীকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। রোবট। বি. ৫ নম্বর প্লেট। এগোল রোবটটা, ওর গলা খুঁজছে। মুহূর্তে বুঝে গেল কিশোর–ওকে খুন করতে এসেছে। পা পা করে পিছিয়ে যাচ্ছে ও, নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে বি. ৫।

'পালাতে পারবেন না,' বলল ওটা।

বাঁ দিকে দৌড় দেয়ার ভঙ্গি করল কিশোর।

দু'পা ডানে সরল রোবট।

ডান দিকে লাফাল কিশোর।

পথরোধ করে দাঁড়াল রোবট।

এবার কোণঠাসা বেড়ালের মত হিংস্র হয়ে উঠল কিশোর। ভয়-ডর ভুলে এগোল সামনে, ডান হাতে প্রচণ্ড ঘুসি বসাল রোবটটার বুকে। 'উফ,' ককিয়ে উঠল নিজেই, কিন্তু দমে না গিয়ে সামান্য পিছিয়ে ঝেড়ে লাথি কষাল তলপেটে। অমন একটা লাথি হজম করলে যে কোন মানুষের চিৎপটাং হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু রোবটটা গায়েই মাখল না; ঝাঁপ মারল ওর উদ্দেশে। মরিয়ার মত পেছন দিকে নিজেকে ছুঁড়ে দিল কিশোর, একটা টেবিলের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ে এযাত্রা বজ্রমুষ্টি এড়াতে পারল। উঠে দাঁড়িয়ে আরও পেছনে সরে গেল।

রোবটটা পরম নিশ্চিন্তে এগোচ্ছে, তাড়াহুড়োর ধার ধারছে না। এক কোণে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে শত্রুকে, ঝুলন্ত পর্দাগুলোর দিকে–ওপাশে আর যাওয়ার জায়গা নেই।

পর্দাগুলো...

পিছানোর গতি ধীর করে ফেলল কিশোর। রোবটটা বিপজ্জনক দূরত্বে এসে পড়লে পড়ে যাওয়ার ভঙ্গি করল। সুযোগ বুঝে লাফ দিল বি.৫।

আলগোছে একপাশে সরে গেল কিশোর, হ্যাঁচকা টানে একটা পর্দা খুলে রোবটের মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল। তারপর কালবিলম্ব না করে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল খোলা দরজার দিকে।

উন্মাদের মত ঘরময় টলমল করতে লাগল বি.৫, ভারী পর্দাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

নিজেকে যখন মুক্ত করল তখন শত্রু পগার পার।

গুপ্ত দরজা হড়কে খুলে গেল। 'এটাই সে জায়গা,' হিরু চাচা ফিসফিস্ করে বলল, হাতছানি দিয়ে ডাকল সি. ৮৪ কে।

গোটা স্যান্ডমাইনার চষে ফেলার পর এই গোপন কারখানার সন্ধান পেয়েছে তারা। স্যান্ডমাইনারের কোথাও খালি জায়গা নেই, যেখানে কোন বিজ্ঞানী তার গবেষণা চালাতে পারে। খালি বলতে কেবল উনিশ নম্বর সেকশন–এবং এখানেই এসে হাজির হয়েছে হিরু চাচা।

ঘরময় যন্ত্রপাতি আর মাঝখানে অপারেটিং টেবিল দেখে মন্তব্য করল হিরু চাচা, 'এটাই, কোন সন্দেহ নেই।' বেঞ্চ থেকে একটা পাতলা ধাতব দণ্ড তুলে নিল। 'এটা কি জানো?'

'লেসারসন প্রোব। শক্ত ধাতুতেও ছয় ইঞ্চি পর্যন্ত গর্ত করে দেবে।'

'একদম ঠিক।' প্রোব হ্যান্ডেলের এনার্জি ডায়াল পর্যবেক্ষণ করল হিরু চাচা। 'এটা রিসেন্টলি ইউজ করা হয়েছে। হয়তো দেরিই করে ফেলেছি আমরা। সবাইকে সতর্ক করা দরকার।'

সি. ৮৪ একটা কমপ্যাক্ট ডিভাইস বার করল টিউনিকের ভেতর থেকে। 'এটা একটা কমিউনিকেটর। মানুষ বা রোবট সবার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। ইউজ করবেন? জানেনই তো আমি বোবা।'

হেসে ফেলল হিরু চাচা, কোন যন্ত্রমানবের কৌতুক জীবনে এই প্রথমবার উপভোগ করল। 'আহারে, কী দুঃখ।' কমিউনিকেটর সুইচ অন করল। 'জেনেট? শুনতে পাচ্ছেন, জেনেট?'

ঘুমের মধ্যে নড়ে উঠল জেনেট। একটা কণ্ঠস্বর বিরক্ত করছে, নাম ধরে ডাকছে। 'জেনেট? শুনতে পাচ্ছেন, জেনেট?'

চোখ মেলল ও। 'কে?'

'হিরন পাশা। শুনুন, জেনেট, আমি এখন শিয়োর, রোবটরাই খুনগুলো করছে।'

এবার সম্পূর্ণ সজাগ হলো জেনেট। 'অসম্ভব। রোবটরা খুন করতে পারে না।'

'অবশ্যই পারে–ওদের শেখানো হয়েছে। আপনি কোথায়?'

'কেবিনে।'

'একা?'

'হ্যাঁ।'

'মন দিয়ে শুনুন,' জরুরী গলায় বলল হিরু চাচা। 'কিশোর, ফিল, ড্রেক, সবাইকে কমান্ড ডেকে নিয়ে যান। রোবটদের চোখ এড়িয়ে যাবেন, বুঝেছেন? ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেবেন।'

'সম্ভব নয়,' আপত্তি করল জেনেট।

'যা বলছি করুন,' ধমকে উঠল হিরু চাচা। স্পিকার অফ করে দিল।

জেনেট উঠে বসল বাঙ্কে, নেমে পড়ল এক লাফে। আহত জায়গাটায় হাত বুলাচ্ছে।

দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। বি.৬ করিডরে দাঁড়ানো। অবাক চোখে ওটাকে দেখল জেনেট। 'এখানে কি? কাজে যাও!' আদেশ করল।

নীরবে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল বি.৬। তালুতে একটা লাল ডিস্ক।

আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠে, পাগলের মত ডোর কন্ট্রোলে চাপ দিল জেনেট। বন্ধ হতে শুরু করেছে দরজা। রোবটটা ইতোমধ্যে এগিয়ে এসেছে ওর দিকে, দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। চাপা পড়েছে রোবটের একটা হাত।

পিছাল জেনেট। হাতটা মোচড়ামুচড়ি করে দরজা খুলতে চেষ্টা করছে। এদিক ওদিক চেয়ে কাছের টেবিলটা থেকে একটা মূর্তি তুলে নিল জেনেট। তারপর ওটাকে হাতুড়ির মত করে ধরে, আঘাতের পর আঘাত করে চলল ধাতব হাতটাকে। শেষ পর্যন্ত কনুইয়ের জোড়া

খুলে গেল, হাতটা খসে পড়ল ঘরের ভেতর। দরজা পুরোপুরি বন্ধ হলো এবার। ডোর কন্ট্রোলের লকিং কোড চেপে দিল জেনেট। তারপর কমিউনিকেটরের কাছে দৌড়ে ফিরে এল। 'মিস্টার হিরন! মিস্টার হিরন, শুনছেন?'

'কি হয়েছে?'

'প্লীজ বাঁচান আমাকে। ওটা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।'

'ওটা কোন্টা!'

'আপনি ঠিকই বলেছিলেন। একটা রোবট আমাকে খুন করতে চাইছে!'

হিরু চাচা জবাব দেয়ার আগে শান্তস্বরে সি.৮৪ বলল, 'আমাকে যেতে দিন, প্লীজ। আমি ওটার চেয়ে ফাস্ট, শক্তিশালীও।'

'তুমি শিয়োর?'

'তাই তো মনে হয়।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল হিরু চাচা, সি.৮৪ ছুটে বেরোল ঘর থেকে।

জেনেট চেঁচাল আবার। 'মিস্টার হিরন, বাঁচান আমাকে। প্লীজ।'

'সাহায্য যাচ্ছে,' আশ্বস্ত করল হিরু চাচা।

'জলদি পাঠান!'

'জলদিই যাচ্ছে!'

করিডরে কন্ট্রোল প্যানেলে ব্যস্ত বি.৬। জেনেটের লকিং অর্ডার নষ্ট করতে একটা কোড পাঞ্চ করছে। 'দরজাটা আমার জন্যে কোন বাধা নয়, কমান্ডার,' আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল। ভেতর থেকে শোনা গেল জেনেটের ভয়ার্ত কণ্ঠ। 'কি চাও তুমি?'

'আপনাকে খুন করতে চাই, কমান্ডার। নতুন নির্দেশ পালন

করতেই হবে আমাকে।'

'মানুষের ক্ষতি করা রোবটদের জন্যে নিষেধ।'

'আমার কন্ট্রোল প্রোগ্রাম চেঞ্জ হয়ে গেছে,' ব্যাখ্যা করে বলল ওটা। 'সব মানুষকেই মারতে হবে।'

বি. ৫ ধীর পায়ে স্টোরেজ এরিয়া পেরিয়ে যাচ্ছে। চলার পথে মাথাটা দু'পাশে ঘুরাচ্ছে, যে কোন শব্দ শুনতে উন্মুখ।

রোবটটা চলে গেলে, একটা স্টোরেজ কম্পার্টমেন্টের দরজা খুলে গেল। উঁকি মারল কিশোর। রোবটটাকে আসতে দেখে লুকিয়ে পড়েছিল। সব রোবটকেই এখন খুনী মনে হচ্ছে ওর।

হিরু চাচাকে খোঁজা আরম্ভ করবে, হঠাৎ থমকে গেল। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জানাচ্ছে, স্টোরেজ এরিয়ায় একা নয় ও। সামান্য নড়াচড়া হলো কি ওদিকটায়? কেউ কি শ্বাস টানল? শব্দ অনুসরণ করে একটা স্টোরেজ ট্যাঙ্কের পেছনে চলে এল ও। এখানে ফিলকে খুঁজে পেল, গুটিসুটি মেরে বসে রয়েছে।

কাঁধ স্পর্শ করতে কেঁপে উঠল ফিল। 'কি ব্যাপার?' ফিসফিসিয়ে জানতে চাইল কিশোর।

'না,' বিড়বিড় করল ফিল। 'প্লীজ, না...'

'আপনি অসুস্থ নাকি?'

'প্লীজ, চলে যাও,' কাঁপা কাঁপা গলায় বলল ফিল। 'ওরা জেনে ফেলবে তোমার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। সর্বক্ষণ চোখ রাখে, ঘৃণা করে আমাকে। যা বলতাম তাই করত, তার কারণ পাওয়ার পেত ওরা, জানোই তো...'

ফিলের কথার মাথামুণ্ডু উদ্ধার করতে পারল না কিশোর। 'রোবটদের কথা বলছেন?'

'ওরা আসলে রোবট নয়,' ধূর্ত কণ্ঠে ফিসফিস করল ফিল। 'ওরা জিন্দালাশ! ভান করে আমরা ওদের কন্ট্রোল করছি কিন্তু আসলে...'

কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল ওর শরীর।

'ফিল, চলুন আমার সঙ্গে···'

কিশোর ওকে ট্যাঙ্কের পেছন থেকে টেনে বার করতে চাইল, কিন্তু নড়বে না ও। 'না, তুমি যাও। আমি এখানে থাকলে ক্ষতি নেই, তোমাকে চায় ওরা।'

'কিন্তু আপনার চিকিৎসা দরকার।' কিশোর হাত ধরে টানলে মুচড়ে ছাড়িয়ে নিল ফিল।

'না, প্লীজ,' ফুঁপিয়ে উঠল। তারপর চেঁচাতে শুরু করল। 'না, প্লীজ, না! বাঁচাও! বাঁচাও! ও এখানে!'

কিশোরের হাত ফিলের মুখ চাপা দিল। 'দোহাই, চেঁচাবেন না। আপনি বরং এখানেই থাকুন, কিন্তু কোন শব্দ করবেন না।'

মাথা নাড়ল ফিল, হাত সরিয়ে নিল কিশোর। জুবুথুবু হয়ে বসে রইল ফিল, সন্তর্পণে বেরিয়ে পড়ল ও।

ওয়র্কশপের দরজার দিকে কাকে যেন আসতে শুনল হিরু চাচা। চারপাশে চাইল। ছোট্ট ঘরটায় লুকানোর জায়গা নেই।

দরজাটা খুলছে···

কৌতূহলের সঙ্গে অপেক্ষা করছে হিরু চাচা, কে ঢোকে দেখবে। বেলানভ। হাতে ব্লাস্টার। 'এখানে কি করছেন আপনি, মিস্টার হিরন?'

টেবিলের অন্য কোণে সরে গেল হিরু চাচা। 'কেন, আপনার খুব ক্ষতি হয়ে গেছে বুঝি?'

ওয়র্কশপটার চারপাশ জরিপ করলেন ভদ্রলোক। 'হুঁ, আপনার অপরাধের শাস্তি হচ্ছে মৃত্যু!'

ব্লাস্টার বাগিয়ে এগিয়ে এলেন। টেবিল থেকে লেসারসন প্রোবটা ছোঁ মেরে তুলে নিল হিরু চাচা। 'আর একপাও এগোবেন না। এখানে কি চাই আপনার?'

মৃদু হাসলেন বেলানভ। 'আপনাকে ফলো করছিলাম। জেনে গেছি আপনার আস্তানা।'

বিস্ফারিত হলো হিরু চাচার চোখ। বেলানভের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে একটা দীর্ঘদেহী যন্ত্রমানব। 'ধীরে ধীরে এদিকে চলে আসুন, কমান্ডার...' বলল হিরু চাচা।

কাঁধের ওপর দিয়ে চেয়ে, রোবটটাকে তাঁর ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন বেলানভ। 'ব্যাপার কি?' প্রবৃত্তির বশে সরে গেলেন।

হিরু চাচার চোখজোড়া রোবটের ওপর নিবদ্ধ। 'হয় ওটা আপনাকে খুন করার জন্যে ফলো করে এসেছে, নয়ত এখানেই থাকে।' সি.৮৪-র কমিউনিকেটর অন করল সে। 'সেটা নির্ভর করছে কাকে খুন করবে তার ওপর।'

প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিল বি. ৪, চোখ দুটো ভাঁটার মত লাল। 'হিরন পাশাকে খুন করতে হবে,' নিষ্কম্প কণ্ঠে বলল। 'আমি হিরন পাশাকে খুন করব।'

অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় সামনে ঝাঁপিয়ে, হিরু চাচার গলা টিপে ধরল রোবটটা।

বারো

হিরু চাচা রীতিমত যুঝেও, রোবটটার শক্ত মুঠো গলা থেকে সরাতে পারল না। ধাতব হাত দুটো তার ফুসফুসের বাতাস আর মস্তিষ্কের রক্ত চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। মরিয়ার মত শেষ চেষ্টা চালাল হিরু চাচা, কিন্তু অনুভব করল জ্ঞান হারাচ্ছে... লেসারসন প্রোবটা পড়ে গেল হাত ফস্কে...

হঠাৎ একটা গুঞ্জনের শব্দে পেছনে টলে গেল বি.৪, মুক্ত হলো হিরু চাচা। বেলানভ লেসারসন প্রোব কুড়িয়ে নিয়ে, অন করে রোবটটার মাথার পেছন দিকে দাবিয়ে দিয়েছেন। ওটার মুঠো আলগা হয়ে গেলে বুক ভরে শ্বাস টানল হিরু চাচা। নিরুপায়ের মত ঘরময় টলমল করছে বি.৪, মাথা থেকে অভিক্ষিপ্ত হচ্ছে প্রোবটা। 'খুন! খুন! খুন-ন-ন!' অস্পষ্ট হতে হতে মিলিয়ে গেল কণ্ঠস্বর, মেঝেতে আছড়ে পড়ল ওটা।

'আপনি ঠিক আছেন তো?' জানতে চাইলেন বেলানভ।

'এটাকে খতম করে দিন,' ককিয়ে বলল হিরু চাচা।

প্রোবটার বাতি আর চড়া গুঞ্জন অফ হয়ে গেছে। 'পাওয়ার ফেইল করেছে,' মৃদু শ্বাস টেনে বললেন বেলানভ।

মাথা ঝাঁকাল হিরু চাচা। 'প্রোবটাও থেমে গেছে। রোবটটার সুইচ অফ করতে পারবেন?'

সায় জানিয়ে ভূপতিত বি.৪-এর কাছে এগিয়ে গেলেন বেলানভ। হাঁটু গেড়ে বসলেন।

নড়ে উঠল রোবটটা।

'সাবধান!' চেঁচাল হিরু চাচা।

'খুন! খুন! খুন!' বন্য চিৎকার ছেড়ে হাত দুটো ছোঁড়াছুঁড়ি করতে শুরু করল বি.৪। একটা ঘুসি লাগল বেলানভের চোয়ালে। মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন ভদ্রলোক। রোবটটা যখন দাপাদাপি করছে, হিরু চাচা তখন কাঁধের নীচে হাত দিয়ে, বেলানভকে টেনে বার করে নিয়ে গেল ঘর থেকে।

জেনেট ফ্যাকাসে মুখে কেবিনের দরজার দিকে চেয়ে আছে। গলা শুকিয়ে গেছে ওর। জানে, লকিং কমান্ড নষ্ট করতে দেরি হবে না শত্রু রোবটটার। ওর আশঙ্কা মুহূর্ত পরেই সত্য প্রমাণিত হলো, আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে দরজা···

দোরগোড়ায় দু'মুহূর্ত থমকে থেকে ঘরে প্রবেশ করল বি.৬।

পিছিয়ে গেল জেনেট। সাহসী মহিলা ও। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ হলো বুদ্ধি গুলিয়ে ফেলেছে। রোবটের দ্বারা আক্রান্ত হবে কোনদিন ভাবতে পারেনি, মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে ও। 'না,' ফুঁপিয়ে উঠল। 'না, প্লীজ...'

'উপায় নেই,' শান্তস্বরে ব্যাখ্যা করল বি.৬। 'অর্ডার পালন করব।' জেনেটের কণ্ঠনালীর দিকে হাত বাড়াল ওটা।

ধাতব করিডর ধরে হনহন করে এগোচ্ছে হিরু চাচা, অর্ধসচেতন বেলানভকেও হাঁটতে সাহায্য করছে। হতবিহ্বল কমান্ডার খানিকটা সামলে নিয়েছেন ইতোমধ্যে।

ওদের তাড়াহুড়ো করার কারণও আছে। বি.৪ আচমকা পুনরুজ্জীবিত হয়ে, শেষ আদেশ পালন করতে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে–হত্যা করবে হিরু চাচাকে।

হিরু চাচারা শুনতে পাচ্ছে, ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে ওদের ধাওয়া করছে রোবটটা, গভীর গোঙানীর সঙ্গে উচ্চারণ করছে 'খুন! খুন! খুন!'

হঠাৎ আরেকটা নীল রঙা ধাতব শরীর ওদের পথ রুখে দাঁড়াল, হাত বাড়িয়ে ধরতে চাইছে। এটার নম্বর বি.৫। থেমে পড়েছে হিরু চাচা আর বেলানভ।

পেছনে টলমল পায়ের শব্দটা নিকটবর্তী হচ্ছে ক্রমেই। 'খুন! খুন!' গুঙিয়ে উঠল বি.৪। দুটো রোবটের মধ্যখানে পড়ে হিরু চাচাদের দশা স্যান্ডউইচের মত।

দ্বিতীয় আরেকটি রোবট এসে যোগ দিল বি.৫ এর সঙ্গে। আশা ফুটল হিরু চাচার চোখে–কো অর্ডিনেটর।

'দাঁড়িয়ে থেকো না, এ.৭,' চেঁচাল সে। 'সাহায্য করো আমাদের।'

বিকলাঙ্গ, খুনী বি.৪ একদম কাছে এমুহূর্তে। অথচ সামনে

এগোলে বি.৫-এর প্রসারিত হাতের নাগালে চলে যাবে হিরু চাচারা।
একপাশে সরে দাঁড়িয়ে হিরু চাচাদের দিকে আঙুল দেখাল এ.৭। 'খুন করো এদের!'
আঁতকে উঠল ওরা। খুনী রোবট দুটো এগোতে শুরু করল…
'খুন! খুন! খুন!' তোতাপাখির মত আওড়ে যাচ্ছে বি.৪।
'এগুলোর স্পীড কেমন?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল হিরু চাচা।
'যে কোন মানুষের চেয়ে বেশি,' জানালেন বেলানভ।
বি.৪ প্রায় ওদের গায়ের ওপর এসে পড়েছে। হিরু চাচা স্কার্ফটা খুলে বি.৫ এর কাছ ঘেঁষে এল। ল্যাসোর মত করে নিয়েছে স্কার্ফ। এবার আগুয়ান বি.৫-এর গলায় ওটা পরিয়ে দিল। বেলানভকে টেনে সরিয়ে নিল একপাশে। সম্পূর্ণ চালু রোবট হলে ঠকানো যেত না, কিন্তু বি.৪ মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত। প্রতিপক্ষের গলায় স্কার্ফ দেখে হিরু চাচা মনে করে চরম আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুহূর্তে ভয়ানক লড়াই বেধে গেল দুটোতে। হতভম্ব এ.৭ বাধা দেয়ার আগেই বেলানভকে টান দিয়ে, করিডর ধরে বিদ্যুৎ গতিতে দৌড় মারল হিরু চাচা।
যুদ্ধরত রোবট দুটোকে ক্ষান্ত করতে চেষ্টা করছে এ.৭। 'বি.৪, ওটা হিরন পাশা নয়!' কিন্তু আহত রোবট কানেই তুলল না সে কথা। বি.৫-কে গলা টিপে মারতে বদ্ধপরিকর ওটা। অবস্থা বেগতিক দেখে কমিউনিকেটর অন করল এ.৭। 'বি.৬, উনিশ নম্বর সেকশনের করিডরে শীঘ্রি চলে এসো।'

কলে পড়া ইঁদুরের মত প্রাণভয়ে কেবিনে ছুটোছুটি করছে জেনেট। কিন্তু বি.৬ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এক কোণে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওকে। ধাতব হাতজোড়া গলায় চেপে বসলে মরণ চিৎকার ছাড়ল ও।
হঠাৎ হাত সরিয়ে সিধে হলো বি.৬। 'আদেশ গৃহীত, এ.৭।' ঘুরে লম্বা লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে গেল ওটা।

গলায় হাত বুলাল জেনেট, বেঁচে আছে বিশ্বাস করতে পারছে না। জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে পড়ে গেল।

হিরু চাচা দ্রুত এগোচ্ছে করিডর ধরে। মাঝেমধ্যে অবশ্য বেলানভ বিশ্রাম নিয়ে নিচ্ছেন, দেরি হচ্ছে সেজন্যে। এমুহূর্তে দেয়ালে ঠেস দিয়ে চোয়ালে হাত বুলাচ্ছেন ভদ্রলোক, হাঁফাচ্ছেন।

'জলদি করুন,' অধৈর্য শোনাল হিরু চাচার কণ্ঠ। 'কমান্ড ডেকে ফিরতে হবে।'

'লাভ নেই,' ঢোক গিলে বললেন বেলানভ। 'এ.৭ সব রোবটকে কন্ট্রোল করে। ওটা বিগড়ানো মানে সবই বিগড়ানো।'

'এ.৭ বিগড়ায়নি। ওটার ব্রেন চেঞ্জ করা হয়েছে। ফলে, বদলে গেছে কমান্ড সার্কিট।'

'কিন্তু ও কাজ করবে কে?'

'মাইক পেটার,' গম্ভীর গলায় জানাল হিরু চাচা।

'মাইক পেটার?'

'হ্যাঁ। পাগল বৈজ্ঞানিক...' নিচু স্বরে উচ্চারণ করল হিরু চাচা।

জেনেটের কেবিনে ঢুকে কিশোর একটা রোবটকে মহিলার অচেতন দেহের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। ও পিছিয়ে যাচ্ছে এসময় রোবটটা সোজা হলো। 'উনি এখুনি জ্ঞান ফিরে পাবেন,' সহজ গলায় বলল। ওটা সি.৮৪।

কিশোর জেনেটের কাছে গিয়ে কাঁধ ধরে হালকা ঝাঁকুনি দিল। 'কি হয়েছে? পড়ে আছেন কেন?'

দুর্বল কণ্ঠে বিড়বিড় করল জেনেট। 'রোবট...' চোখ মেলল, কিন্তু সি.৮৪ কে দেখে বিস্ফারিত হলো ও দুটো।

'জেনেটকে একটা রোবট আক্রমণ করেছিল,' জানাল সি. ৮৪। 'মিস্টার হিরন পাশা আমাকে পাঠিয়েছিলেন এঁকে সাহায্য করতে।

কিন্তু আমরা ছিলাম অনেক দূরে, তাছাড়া পাওয়ার ফেইলিওরের জন্যেও দেরি হয়ে গেছে।'

কিশোর চারপাশে চাইল। 'হিরু চাচা কোথায়? রোবটটাকেও তো দেখছি না।'

'ওটাকে উনিশ নম্বর সেকশনে ডেকে পাঠানো হয়েছে। নির্দেশটা আমার কমান্ড সার্কিটে শুনেছি।'

উঠে বসার জন্যে রীতিমত কসরৎ করতে হলো জেনেটকে। 'হিরন পাশা সবাইকে কমান্ড ডেকে যেতে বলেছে। আমরা বেঁচে আছি ক'জন?'

ভ্রূ কুঁচকাল কিশোর। 'ফিলকেই শুধু দেখলাম। ও অবশ্য বাতিল খাতায়, মাথা গণ্ডগোল হয়ে গেছে। বেলানভ আর ড্রেককে দেখিনি।'

'কোথায় ফিল?' প্রশ্ন করল সি.৮৪।

'স্টোরেজ সেকশনে লুকিয়ে বসে আছে।'

'ওঁকে বরং কমান্ড ডেকে নিয়ে যাই,' ঘোষণা করল সি.৮৪, বেরিয়ে গেল।

জেনেটকে ধরে ধরে ওঠাল কিশোর।

বি.৬-এর সহায়তায় বি.৪-কে শেষমেশ ক্ষান্ত করতে পারল এ.৭ আর বি.৫। করিডরে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল ওটা। এ.৭ ওটার মাথা থেকে লেসারসন প্রোবটা সরিয়ে নিল। 'কন্ট্রোলারকে ব্যাপারটা জানাতে হচ্ছে,' বলল। 'প্রতিটা মানুষকে খুন করোগে যাও। লুকোছাপার আর প্রয়োজন নেই।'

'আদেশ গৃহীত,' বলল বি.৬।

'তাই হবে,' জানাল বি.৫।

'যাও তবে।' চলে গেল দুই রোবট। ওরা রওনা হতে উল্টোদিকে ফিরল এ.৭। বিকল বি.৪ কেবল দাঁড়িয়ে থাকল।

কিশোর আর জেনেট স্টোরেজ সেকশন পেরিয়ে কমান্ড ডেকের দিকে যাচ্ছে। পায়ের আওয়াজ শুনল কিশোর–রোবটের। কাছের হপারটার দিকে জেনেটকে টেনে নিল।

'কি হলো?' ক্লান্তস্বরে জানতে চাইল জেনেট।

'চুপ!' হিসিয়ে উঠল কিশোর।

শব্দটা কাছে এসে থেমে গেল। 'সবগুলো হপার খুঁজব আমরা,' একটি রোবট কণ্ঠস্বর বলল।

দ্বিতীয় আরেকটি কণ্ঠ বলল, 'দরকার নেই। বি.৩৫ আর বি. ৪০ চষে ফেলেছে এ জায়গা।'

'তবে চল অন্য স্টোরেজ বেগুলো খুঁজি।'

স্থানত্যাগ করল রোবটরা, হপারের ভেতর স্বস্তির শ্বাস ফেলল কিশোর।

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল জেনেট, এই বিদ্রোহের কারণ এখনও বুঝতে পারছে না। 'তোমার আঙ্কেলকে সতর্ক করা দরকার,' দেয়াল কমিউনিকেটর দেখে বলল জেনেট। অন করল কন্ট্রোল। 'হিরন পাশা, শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা? জবাব দিন, প্লীজ।'

একটি রোবট কণ্ঠ বলল, 'এ.৭ বলছি। কমান্ডার জেনেট নাকি?'

'হ্যাঁ, এ.৭। শোনো, কয়েকটা বি ক্লাস রোবট বিগড়ে গেছে। ওরা ভয়ানক বিপজ্জনক, বুঝেছ?'

'বুঝেছি,' সান্ত্বনার সঙ্গে উচ্চারণ করল এ.৭। 'পাল্টা ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আপনার অবস্থান জানান, প্লীজ।'

'আমি…' কিশোর হাত ধরে টানায় বাধা পেল জেনেট। সবেগে মাথা নাড়ছে কিশোর।

'আপনার অবস্থানটা বলুন, প্লীজ,' বলল কণ্ঠটি। 'আপনার পজিশন আমার জানা প্রয়োজন।'

'আমার কেবিনে আছি।'

'আপনার কেবিনে থাকুন। বেরলে বিপদে পড়বেন।' স্পিকার অফ হয়ে গেল।

'কেমন যেন বেখাপ্পা লাগছে...' বলল কিশোর।

'হুঁ,' আনমনে বলল জেনেট। 'আমার গলা কমান্ড প্রোগ্রামে আছে। তবে এ.৭ জানতে চাইল কেন আমিই কথা বলছি কিনা? আর আমার অবস্থান জানার জন্যে ওর এত ব্যাকুলতা কিসের?'

বেলানভকে নিয়ে কমান্ড ডেকে হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করল হিরু চাচা। একদল রোবটকে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। 'বাহ্, ভাল,' সন্তোষের সঙ্গে বললেন বেলানভ। 'বুদ্ধি করে কেউ রোবট ডিঅ্যাকটিভেটর সুইচ অফ করেছে। বোধহয় ড্রেক।'

নিশ্চল রোবটগুলোকে জরিপ করল হিরু চাচা। 'ডিঅ্যাকটিভেটর সুইচ? হ্যাঁ, থাকা উচিত অমন একটা সুইচ।' হাজারো সতর্কতা সত্ত্বেও রোবটদের পুরোপুরি বিশ্বাস করে না স্যান্ডমাইনারের ক্রুরা। 'ব্যাপারটা আগেই ভাবা উচিত ছিল।'

থ বনে গেলেন বেলানভ। 'আপনি জানতেন না? আমি তো ভেবেছিলাম ও কাজেই এখানে এসেছেন।' মেইন কন্ট্রোল কনসোলের লাল লিভারটা দেখালেন।

কিশোর আর জেনেট শশব্যস্তে ঘরে ঢুকল। 'আপনি ঠিকই বলেছিলেন,' হিরু চাচাকে বলল জেনেট। 'রোবটরা আউট অভ কন্ট্রোল।'

'আর ভাবনা নেই,' হিরু চাচার হয়ে জানালেন বেলানভ। 'আমরা এখন সম্পূর্ণ সেফ।'

'সেফ?' মৃদু হেসে প্রশ্ন করল হিরু চাচা। 'রোবট বিদ্রোহ চলছে, আর আপনি বলছেন আমরা সেফ?'

হেসে ফেললেন বেলানভ। 'সব ক'টা রোবট অকেজো হয়ে গেছে। একটাও আর চালু নেই।'

'তাই?' বলল হিরু চাচা। 'ওদিকে তাকান দেখি।'

চাইলেন ভদ্রলোক। সি.৮৪ দরজায় দাঁড়ানো, ফিলকে জড়িয়ে ধরে আছে। ঘরে ঢুকল রোবটটা।

মাথা ঝাঁকালেন বেলানভ। 'বুঝতে পারছি না। এটা ঘুরে বেড়াচ্ছে কীভাবে?'

'এটার প্রোগ্রামিং আলাদা। ফিল কন্ট্রোল করে এটাকে। ফিল আর সি.৮৪ গুপ্তচর।' ফিরল হিরু চাচা। 'কমান্ড ডেকের সব ক'টা দরজা বন্ধ করে দিন, জেনেট।'

জেনেট কন্ট্রোল কনসোলের কাছে গেলে বেলানভের দিকে ফিরল হিরু চাচা। 'সি.৮৪ ছাড়া চলে ফিরে বেড়াচ্ছে এমন আরও রোবট আছে। খুনীগুলোকে কন্ট্রোল করছে মাইক পেটার!'

তেরো

সি.৮৪ যত্নের সঙ্গে ফিলকে একটা বেঞ্চিতে শুইয়ে দিল। ফিলের শরীর শক্ত কাঠ, বিস্ফারিত চোখজোড়া শূন্যে চেয়ে আছে।

'ওর কি হয়েছে বুঝতে পারছেন?' বেলানভকে জিজ্ঞেস করল হিরু চাচা।

'রোবোফোবিয়া?'

'ঠিক ধরেছেন।'

'আগেও একবার এ জিনিস দেখেছি,' ধীরে বললেন বেলানভ। 'বেশ ক'বছর আগে একটা ছেলে ভয়ের চোটে দৌড়ে মাইনারের বাইরে চলে গিয়েছিল। ওকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলাম, পারিনি। নিজেই মরতে বসেছিলাম। ওর চেহারার ভাব জীবনেও ভুলব না, ওফ–ঠিক এর মত।' ফিলের দিকে চেয়ে বললেন বেলানভ।

'ছেলেটা নিশ্চয় লিন্ডার ভাই?' মৃদুস্বরে বলল জেনেট।

'হ্যাঁ। ওদের বাবা ছিলেন প্রভাবশালী লোক। ফাউন্ডিং ফ্যামিলির মেম্বার। ছেলে ভীতু, মানুষকে জানাতে দিতে চাননি। পুরো ঘটনাটা ধামাচাপা দিয়েছেন,' তিক্ত হাসলেন বেলানভ। 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে তাঁর তো উদ্দেশ্য হাসিল হয়েছে, কিন্তু লোকের চোখে অপরাধী হয়ে গেছি আমি...'

'লিন্ডার কাছেও?'

'তাই তো মনে হয়। আমার অফিশিয়াল ফাইলে ছেলেটার বাবা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী বক্তব্য লেখানোরও ব্যবস্থা করেছিলেন। সেজন্যেই লিন্ডা আমাকে খুনের দায়ে দায়ী করছিল...' চোখের ওপর ডান হাতের উল্টো পিঠ বুলিয়ে নিলেন ভদ্রলোক। 'আসলে রোবোফোবিয়ার সঙ্গে ভীরুতার কোন সম্পর্ক নেই। এটা একটা মানসিক ব্যাপার।'

'কিন্তু ঘটনাটা জানতে লিন্ডার ফাইল পড়ার কি দরকার ছিল?' প্রশ্ন করল হিরু চাচা। 'ওর বাবার কাছ থেকেই তো জানার কথা।'

'যদ্দূর শুনেছি ভদ্রলোক ছেলের ওই ব্যাপারটা সম্পর্কে মুখ খোলেন না। নিজের মেয়েকেও নিশ্চয় জানাননি। হাজার হলেও একটা মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন–' বললেন বেলানভ।

এসময় স্পিকার থেকে একটি রোবট কণ্ঠস্বর বেজে উঠল। 'এ.৭ বলছি। আপনাদের কমান্ড ডেক ঘেরাও করা হয়েছে। সারেন্ডার করার জন্যে পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি। এরমধ্যে বেরিয়ে না এলে ধ্বংস হয়ে যাবেন।'

'সারেন্ডার করলেও মরব,' গর্জালেন বেলানভ।

'পাঁচ মিনিট,' বিড়বিড় করল হিরু চাচা। 'ওগুলো অ্যান্টি-ব্লাস্ট ডোর। আরও হয়তো মিনিট দশেক ঠেকিয়ে রাখতে পারব...' চরকির মত জেনেটের দিকে ফিরল। 'অ্যান্টি-ব্লাস্ট! মাইনারে ব্লাস্টিং-চার্জ আছে?'

সায় জানাল জেনেট। মাঝেমধ্যে মরুভূমিতে ব্লাস্ট-চার্জ পুঁতে দেয়া হয়, নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণের মাধ্যমে বালির গভীরের খনিজ বার করতে।

'ওই লকারটায় আছে,' বলল জেনেট। ওর নির্দেশিত লকারটার কাছে দ্রুত চলে গেল হিরু চাচা, বাছাই করে একটা ডিম্বাকৃতির ধাতব জিনিস বার করে নিল। 'বেলানভ, এটাকে কনসোলের পাওয়ারে জুড়ে দিয়ে টাইমারের ট্রিগার টানলে একটা অ্যান্টি-রোবট বোমা পাবেন। জেনেট, দরজা খুলে দিন তো।'

'কেন? কই যাবেন?'

'রোবট মর্গে। আমি বেরিয়ে গেলে দরজা বন্ধ করে দেবেন। যে-ই আসুক, খুলবেন না।'

'আচ্ছা।' জেনেট কন্ট্রোল কনসোলে গিয়ে সুইচ টিপতে খুলে গেল দরজা।

'দাঁড়াও, হিরু চাচা,' ডাকল কিশোর।

দু'মুহূর্ত দ্বিধা করল হিরু চাচা। তারপর সিদ্ধান্ত নিল। পরিস্থিতি যে রকম ভয়াবহ তাতে কন্ট্রোল ডেকে থাকা বা তার সঙ্গে যাওয়া একই কথা। 'আয়। তুমিও এসো, সি.৮৪।'

কিশোর আর রোবটটা দ্রুত পা চালাল। বেরনোর মুখে থমকে দাঁড়াল হিরু চাচা। 'আমরা ফিরে না আসলে সব দায়িত্ব আপনাদের। মাইনারের বাইরের লোকজনকে যেভাবে হোক সাবধান করে দেবেন।'

জেনেট বন্ধ করে দিল দরজা।

হিরু চাচারা খানিকটা এগোতেই আগুয়ান পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল। 'রোবট,' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'অনেক!'

একটা স্টোরেজ হপারের পেছনে ঘাপটি মেরে বসে পড়ল ওরা। কন্ট্রোল ডেকের উদ্দেশে এক সার রোবট হেঁটে গেল।

'আমি ভেবেছিলাম মাইক পেটার এদের সঙ্গে থাকবে,' উঠে দাঁড়িয়ে বলল হিরু চাচা। 'কিন্তু সবই দেখলাম রোবট।'

বেলানভ জেনেটের সহায়তায় বোমা ফিট করছেন এসময় দরজায় দমাদম বাড়ি পড়ল। 'বাঁচান! বাঁচান! আমাকে ভেতরে ঢুকতে দিন!'

দরজার কাছে গেলেন বেলানভ। 'কে?'

'ড্রেক!' বুজে এল কণ্ঠ। 'জলদি ঢুকতে দিন। ওরা আমাকে ধাওয়া করছে।'

ইতস্তত করলেন বেলানভ, জেনেটের দিকে তাকালেন।

'বাঁচান, প্লীজ,' মিনতি ঝরছে ড্রেকের কণ্ঠে। 'ওরা এসে পড়ল!'

বেলানভ ডোর কন্ট্রোলের দিকে এগোতে চাইলে টেনে সরিয়ে দিল জেনেট। 'হিরন পাশা বলে গেছে না খুলতে। কারও জন্যেই না।'

'ওকে ওভাবে বিপদের মুখে ফেলে ভেতরে থাকতে পারব না আমি,' প্রতিবাদ করলেন বেলানভ। 'রোবটগুলো খুনী। মেরে ফেলবে ওকে।'

'বাঁচান, দোহাই আপনাদের!'

বেলানভ আবারও কন্ট্রোল চাপতে গেলে সামনে আড়াল করে দাঁড়াল জেনেট। 'রোবটরা হয়তো ওকে ব্যবহার করে দরজা খুলিয়ে নিতে চাইছে। ওরা হয়তো বাইরে অপেক্ষা করছে!'

'ঈশ্বরের দোহাই লাগে, খুলুন দরজা। আপনাদের পায়ে পড়ি!' চিৎকার জুড়ল কণ্ঠটি। দ্বিধা করছেন বেলানভ–তীক্ষ্ণ ভয়ার্ত আর্তনাদ শোনা গেল... কেঁপে উঠে দু'কানে হাত চাপা দিল জেনেট।

আর্তনাদটা গিলে নিয়ে বন্ধ দরজাটা জরিপ করল ড্রেক। ওর পরনে এখন নীল রঙের রোবট ড্রেস। চেহারায় প্রাণের লক্ষণ নেই।

চারপাশে ঘিরে থাকা রোবটদের সঙ্গে অদ্ভুত মিল ওর। মাইক পেটার শেষ পর্যন্ত তার ভাইদের দলে যোগ দিয়েছে।

আঙুল তাক করল ও। 'ভাইয়েরা, দরজাটা ভেঙে ফেলো।'

হিরু চাচা রোবট মর্গে প্রবেশ করল। এখানে বিকল রোবটদের রিভলভিং র‍্যাকে তুলে রাখা হয়েছে। 'সি.৮৪, জিমি কোথায় যন্ত্রপাতি রাখত জানো নিশ্চয়?' প্রশ্ন করল হিরু চাচা।

'জানি।'

'ওখানে গ্যাস সিলিন্ডারও পাবে। নিয়ে এসোগে একটা, একটু জলদি করো।'

'যাচ্ছি,' নরম কণ্ঠে বলে বেরিয়ে গেল সি.৮৪।

হিরু চাচা একটা দরজা খুলে, র‍্যাক ঘুরাতে বি. ২-এর অকেজো শরীরটা দেখা গেল। সনিক স্ক্রু ড্রাইভার বার করে ওটার মাথা আলাদা করতে লাগল সে।

কিশোরের চোখ পড়ল রোবটটার হাতের দিকে। 'দেখো, হিরু চাচা।' ধাতব হাত দুটোয় শুকনো রক্ত লেগে রয়েছে।

বি.২-এর মাথা শরীর থেকে আলগা করল হিরু চাচা।

'হিরু চাচা, রোবোফোবিয়া কি?'

মেঝেতে বুদ্ধের ভঙ্গিতে বসে বি.২-এর ব্রেনের একাংশ খুলে নিল হিরু চাচা। 'রোবোফোবিয়া? রোবটদের প্রতি অকারণ ভীতি। সব প্রাণীই বলতে গেলে চলনে-বলনে, চেহারায় অভিব্যক্তি প্রকাশ করে...'

'বডি ল্যাংগুয়েজ?' হিরু চাচার পাশে বসে পড়ে বলল কিশোর।

'একজ্যাক্টলী। এই রোবটগুলোকে অনেকটা মানুষের মত করে বানানো হয়েছে, যাতে মানুষরা এদের সঙ্গে কমফর্টেবল ফিল করে। কিন্তু এদের কোন অভিব্যক্তি নেই। বলতে পারিস এগুলো হচ্ছে হেঁটে চলে বেড়ানো লাশ। এদের সঙ্গে থাকতে থাকতে রোবোফোবিয়া হয়ে

যেতে পারে।'

'ফিল তাই বলছিল...'

হিরু চাচা ইতোমধ্যে ব্রেন আর কমিউনিকেটর টুকরো টুকরো করে ফেলেছে, নতুন ধরনের একটা যন্ত্রের সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছে।

'কি বানাচ্ছ, হিরু চাচা?'

'ডিঅ্যাকটিভেটর। ড্রেকের স্বপ্ন ভেঙে খানখান করার ব্যবস্থা করছি।'

'ড্রেক?'

'হ্যাঁ রে, বৎস। ও-ই মাইক পেটার।'

ভারী কি যেন অনবরত ধাক্কা মারছে কমান্ড ডেকের দরজায়। ভেতর থেকে মনে হলো, রোবটরা নিজেদের শরীর ব্যবহার করছে। মলিন মুখে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলেন বেলানভ আর জেনেট। মুখে কথা ফুটছে না।

হঠাৎ থেমে গেল শব্দটা। নীরবতা আরও বেশি ভীতির সঞ্চার করল ওদের মধ্যে। 'ওরা চাইছেটা কি?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলেন বেলানভ।

হিরু চাচা ডিঅ্যাকটিভেটর সেট করে শেষবার চেক করল। 'কাছে পিঠের যে কোন রোবটের ব্রেন ফাটানোর কায়দা করলাম।'

'ড্রেক এ কাজ কেন করছে, হিরু চাচা?'

'ক্ষমতার লোভ রে, ক্ষমতার লোভ। রাজনীতিকদের মত ও-ও নিজের স্বার্থে যা খুশি তাই করছে। আগে স্যান্ডমাইনারটা দখল করবে, তারপর গোটা গ্রহ–সবই রোবটদের মাধ্যমে।'

সি.৮৪ একটা ভারী গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে ফিরল। 'এটার কথা বলছিলেন?'

সিলিন্ডারটা নিল হিরু চাচা। 'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকো,

সি.৮৪।'

'তা কি করে হয়। আপনাকে সাহায্য করব না?'

ডিঅ্যাকটিভেটরটা তুলে ধরল হিরু চাচা। 'এই ডিঅ্যাকটিভেটরটা বানিয়েছি। ব্যবহার করতে বাধ্য হলে তোমার ব্রেনও চিরতরে নষ্ট হয়ে যাবে।'

'আমার কথা ভাবার দরকার নেই। আমি নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়।'

'আমার কাছে তুমি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।'

'কিন্তু মানুষের উপকারেই যদি না আসলাম–'

'আসবে,' কথা দিল হিরু চাচা। 'এসো, আমার সঙ্গে।'

'কোথায়, মিস্টার হিরন পাশা?'

'মাইক পেটারের কারখানায়।'

চোদ্দ

রোবটগুলো দরজায় আঘাত করা বন্ধ করলেও নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না বেলানভ আর জেনেট। তাঁরা জানেন, রোবটরা হাল ছাড়ে না।

নীরবতা ভয় হয়ে জাঁকিয়ে বসছে ওঁদের বুকে। রহস্যময় ক্যাঁচকোঁচ শব্দ কানে আসছে প্রায়ই। তবে বলা শক্ত ওগুলোর উৎস কোথায়। 'ওদের মতলব আন্দাজ করতে পারছ?' ফিসফিস করে জানতে চাইলেন বেলানভ।

মাথা নাড়ল জেনেট।

ফিল কাঠের পুতুলের মত উঠে দাঁড়িয়ে, সম্মোহিতের মত হেঁটে গেল দেয়ালের কাছে। গ্রিলে মুখ ঠেকিয়ে চাইল বাইরে। 'না, প্লীজ,'

আধো আধো স্বরে বলল, 'ওরা আমাকে ধরে এনেছে। আমি আসতে চাইনি, বিশ্বাস করো...'

গ্রিলের ওপাশ থেকে একটা রোবট স্থিরচোখে পরখ করল ওকে। ধাতব ফ্রেমটার কোনা খামচে ধরল একটা শক্তিশালী হাত। টানছে...

কমান্ড ডেকের দরজার বাইরে, এ.৭ ড্রেকের দিকে ফিরে চাইল। 'বি.৫ ভেন্টিলেটর গ্রিলের কাছে যেতে পেরেছে। রিপোর্ট করেছে, তিনজন মাত্র মানুষ আছে ভেতরে। বেলানভ, জেনেট আর ফিল।'

'হিরন পাশা আর কিশোর কই?' কর্কশকণ্ঠে প্রশ্ন করল ড্রেক। 'কি, কই ওরা?'

'ওদের অবস্থান জানা যায়নি।'

'যেখানে পাও খুঁজে খুন করো। হিরন পাশা আমাদের প্ল্যান বানচাল করে দেবে। বড় বিপজ্জনক লোক। এ.৭, বি.৫ কে বলো কমান্ড ডেকে ঢুকে মানুষ তিনটেকে মেরে ফেলতে। বাকিরা এসো আমার সঙ্গে। ভাগ ভাগ হয়ে খুঁজব হিরন পাশাকে।'

বেলানভ গ্রিলের সামনে থেকে ফিলকে সরিয়ে আনতে গিয়ে একটা রোবটের মুখোমুখি পড়ে গেলেন।

বি.৫ বিনা বাধায় গ্রিলের একপাশ মুচড়ে খুলে নিল। তারপর হ্যাঁচকা টানে ফাঁক করে ফেলল জায়গাটা।

'দেখুন, দেখুন!' চেঁচাল জেনেট। 'ওটা ঢুকে পড়ছে!'

শরীরের ওপরাংশ গলিয়ে দিয়েছে বি.৫। 'আপনাদের মরতে হবে। সবাইকে। সেটাই অর্ডার।' রোবটটার নিষ্প্রাণ কণ্ঠস্বর ওদের আত্মা খাঁচাছাড়া করে দিল।

বেলানভ দৌড়ে ফিরলেন কন্ট্রোলরুমের ভেতর দিকে। একটা ব্লাস্টিং চার্জ নিয়ে গ্রিলের কাছে ছুটে গেলেন, ঠেকালেন

রোবটটার বুকে। 'তোমরা শুয়ে পড়ো,' জেনেটদের উদ্দেশে নির্দেশ দিলেন।

'আপনাদের মরতে হবে। সবাইকে। সেটাই অর্ডার।' তীক্ষ্ণ শব্দে বিস্ফোরণ ঘটল। ভাঙা গ্রিলের মধ্য দিয়ে ঘরের ভেতর আছড়ে পড়ল বি. ৫। বুকের ভাঙাচোরা ইউনিট থেকে ধোঁয়া বেরচ্ছে। 'আপনাদের মরতে হচ্ছে···সবাইকে। সেটাই অর্ডার-র-র···' কণ্ঠটা অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত ধীরে চলা রেকর্ডের মত শব্দ করে নিশ্চুপ হয়ে গেল।

উত্তেজনায় চকচক করছে বেলানভের দু'চোখ। 'আমাদের এখন ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত।'

'কি বলছেন এসব! অতগুলো রোবটের সঙ্গে পারব আমরা?' বলল জেনেট।

আরেকটা ব্লাস্টিং চার্জ ছোঁ মেরে তুলে নিলেন বেলানভ। 'রিস্কটা নিতেই হবে। হিরন পাশাকে সাহায্য করা দরকার।'

একদল রোবট করিডর দিয়ে মার্চ করে যাচ্ছে, ড্রেক আর এ.৭-এর নেতৃত্বে। হঠাৎ থেমে গেল এ.৭। 'বি.৫ আর সিগন্যাল পাঠাচ্ছে না। অকেজো হয়ে গেছে।'

'তুচ্ছ মানুষগুলো রোবটের ক্ষতি করে কি করে?' হিসিয়ে উঠল ড্রেক। 'তাও আবার খালি হাতে···'

'আপনার আদেশ জানান, কন্ট্রোলার।'

'খতম করো,' গর্জাল ড্রেক। 'এ.৭, তোমার কাজ হচ্ছে সব মানুষকে খুন করা।'

'করব, কন্ট্রোলার।'

'বি. ৬, এসো আমার সঙ্গে। আরও ভাইদের মুক্তি দেব। তারপর দেখি কার সাধ্য রোখে আমাদের।'

ড্রেককে অনুসরণ করল বি.৬।

কন্ট্রোল ডেকের দিকে ফিরে চলল এ.৭।

হিরু চাচা মাইক পেটারের ওয়র্কশপের দরজায় এসে দাঁড়ালেন। 'এসো, সি.৮৪।' ডিঅ্যাকটিভেটরটা রোবটের হাতে দিল। 'খবর্দার, বাটন টিপে দিয়ো না। অবশ্য আত্মহত্যা করতে চাইলে আমার কিছু বলার নেই।'

সনিক স্ক্রু ড্রাইভার বার করে, দেয়ালের একটা ধাতব প্যানেল সরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল হিরু চাচা।

'কি করতে চাইছেন?' জিজ্ঞেস করল সি. ৮৪।

'পাগল বৈজ্ঞানিকের জীবনটা একটু কঠিন করে দেব আরকি। যে কোন সময় এসে পড়বে ও। রোবটদের মাথা বিগড়ে দিয়ে আমাদের শত্রু বানানোর জন্যে। এবং যখন...'

প্যানেল সরালে দু'দেয়ালের মধ্যকার সংকীর্ণ জায়গাটা বেরিয়ে পড়ল। 'কিশোর, ঢুকতে পারবি রে?'

'কেন পারব না?'

'তবে ঢুকে পড়।' মাথা নিচু করে ফাঁকটা দিয়ে গলে গেল কিশোর।

'অসুবিধা হয়নি তো?' জানতে চাইল হিরু চাচা।

'একটুও না!'

গ্যাস সিলিন্ডারটা কিশোরের হাতে দিল হিরু চাচা। 'এতে হিলিয়াম আছে। ওয়েদার বেলুনে ভরত জিমি।' দেয়ালের প্যানেলটা জায়গামত বসাতে লাগল।

'আমাকে আটকে দিচ্ছ কেন?'

'তোমাকে লুকিয়ে থাকতে হবে, বৎস। ড্রেক এলে সিলিন্ডারের ভালভ খুলে দিবি।'

'কি হবে তাতে?'

'ওর গলার স্বর বদলে যাবে। হিলিয়াম মেশা বাতাসে শ্বাস নিলে গলার আওয়াজ পাল্টে যায়।' প্যানেলের স্ক্রু টাইট করছে হিরু চাচা।

'তখন আর ড্রেকের গলা চিনতে পারবে না রোবটরা, তাই না?'

'এই তো, চাচার সুযোগ্য ভাতিজা। এসো, সি.৮৪।'

একটা চাপা কণ্ঠস্বর ভেসে এল প্যানেলের ওদিক থেকে। 'কোথায় চললে, হিরু চাচা?'

'রোবট শিকারে।'

দরজা খুলল সি. ৮৪। দোরগোড়ায় ড্রেক, হাতে লেসারসন প্রোব। ওর পিছে বি.৬। 'সাবধান!' চিৎকার করে উঠল হিরু চাচা।

রোবট ড্রেস পরা ড্রেককে দেখে মুহূর্তের জন্যে বিমূঢ় হয়ে গেল সি.৮৪–এবং সে সময়টুকুই যথেষ্ট। ড্রেক ওটার মাথা লক্ষ্য করে লাফ মারল, প্রোব সহ–ভয়ানক চার্জ অসাড় করে দিল ওটার মস্তিষ্ক সি.৮৪ হাঁটু ভেঙে হুড়মুড়িয়ে মেঝেতে পড়ে গেল। হিরু চাচার ডিঅ্যাকটিভেটরটা সবার অলক্ষে খসে পড়েছে হাত থেকে। হিরু চাচা দ্রুত সাহায্য করতে এগোতে, বি.৬-এর দুহাত তার গলা টিপে ধরল, শ্বাস কষ্টে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সে। পড়ে গেল।

'মেরে ফেলো না,' চেঁচিয়ে উঠল ড্রেক। 'এখনও মারার সময় হয়নি। ওকে বেঞ্চে নিয়ে এসো।'

বি.৬ হিরু চাচাকে পাঁজাকোলা করে তুলে অপারেটিং টেবিলে নিয়ে এল। শুইয়ে দিয়েছে। স্থিরদৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে রইল ড্রেক, হাত বুলাচ্ছে প্রোবটায়।

ওয়াল প্যানেলের ওপাশে ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে কিশোর। বেরনোর চেষ্টা করা অর্থ আত্মহত্যা। ফোকর গলে বেরিয়ে আসার আগেই খুন হয়ে যাবে রোবটের হাতে। হিরু চাচার শেষ নির্দেশ মনে পড়ল ওর; মোচড় দিল গ্যাস সিলিন্ডারের ভালভে। চুইয়ে চুইয়ে ঘরে প্রবেশ করছে গ্যাস···

এ.৭ করিডর ধরে এগোনোর সময় অনুভূতিশূন্য ধাতব মুখটা এদিক ওদিক ঘুরাচ্ছে, মানুষের অবস্থান জানতে সম্পূর্ণ সতর্ক। ও চলে

যাওয়ামাত্র দেয়ালের একটা পর্দা নড়ে উঠল। বেলানভ আর জেনেট বেরিয়ে এল আড়াল থেকে।

'এসো,' ফিসফিসিয়ে বললেন বেলানভ।

'কোথায়?'

'ওটাকে ফলো করব।' ব্লাস্টিং প্যাকটা তুলে নিলেন বেলানভ। 'এটা ব্যবহার করার সুযোগ পেতেও পারি!'

একটা তোবড়ানো উইন্ডপাইপ থেকে অতিকষ্টে বাতাস টানছে হিরু চাচা। চোখ খুলতে দেখে বিকৃত একটা মুখ ঝুঁকে আছে। মানুষ নাকি রোবট? আচ্ছন্নতার মধ্যে ড্রেককে চিনতে পারল। 'কি খবর, ড্রেক,' ফিসফিস করল। 'থুড়ি মাইক পেটার?'

'জ্ঞান ফিরেছে দেখে খুশি লাগছে।'

'তাই নাকি? কেন?'

'আপনি আমার প্ল্যানটা ভেস্তে দিচ্ছিলেন। অল্পের জন্যে রক্ষা পেয়েছি। সেজন্যে আপনাকে একটু ভোগানো আমার কর্তব্য।'

প্যানেলের পেছনে গুটিসুটি মেরে অপেক্ষায় রয়েছে কিশোর। ড্রেক ওর হিরু চাচাকে খুন করার চেষ্টা করলে, যেভাবে হোক প্যানেল ভেঙে বেরিয়ে আক্রমণ করবে। মরলে লড়ে মরা ভাল...পাশ থেকে একটানা হিসিয়ে যাচ্ছে গ্যাস সিলিন্ডার।

সি.৮৪ সামান্য কেঁপে নড়ে উঠল। ব্রেন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সে পুরোপুরি অকেজো হয়ে যায়নি। হিরু চাচার ডিঅ্যাকটিভেটরটা হাতের নাগালের মধ্যে গড়াচ্ছে। হাতটা একটু একটু করে যন্ত্রটার দিকে বাড়াল ও।

চোখের কোণে ব্যাপারটা লক্ষ করল হিরু চাচা। ড্রেকের নজর যাতে না পড়ে সেজন্যে খেজুরে আলাপ জুড়ে দিল। 'আপনার বুদ্ধিটা কিন্তু খাসা। কীভাবে এই গ্রহ দখল করে নেবেন জানতে না খুব ইচ্ছে করছে।'

প্রোবটাকে সবচেয়ে নিচু লেভেলে সেট করে সুইচ অন করল ড্রেক। নিচু শোঁ শোঁ গুঞ্জনে ভরে গেল ঘর। 'করুক। আমি এখন আপনার ব্রেন পুড়াতে শুরু করব–আস্তে, খুবই আস্তে।'

টেবিলের দিকে এগোল ও।

কিশোর প্যানেলে লাথি মারার জন্যে ডান পাটা তুলল।

সি.৮৪ অল্পের জন্যে হাতে পাচ্ছে না ডিঅ্যাকটিভেটর। অতিকষ্টে অসাড় দেহটাকে ছেঁচড়ে সামনের দিকে টানছে ও।

ড্রেক প্রোব নিয়ে সামনে ঝুঁকল।

'আপনাকে এই ড্রেসে একটুও মানায়নি, ড্রেক,' ব্যঙ্গ করে বলল হিরু চাচা। 'উদ্ভট দেখাচ্ছে।'

বিন্দুমাত্র ভাবান্তর দেখা গেল না ড্রেকের। প্রোবটার ছোঁয়া লাগাল শত্রুর মাথায়। মুহূর্তের জন্যে আগুন জ্বলে উঠল যেন, যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে হিরু চাচা। খানিক পরে সামলে নিল। 'যতই চেষ্টা করো না কেন, রোবটদের মত হতে পারবে না। রোবটদের সঙ্গে তোমার কোন মিল নেই। না চেহারায়, না কথাবার্তায়। রোবটদের সঙ্গে মেলামেশা করলেই রোবট হওয়া যায় না।'

'যায়,' তেতো কণ্ঠে উচ্চারণ করল ড্রেক। 'মাইনার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর রোবটদের কাছে মানুষ হয়েছি। কেটে গেছে রোবোফোবিয়া। বড় হলে উপলব্ধি করেছি, আমার রোবট ভাইরা মানুষদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তাদেরও মুক্ত জীবন যাপনের অধিকার আছে। কোন্ দুঃখে অপদার্থ মানুষজনের গোলামি করতে যাবে? নিজের আত্মীয়দের প্রতিও একবিন্দু দুর্বলতা নেই আমার। একে একে সবাইকে মারব।'

প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ড্রেকের জন্যে খাঁটি সহানুভূতি অনুভব করল হিরু চাচা। বুঝতে পারছে কি ঘটেছে। রোবটদের সঙ্গে থেকে তাদেরকে সবচেয়ে আপন মনে করে নিয়েছে ড্রেক, তাদের পক্ষ নিয়ে মানুষের বিরুদ্ধাচরণ করছে।

'ড্রেক,' ব্যথিত কণ্ঠে বলল হিরু চাচা। 'মানুষ ছাড়া রোবটের কি দাম, বলুন?'

'আমি ওসব বুঝি না,' গর্জে উঠল ড্রেক। 'আমি ওদের মুক্তি দেব। গ্রহ শাসনের জন্যে নতুন করে প্রোগ্রাম করব...'

ওর গলা অন্যরকম ঠেকছে।

সি. ৮৪-র হাত ডিঅ্যাকটিভেটরে চেপে বসল। পড়ে থাকা অবস্থায় শুধুমাত্র হিরু চাচাকে দেখতে পাচ্ছে ও। 'বিদায়, বন্ধু,' ফিসফিস করে বলল। ফায়ারিং স্টাড চাপল।

'ধুপ' করে একটা শব্দ হলো, উড়ে গেল সি.৮৪-র মাথা। হিরু চাচার পাশে দাঁড়ানো বি.৬ এরও একই দশা হলো। দড়াম করে মেঝেতে পড়ল ওটা।

মুহূর্তের জন্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল ড্রেক। তারপর প্রোবের লেভেল সবচেয়ে উঁচুতে তুলে দিয়ে সুইচ অন করল। ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুর উদ্দেশে। ডজ দিয়ে সরে গেল হিরু চাচা, বজ্রমুষ্টিতে আঁকড়ে ধরেছে ড্রেকের কব্জি দুটো। মোচড় মেরে প্রোবটা ফেলে দিতে চাইছে।

রাগে অন্ধ ড্রেকের গায়ে এখন রোবটদের মতই শক্তি ভর করেছে। উজ্জ্বল প্রোবটা ক্রমেই হিরু চাচার মাথার দিকে নেমে আসছে...

কিশোর অনবরত লাথি মারছে প্যানেলে। কিন্তু ভাঙতে পারছে না।

এ.৭ দৌড়ে ঢুকল ঘরে। 'খুন করো মানুষদের। আমি খুন করব সবাইকে।'

ড্রেক তখনও হিরু চাচার সঙ্গে যুঝছে। 'আমাকে হেলপ করো; এ.৭,' চেঁচিয়ে বলল।

দীর্ঘক্ষণ লাগলেও এমুহূর্তে ঘরের হিলিয়াম লেভেল অনেকখানি হাই। ফলে, বদলে গেছে ড্রেকের কণ্ঠস্বর। এ.৭ এর কাছে ওর

আদেশের আর কোন মূল্য নেই। 'সব মানুষকে খুন করব,' বলল রোবটটা। ড্রেকের দিকে এগোল।

পিছিয়ে গেল ড্রেক। 'আমাকে না, গাধা কোথাকার। হিরন পাশাকে খুন করো। আমি মাইক পেটার, তোমাদের কন্ট্রোলার-'

অচেনা কণ্ঠটি কোন প্রভাব ফেলতে পারল না এ.৭ এর মস্তিষ্কে। ড্রেকের গলা মুচড়ে ভেঙে একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিল রোবটটা।

তারপর ফিরে চাইতে দেখে বেলানভ আর জেনেট দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। নবাগত শত্রুদের দিকে তেড়ে গেল ওটা।

চক্কর মারলেন বেলানভ, তৈরি রেখেছেন ব্লাস্টার প্যাক। কিন্তু রোবটটার দু'হাত প্রায় ধরে ফেলেছে তাঁকে-ওটার গায়ে প্যাকটা সেঁটে দেয়ার আগেই মারা পড়বেন।

'সব মানুষকে খুন করব! সব মানুষকে খুন করব!' উচ্চারণ করছে এ.৭। আচমকা দিক পরিবর্তন করে জেনেটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রাণভয়ে আর্তচিৎকার করল জেনেট। হিরু চাচা চোখের পলকে পড়ে থাকা প্রোবটা কুড়িয়ে নিয়ে ধেয়ে গেল এ.৭ এর পেছনে, মাথায় চেপে বসিয়ে দিল ওটা।

জেনেটকে ছেড়ে দিয়ে টলতে টলতে পিছিয়ে গেল এ.৭। পড়ে যাচ্ছিল জেনেট। ওকে ধরে ফেলল হিরু চাচা, বেলানভকে বলল ওকে অপারেটিং টেবিলে শুইয়ে দিতে।

গোটা ওয়র্কশপে মাতালের মত টলে বেড়াচ্ছে এ.৭, কণ্ঠস্বর মিলিয়ে আসছে ক্রমশ। 'সব মানুষকে খুন করব...খুন...খুন...খুন...' পড়ে গেল ওটা।

লম্বা শ্বাস টানল হিরু চাচা। 'সব ভাল যার শেষ ভাল,' বলল বেলানভকে। 'সি.৮৪-র জন্যে অবশ্য মন কেমন করছে।'

দেয়ালের পেছন দিক থেকে কে যেন গুঙিয়ে উঠল, 'আমি কি ছাড়া পাব, না কি?'

এবার ফিক করে হেসে ফেলল হিরু চাচা। সনিক স্ক্রু ড্রাইভার

বার করে প্যানেলের স্ক্রু খুলতে শুরু করল।

খানিক পরে হলরুম থেকে টাইম মেশিনটা উদ্ধার করল চাচা-ভাতিজা।

'হিরু চাচা, বেলানভদের এভাবে ফেলে চলে যাব?'

'হ্যাঁ। ওদের আর কোন ভয় নেই। তাছাড়া, সরকারী সাহায্যও শীঘ্রি এসে যাবে।'

দরজা খোলা হলে টাইম মেশিনে প্রবেশ করল কিশোর, ওকে অনুসরণ করল হিরু চাচা। বন্ধ করে দিল দরজা।

শোঁ শোঁ শব্দে আকাশে উঠে গেল লাল রঙা পুলিস বক্সটি।

***

নেকড়ের গর্জন

শামসুদ্দীন নওয়াব

প্রথম প্রকাশ: ২০০৯

এক

'কিচ্ছু হয়নি,' ডনকে বলল কিশোর।

ও মেরি চাচির বোনের ছেলে। খালার বাসায় বেড়াতে এসেছে।

ডন এইমাত্র ওর তুষারমানবে গাজরের নাক আর আখরোটের চোখ বসিয়েছে।

'তুষারমানব দেখতে এমনই হয়,' বলল ও।

হেসে উঠল কিশোর।

'তোমার তুষারমানবের কোনও ব্যক্তিত্ব নেই। তোমার উচিত আমারটার মত বানানো।'

ডন কিশোরের দুই মাথাওয়ালা তুষারমানবটার দিকে চাইল। একটার মাথার মাঝখানে প্রকাণ্ড এক চোখ। আরেকটা মাথাকে দেখে মনে হচ্ছে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে।

'তোমারটা হয়েছে পাশের বাসার ওদের মত,' ডন বলল।

কিশোর আর ডন ওদের পাশের বাড়িটার দিকে চাইল। এই অল্প কিছুদিন হলো ওটায় জিপার্স পরিবার ভাড়া নিয়ে এসেছে। অযত্নের ফলে এরমধ্যেই ঠাণ্ডা বাতাসে আলগা হয়ে শাটার দুলছে, বেশিরভাগ জানালায় আঁকাবাঁকা চিড় ধরেছে। মরা এক গাছের নীচে, সামনের উঠনে কাত হয়ে ঝুলছে এক সাইনবোর্ড। ওতে লেখা: জিপার্স ম্যানর ইন। জিপার্স ম্যানরটাকে যেমন ভূতের বাড়ির মত দেখায়, এর বাসিন্দাদেরকেও দেখে মনে হয় হরর ছবির একেকটা চরিত্র।

মি. জিপার্স সবুজ চোখ আর চোখা চোখা দাঁতের মালিক। দেখে মনে হয় ড্রাকুলার আত্মীয় বুঝি। মিসেস জিপার্স সব সময় দাগওয়ালা

এক সাদা ল্যাব কোট পরে থাকেন। মোট কথা, প্রতিবেশীদেরকে বেশ ভয় পায় তিন গোয়েন্দা।

ডন ওর কোট ধরে টানল।

'বাসাটায় মনে হয় একজন গেস্ট এসেছে।'

'জিপার্সরা আসার পর এখানে আর কেউ আসেনি,' কথাটাকে উড়িয়ে দিল কিশোর।

'কালরাতে গর্জনটা শোননি? ওটা কিন্তু জিপার্সদের ব্যাকইয়ার্ড থেকে এসেছে।'

কিশোর জবাব দিল না, কেননা দড়াম করে ম্যানর ইনের দরজা খুলে গেছে এবং বারান্দায় বেরিয়ে এল জো জিপার্স।

কিশোরদের ক্লাসে ভর্তি হয়েছে জো, কিন্তু ও আর সব ফোর্থ গ্রেডারের মত নয়। খুব লম্বা, এতটাই যে ওর জিন্স গোড়ালি ছোঁয় না। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের দানবের মত ছাঁট ওর মাথার চুলের।

জো ম্যানর ইনের সদর দরজা বন্ধ করার আগ মুহূর্তে, ওর বিড়াল স্পুকি দু'পায়ের ফাঁক গলে ছুটে বেরিয়ে এল। উন্মাদের মত এদিক-সেদিক দৌড়চ্ছে। দেখে মনে হলো দুধের বদলে কফি পান করেছে। বারান্দার রেলিঙে লাফিয়ে উঠল। কিশোর আর ডনকে দেখা মাত্র পিঠ বাঁকিয়ে হিসিয়ে উঠল। পরমুহূর্তেই বারান্দা থেকে লাফিয়ে নেমে বাড়ি ঘুরে ছুটে গেল।

কিশোর আর ডনের উদ্দেশে হাত নাড়ল জো। তারপর তুষার মাড়িয়ে কিশোরের তুষারমানবের সামনে এসে দাঁড়াল।

'কী এটা?' প্রশ্ন করল।

কিশোর ওর তুষারমানবটার পেটে হাত বুলাল।

'এটা আমার নতুন সৃষ্টি,' বলল ও। 'ডনের ধারণা এটা একটা দানো।'

জো তুষারমানবটাকে খুঁটিয়ে দেখে শেষমেশ মাথা ঝাঁকাল।

'না, এরকম চেহারার কাউকে আমি চিনি না। তবে এটা চমৎকার

চেহারার এক তুষারমানব।'

'আমিও তো তাই বলছি, কিন্তু ডন তো একটা পাগল।' বলে হেসে উঠল কিশোর।

'মোটেই না,' প্রতিবাদ জানাল ডন।

'অবশ্যই,' বলে চোখ ঘুরিয়ে জোর দিকে চাইল কিশোর। 'ওর এমনকী ধারণা, কাল রাতে তোমাদের বাড়ির ব্যাকইয়ার্ড থেকে অদ্ভুত সব শব্দ শুনেছে।'

জো মাথা নাড়ল।

'কই, আমি তো কিছুই শুনিনি।'

'শুধু ডন শুনেছে। ওর মাথায় গোলমাল আছে কিনা।' বলল কিশোর।

'কথাটা ফিরিয়ে নাও। নইলে,' বলল ডন।

'নইলে কী?'

ডন জবাব দিল না। কেননা ঠিক এসময় কিশোরের মাথার পিছনে এসে লাগল তুষারের এক গোলা।

'সাবাস!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'যুদ্ধ শুরু হলো! তুষার গোলার যুদ্ধ!' পাল্টা চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

কিশোর মুসার উদ্দেশে বল ছোঁড়ার আগেই ডন ওর বাহু চেপে ধরল।

'শশশ! কীসের যেন শব্দ শুনলাম।'

এক টানে বাহু ছাড়িয়ে নিল কিশোর।

'ওসব পুরানো বুদ্ধিতে কাজ হবে না। তুমি আসলে মুসাকে পালানোর সুযোগ দিতে চাইছ।'

'না, সত্যিই আমি অদ্ভুত একটা শব্দ শুনেছি।'

'আমিও শুনেছি,' জানাল মুসা। 'জিপার্সদের ব্যাকইয়ার্ড থেকে আসছে।'

ওরা তিনজন জোর দিকে তাকাল। মাথা নাড়ল জো।

'কই, আমি তো সেরকম কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।'

কিশোর ঠায় দাঁড়িয়ে কান পাতল।

'তোমরা মনে হয় ঠিকই বলেছ।'

'স্পুকির মনে হয় কোন বিপদ হয়েছে,' আশঙ্কা করল ডন।

'জানার একটাই উপায়,' কিশোর বলল। কারও জন্য অপেক্ষা না করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল ও জিপার্স ম্যানর ইনের উদ্দেশে। ও যা খুঁজে পেল সেটা লোমশ, তবে মোটেই বিড়াল নয়।

দুই

ইতোমধ্যে রবিনও চলে এসেছে।

জো, ডন, মুসা আর রবিন বাড়িটার কোনা ঘুরল। বিশাল এক লোমশ জানোয়ারকে বারান্দার কাছে জমে থাকা তুষারে থাবা মারতে দেখল ওরা। ছেঁড়া জিন্স আর প্লেইড শার্ট পরা না থাকলে ওটাকে মানুষ বলে চেনা কঠিন হত। মনে হত কোন নেকড়ে বুঝি হাড়-টাড় লুকাচ্ছে।

মৃদু হাসল জো।

'ও আমার খালাতো ভাই। ওর ডাক নাম উলফি। কালকে এসেছে ট্রান্সিলভেনিয়া থেকে। ও জিপার্স ম্যানর ইনের প্রথম মেহমান।' ভাইয়ের পিঠ চাপড়ে দিল ও।

উলফি ওদের দিকে সরাসরি চাইলে সভয়ে ঢোক গিলল মুসা, রবিন আঁতকে উঠল, আর ডন এক পা পিছু হটল।

জো দেখতে অন্যরকম হলেও ওর সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে ছেলেরা। কিন্তু উলফিকে তো ওরা এই প্রথম দেখল। উলফি জো-র

চাইতে এক মাথা উঁচু, আর বেশ কয়েক বছরের বড়। এরকম লোমশ মানুষ সামার ক্যাম্পের মি. উলফারের পর এই প্রথম দেখল ওরা। ছেলেটির ঘন বাদামী চুল নেমে এসেছে কপাল অবধি, কিন্তু এতেই শেষ নয়। আঙুলের গাঁটেও লোম গজিয়েছে ওর। শার্টের হাতার নীচ দিয়ে চুল উঁকি মারছে দেখতে পেল ডন। জিন্সের নীচে এবং পায়ের খালি পাতা দুটোও ঘন লোমে ছাওয়া।

উলফি হাসল, ফলে বেরিয়ে পড়ল হলদেটে শ্বদন্ত।

'জোর বন্ধুদের দেখে খুশি হলাম,' বলল ও। ওর কণ্ঠস্বর রুক্ষ। গর্জনের মত শোনাল।

'আমরা একটা শব্দ শুনে ভেবেছিলাম স্পুকির কোন বিপদ-আপদ হলো কিনা,' বলল ডন।

মুসার মনে হলো খেঁকিয়ে উঠল উলফি। এবার হাসল ও। যদিও সেটাকে হাসি বলা যায় কিনা সন্দেহ। বরঞ্চ গর্জন বলা যেতে পারে।

'আমি জোর বিড়ালটাকে দেখিনি। দেখলে জানতে পারতে।' ঠোঁট চাটল উলফি। 'এখানে তো করার কিছু নেই, বিড়ালটার জন্যে শিকার ধরে দিতে খারাপ লাগবে না আমার।'

হাসল কিশোর।

'তুষারগোলার একটা যুদ্ধ হয়ে গেলে কেমন হয়?' প্রশ্ন করল।

মুসা, রবিন আর ডন এক দিকে। কিশোর, জো আর উলফি আরেক দিকে। শুরু হলো লড়াই।

'এই নাও,' বলে কিশোরের মুখে এক মুঠো তুষার ছুঁড়ে মারল মুসা।

তুষার কুড়িয়ে নিতে ছুটল কিশোর।

'যুদ্ধ!' চেঁচাল জো আর উলফির উদ্দেশে।

জো আর কিশোর কয়েক ডজন গোলা ছুঁড়ল প্রতিপক্ষের উদ্দেশে, কিন্তু উলফি স্রেফ যেন এক যন্ত্র। তুষারে লাফিয়ে পড়ে অনবরত গোলা ছুঁড়ে চলেছে। যতবারই লাগাতে পারছে, মাথাটাকে পিছনে

হেলিয়ে মহা আনন্দে গর্জন ছাড়ছে। এভাবে অনেকবারই গর্জাল ও। আত্মা শুকিয়ে গেল ডনের।

ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গোলা বানানো সম্ভব হচ্ছে না রবিন, মুসাদের পক্ষে। হার ওদের নিশ্চিত। মুসা সন্ধি করতে যাবে, এসময় এক তুষারগোলা ওর উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে জো-র চ্যাপ্টা মাথায় পড়ল। আরেকটা গিয়ে লাগল কিশোরের বাহুতে। প্রতিপক্ষের উদ্দেশে মিসাইলের মত উড়ে গেল আরও তিনটে গোলা।

'সাবধান!' চেঁচাল কিশোর। 'বিদেশী শত্রুর আক্রমণ!'

তিন

জো-র বাবা-মা মিস্টার ও মিসেস জিপার্স উদয় হয়েছেন মুসাদের পাশে।

'সাহায্য লাগবে?' মি. জিপার্স জিজ্ঞেস করলেন।

মুসা মাথা নেড়ে সায় জানাতেই জো-কে লক্ষ্য করে গোলা ছুঁড়লেন মিসেস জিপার্স। মি. জিপার্স মৃদু হাসতেই ঝিকিয়ে উঠল চোখা-চোখা দাঁত। উলফির উদ্দেশে গোলা ছুঁড়ে মারলেন তিনি। ডন মি. জিপার্সের দাঁত দেখে শিউরে উঠল। কিন্তু যুদ্ধে জিততে শুরু করতেই ও কথা বেমালুম ভুলে গেল।

'ওঁরা আমাদেরকে খতম করে দিচ্ছেন!' কিশোর চেঁচাল জো-র উদ্দেশে। প্রবল আক্রমণের মুখে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে কিশোরের দল। 'কারও বাবা-মাকে এভাবে তুষারযুদ্ধ করতে দেখিনি।'

মুচকি হাসল জো।

'দারুণ দেখাচ্ছে ওরা, কী বলো?'

কিশোর হাসতে পারল না।

এভাবে দু'দলে গোলা ছোঁড়াছুঁড়ি চলছে, হঠাৎই উলফির ছোঁড়া এক গোলা এসে লাগল মিসেস জিপার্সের মুখে।

'আর না, বাবা!' চেঁচিয়ে উঠলেন ভদ্রমহিলা।

কিশোর, জো আর উলফি দৌড়ে গেল তাঁর কাছে।

'জুলি আন্টি, তোমার লাগেনি তো?' উলফি জিজ্ঞেস করল।

জুলি জিপার্স মাথা নেড়ে ফ্যাকাসে মুখ থেকে তুষার ঝাড়লেন।

'কিছু হয়নি,' ছেলে-মেয়েদের উদ্দেশে বললেন তিনি। 'আমার মনে হয় তোদের খিদে পেয়েছে। বাছুরের কলজে খাবি? এমনভাবে রেঁধেছি না, বেশ একটা কাঁচা মাংসের স্বাদ পাবি।'

'খাব না মানে?' চেঁচিয়ে উঠে ঠোঁট চাটল উলফি।

গুড়-গুড় করে উঠল ডনের পেটের ভিতরে। এমনকী মুসাও মাথা নাড়ল।

'না, আন্টি। আমি বরং বাসায় গিয়ে সায়েন্স প্রজেক্টটা নিয়ে বসি,' বলল ও।

'আমিও,' ঝটপট যোগ করল রবিন।

'আমি মুসাকে সাহায্য করব কথা দিয়েছি,' যোগ করল কিশোর। একটু পরে মিস্টার ও মিসেস জিপার্স ম্যানর ইনের ভিতরে ঢুকে পড়লেন।

'হোমওয়ার্ক কখন ধরবে?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'ধরব একসময়। আসলে কাঁচা মাংস খেতে ইচ্ছে করল না বলে গেলাম না।'

'আমি খেয়েই সায়েন্স প্রজেক্ট নিয়ে বসব,' জানাল জো। 'উলফি বলেছে আমাকে হেল্প করবে।'

খানিক পরে, জো আর উলফি ইনের ভিতরে চলে গেল।

মুসা কিশোরের বাহুতে তর্জনী দিয়ে গুঁতো দিল।

'খাইছে, সায়েন্স প্রজেক্টের কাজটা ফেলে রাখা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। সোমবার জমা দেয়ার কথা।'

কাজেই কিশোরের বাসার উদ্দেশে রওনা হলো ওরা।

'উলফিকে দেখে বাবার জুতোর ব্রাশটার কথা মনে হচ্ছিল। মানুষের এত লোমও হয়!' বলল রবিন।

'ওদের বংশের মধ্যেই হয়তো এ জিনিস আছে,' বলল কিশোর। 'বেচারীর কী দোষ!'

'হয়তো,' বলল মুসা। 'ও যদি লোমশ দানোদের বংশধর হয় এবং তারা যদি কাঁচা মাংস খায় আর নেকড়ের মত ডাক ছাড়ে তবে কার কী বলার আছে।'

'মুসা ভাই ঠিকই–' বলতে শুরু করেছিল ডন।

কিন্তু ওর কথা থেমে গেল রক্তহিম করা গর্জনের শব্দে।

চার

মুসার কাছ ঘেঁষে এল ডন।

'খাইছে, নেকড়ের গর্জন!' মুসা বলল ফিসফিস করে।

ওর কথা শুনে হেসে উঠল কিশোর।

'রকি বীচে কোন নেকড়ে নেই,' বলল ও।

মাথা নাড়ল মুসা।

'আমি সাধারণ কোন নেকড়ের কথা বলছি না। মায়ানেকড়ের কথা বলছি। আর তার নাম উলফি।'

'তুমি খামোকা ভয় পাচ্ছ,' মুসা। মায়ানেকড়ে বলে কিছু নেই। ওসব শুধু সিনেমায় আর গল্পে থাকে,' বলল রবিন।

কিশোর তুষারের এক গোলা ছুঁড়ে দিল মুসার দিকে। গোপ্তা খেয়ে সরে গেল মুসা। ঝটপট মুঠো ভর্তি তুষার নিয়ে পাল্টা ছুঁড়ল কিশোরকে লক্ষ্য করে। সোজা মাথায় গিয়ে লাগল ওর।

'দাঁড়াও, তোমাদেরকে আবারও লড়াইয়ের জন্যে চ্যালেঞ্জ করব আমরা,' বলল কিশোর।

'আমরা মানে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'আমি, জো আর উলফি।' গটগট করে ম্যানর ইনের সদর দরজার কাছে চলে গেল কিশোর।

'খাইছে, ভিতরে ঢুকো না,' সতর্ক করল মুসা। 'কাঁচা মাংস খেয়ে উলফির খিদেটা হয়তো চেগিয়ে উঠেছে। কড়মড় করে তোমার হাড় চিবিয়ে খাবে।'

ওর কথা কানে তুলল না কিশোর। দরজায় নক করল।

মি. জিপার্স সাড়া দিয়ে ওকে ভিতরে ঢুকতে দিলেন। ডনের চোখে ওঁর লম্বা আলখিল্লাটাকে দেখাল ঠিক ড্রাকুলার পোশাকের মত।

'উলফি যদি সত্যি সত্যি মায়ানেকড়ে হয় তবে কিশোর ভাইয়ের বিপদ হতে পারে,' শিউরে উঠে বলল ও। 'মুসা ভাই, রবিন ভাই, চলো আমরাও যাই।'

'তোমাদেরকে আবারও দেখতে পেয়ে খুশি হলাম,' ট্র্যানসিলভেনিয়ান উচ্চারণে বললেন মি. জিপার্স। দরজটা পুরোপুরি খুলে গেল ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ করে। 'এসো, ভেতরে এসো।'

মি. জিপার্সের গলার গাঢ় লাল বোতামটাকে বড় এক ফোঁ রক্তের মত লাগছে। গায়ের চামড়া তুষারের মত ফ্যাকাসে। কা আলখিল্লার কারণে ঢাকা পড়েছে দু'পায়ের পাতা। ওদেরকে পিছনে নিয়ে ম্যানর ইনের গভীর অন্ধকারে ঢুকে গেলেন তিনি। ডনের মনে হলো ভদ্রলোক হাঁটছেন না, ভেসে চলেছেন।

লিভিংরুমের দোরগোড়ায় থমকে দাঁড়ালেন মি. জিপার্স। দেয়ালগুলো রক্ত লাল। এক কোণে প্রাচীন এক অর্গ্যান। চারদিকে পুরু ধুলোর আস্তরণ।

'তোমরা বসো। আমি তোমাদের জন্যে বিশেষ এক স্ন্যাকের

ব্যবস্থা করছি।' মি. জিপার্স ভেলভেটের কাউচটার দিকে আঙুল নির্দেশ করলেন। ওটার পায়াগুলোকে নখরসমৃদ্ধ থাবার মত দেখাচ্ছে।

মাথা নাড়ল মুসা।

'আমরা কিশোরকে নিয়েই চলে যাব।'

মাথা ঝাঁকালেন মি. জিপার্স।

'ও গেছে জো আর উলফিকে খুঁজতে।'

'আমরা কি ওকে খুঁজে দেখতে পারি?' জিজ্ঞেস করল নথি।

'নিশ্চয়ই,' বললেন মি. জিপার্স। 'কিন্তু... সাবধান।'

'কেন, সাবধান বলছেন কেন?' প্রশ্ন করল ডন। কিন্তু ভদ্রলোক ততক্ষণে অন্ধকার হলওয়ে ধরে উধাও হয়ে গেছেন।

'খাইছে, এ বাড়িতে ঢুকে আমার ভয়-ভয় করছে,' রবিনকে বলল মুসা।

'আমার মনে হচ্ছে কোনা থেকে এই বুঝি কিছু একটা ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার ওপর,' বলল রবিন।

'জলদি চলো। দেরি করলে কিশোর ভাইয়ের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে,' তাগিদ দিল ডন।

হল ধরে পা বাড়াল ওরা তিনজন। কোনা থেকে মাকড়সার ঝুল ঝুলছে। লম্বা হলের শেষ মাথার দরজাটা বন্ধ।

রবিন আঙুল ইশারা করল।

'কিশোর নিশ্চয়ই ওখানে আছে।'

'যদি না থাকে? উলফি যদি ওখানে আমাদের জন্যে ওত পেতে থাকে?' সভয়ে বলল মুসা।

গভীর শ্বাস টানল রবিন।

'দৌড় দেয়ার জন্যে তৈরি থেকো।'

একটু-একটু করে এগিয়ে চলল ওরা আঁধার হলওয়ে ধরে।

মাঝামাঝি পেরিয়েছে, এমনিসময় অন্ধকারাচ্ছন্ন এক দোরগোড়া

থেকে বেরিয়ে এসে মুসা আর রবিনের কাঁধ চেপে ধরল একজোড়া হাত।

পাঁচ

চিৎকার করতে যাচ্ছিল ডন, কিন্তু একটা হাত ওর মুখ চেপে ধরল।

'শশশ, ওরা শুনে ফেলবে,' সতর্ক করল একটি কণ্ঠ।

'কিশোর ভাই, তুমি এখানে? যা ভয় পেয়েছিলাম।'

'জিপার্স ম্যানর ইনে লুকিয়ে থাকা ঠিক না,' বলল নথি।

মুসা আর রবিনকে এক পাশে টেনে নিয়ে এল কিশোর।

'আমি লুকাইনি। চারধারে নজর রাখছিলাম। একটা জিনিস দেখেছি...ভীষণ অস্বাভাবিক।'

'খাইছে, উলফি কি মায়ানেকড়ে হয়ে গেছে নাকি?' মুসার প্রশ্ন।

মাথা নাড়ল কিশোর।

'আমি জো কিংবা উলফিকে এখনও দেখতে পাইনি। কিন্তু জুলি জিপার্সকে দেখেছি। কী যেন করছেন উনি। এসো আমার সাথে।'

'কেউ যদি কিছু বলে?' প্রশ্ন তুলল ডন।

'কেউ দেখবে না।' বন্ধ এক দরজার সামনে থেমে দাঁড়াল কিশোর।

দরজার তলা দিয়ে ধূসর কুয়াশা চুইয়ে বেরোচ্ছে। মুসার নাকে গন্ধটা কটন ক্যান্ডির মত লাগল।

'গন্ধটা চমৎকার,' বলল ও।

'দেখো,' বলে আস্তে করে ডোর নব ঘুরাল কিশোর। ওরা চারজন গাদাগাদি করে উঁকি দিল জুলি জিপার্সের ল্যাবোরেটরিতে। ভদ্রমহিলা ফ্যাটস, অর্থাৎ ফেডারেল অ্যারোনটিকস টেকনোলজি স্টেশনের

বিজ্ঞানী। ম্যানর ইনে ওঁর ল্যাবোরেটরি আছে জানত ছেলে-মেয়েরা, কিন্তু কখনও কাজ করতে দেখেনি।

লম্বা, কালো এক কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে জুলি জিপার্স। কাউন্টারটিতে টেস্টটিউব আর বিকার ঠাসা। কয়েকটা কাঁচের পাত্রে সবুজ তরল, দু'একটা থেকে বুদ্বুদ্ উঠছে, আর তিনটে থেকে বেরোচ্ছে ধোঁয়া। জুলির সেদিকে কোনও নজর নেই। একটা কাগজে বিজিবিজি করে কী যেন টুকছেন। এবার এক চামচ মাখনের মত সাদা জিনিস তুলে নিয়ে ধাতব এক পাত্রে রাখলেন।

'ভাল করে দেখো,' ফিসফিস করে বলল কিশোর।

জুলি একটা সুইচ টিপতেই ঘুরে গেল পাত্রটা। আস্তে, তারপর বনবন করে ঘুরতে লাগল ওটা। এক সময় অস্পষ্ট হয়ে গেল, এতটাই জোরে ঘুরছে।

'কী করছেন উনি?' প্রশ্ন করল ডন।

'কে জানে,' বলল রবিন। আস্তে করে দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

'খাইছে, আমার মনে হয় উনি মায়ানেকড়ের প্রতিষেধক বানাচ্ছেন,' বলল মুসা।

'আবার শুরু হয়ে গেল,' বিরক্ত হয়ে বলল কিশোর।

মুসা কিছু বলতে যাবে, এসময় টিক করে এক শব্দ হলো। শুনে মনে হলো কাঠের মেঝের উপর দিয়ে দানবীয় নখরসমৃদ্ধ থাবা এগিয়ে আসছে। এবং আসছে ঠিক ওদের উদ্দেশেই।

ছয়

আঁতকে উঠল ওরা।

'কী ব্যাপার? তোমরা?' প্রশ্ন করল জো। ওর পাশে উলফি।

'তোমাদের মুখ ফ্যাকাসে কেন?' জিজ্ঞেস করল উলফি।

মুসা লক্ষ করল উলফির পায়ে জুতো নেই। পা জোড়া ঘন কালো লোমে ছাওয়া। পায়ে লম্বা, লম্বা, ময়লা নখ।

'আমরা আসলে সায়েন্স প্রজেক্টের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছিলাম,' জানাল রবিন।

'আমি কাজ শুরু করে দিয়েছি,' বলল জো।

চোখ ঘুরাল কিশোর।

'আমি জমা দেয়ার আগের রাতে করব।'

'খাইছে, এখনও কাজ শুরু করোনি?' মুসা প্রশ্ন করল। 'আমি তো দু'সপ্তা আগেই রিসার্চ শুরু করেছি। চাঁদের বিভিন্ন অবস্থা নিয়ে কাজ করছি আমি।'

লম্বা নখ দিয়ে চিবুক চুলকাল উলফি।

'চাঁদের ব্যাপারে আমি অনেক কিছু জানি। রোজ রাতে চাঁদ স্টাডি করি আমি। তোমাকে হয়তো সাহায্য করতে পারব।'

'দারুণ হবে!' বলে উঠল জো। 'তোমার প্রজেক্টটা এখানে নিয়ে আসলে আমরা সবাই মিলে কাজ করতে পারি।'

'কিন্তু কিশোর তো এখনও কাজ শুরু করেনি,' বলল মুসা।

'আমরা ওকে আইডিয়া দিয়ে সাহায্য করতে পারি,' জানাল জো।

'ঠিক আছে!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

ডন চুপ করে আছে। ধূসর কুয়াশা চুইয়ে বেরোচ্ছে মিসেস জিপার্সের দরজার তলা দিয়ে। ওর দৃষ্টি সেদিকে।

'আমার কেমন জানি ভয়-ভয় লাগছে, কিশোর ভাই,' বলল ও।

সাত

মুসা আর রবিন রাস্তা ধরে হন্তদন্ত হয়ে এগোচ্ছে। মুসার হাতে চাঁদ বিষয়ের পোস্টার। রবিন মুখ তুলে জিপার্স ম্যানর ইনের দিকে চাইল। ডন ওদের সঙ্গে আসেনি। ওকে বাসায় রেখে এসেছে মুসা আর রবিন।

'কিশোরের আশা করি কোন ক্ষতি হবে না ওখানে,' বলল রবিন।

'খাইছে, ওর মোজার গন্ধ শুঁকলে যে কোনও মায়ানেকড়ে অসুস্থ হয়ে পড়বে। চিন্তার কোন কারণ নেই।'

হেসে ফেলল রবিন।

একটু পরে, ওরা এক ট্রাককে ডেডম্যান স্ট্রীট ধরে ধীর গতিতে এগোতে দেখল। নীল কালিতে ওটার এক পাশে "রকি বীচ এনিমেল কন্ট্রোল" লেখা। ম্যানর ইনের সামনে থমকে দাঁড়াল ট্রাকটা।

দুটো লোক লাফিয়ে নামল ট্রাক থেকে। একজনের হাতে একটা নেট। আরেকজনের হাতে ল্যাম্পের মত দেখতে এক লাঠি।

'গুড আফটারনুন, বয়েয। আমরা একটা বুনো জন্তুকে খুঁজছি। তোমরা দেখেছ-টেখেছ নাকি?' এক লোক চেঁচিয়ে জানতে চাইল।

ট্রাকের কাছে হেঁটে গেল মুসা আর রবিন।

'কী ধরনের জন্তু?' রবিনের প্রশ্ন।

নেট হাতে লোকটা দেঁতো হাসল।

'একজন রিপোর্ট করেছে। তার ধারণা, কাল রাতে এখানে নেকড়ে ডেকেছে, তোমরা বড়সড় কোনও নেকড়ে দেখেছ নাকি?'

'না তো,' ধীর গলায় বলল মুসা।

লাঠিওয়ালা মাথা ঝাঁকাল।

'জানি কিছুই পাব না। রকি বীচে নেকড়ে আসবে কোত্থেকে?' হেসে উঠল দু'জনেই।

এ সময় স্পুকি ম্যানর ইনের কোনা ঘুরে ছিটকে বেরিয়ে এল। লোক দুটোর কাছে এসে হড়কে থেমে গেল, পিঠ বাঁকিয়ে ফেলেছে। কান দুটো মাথার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে হিসিয়ে উঠল। এবার বারান্দায় লাফিয়ে উঠে এক জানালা গলে সুট করে সেঁধিয়ে পড়ল।

'বিড়ালটাকে নেকড়ে বাঘে তাড়া করল নাকি?' জালওয়ালা রসিকতার সুরে বলল।

অপর লোকটি ট্রাকে ছুঁড়ে ফেলল লাঠিটা।

'এখানে ওই পাগলা বিড়ালটা ছাড়া আর কিছু নেই।'

'তোমরা চিন্তা কোরো না,' ছেলেদের উদ্দেশে বলল জালওয়ালা। 'কেউ কমপ্লেইন করলেই আমরা চলে আসব। আশপাশে নেকড়ে থেকে থাকলে ধরা পড়বে!'

ট্রাকে উঠে সগর্জনে চলে গেল তারা।

পরস্পর মুখ তাকাতাকি করল মুসা আর রবিন। এবার দু'জনেই ধীরে ধীরে ঘুরে চাইল জিপার্স ম্যানর ইনের দিকে।

আট

'আমাদের একটা কিছু করতে হবে,' রবিনকে বলল মুসা। জিপার্সদের ফ্রন্ট ওয়ক ধরে হাঁটছে ওরা। 'ওই লোক দুটো নেকড়ের কথা বলছিল। নেকড়েটা কে জানা আছে আমার।'

এসময় মাথার উপর থেকে হুঙ্কার ভেসে এলে লাফিয়ে উঠল ওরা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে উলফি। কটমট করে ওদের দিকে চেয়ে।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, অথচ ওর গায়ে কোট নেই। এখনও খালি পা। শিউরে উঠল মুসা। পায়ে লোমের পরিমাণ আরও বেড়েছে উলফির।

'কী, কোন সমস্যা হয়েছে নাকি?' জিজ্ঞেস করল উলফি।

'আমরা সায়েন্স প্রজেক্টটা নিয়ে আলাপ করছিলাম,' মিথ্যে বলল মুসা।

মৃদু হাসি ফুটল উলফির ঠোঁটে।

'আমি তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছি। আমার তর সইছে না। এসো আমার পেছন পেছন,' বলে দরজা দিয়ে উধাও হয়ে গেল।

মুসা আর রবিন বারান্দায় উঠল।

'ভিতরে যেতে ইচ্ছে করছে না। উলফি যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের ওপর?' ফিসফিস করে বলল রবিন।

'মায়ানেকড়েরা শুধু রাতের বেলা মানুষ খায়। পূর্ণিমার রাতে। আমাদের ভয়ের কারণ নেই।' পোস্টারটা তুলে ধরল মুসা। 'আমার পোস্টারেই বলছে কাল রাতে পূর্ণিমা।'

শেষমেশ জো-র বেডরুমে গিয়ে ঢুকল ওরা। কিশোর অপেক্ষা করছিল ওদের জন্য।

জো-র বেডরুমের ভিতরে কালিগোলা অন্ধকার, যদিও বাইরে দিনের ঝকঝকে আলো। এর কারণ ছাদ আর দেয়ালগুলো কালো রঙ করা। চকচকে ধাতব এক টেবিল এক দেয়ালের গায়ে ঠেকিয়ে রাখা, আর ছাদ থেকে জড়াজড়ি করে নেমে এসেছে একগাদা বড়সড় তার। জো-র ঘরে বিছানা নেই। এক খটখটে কাঠের চৌকির উপর কালো ব্ল্যাঙ্কেট আর বালিশের স্তূপ।

ধাতব টেবিলটার দিকে আঙুল নির্দেশ করল কিশোর।

'জো-র প্রজেক্ট দেখলে চমকে যাবে,' বলল বন্ধুদেরকে।

তিনটে কাঁচের বাক্স দেখতে পেল ওরা। ভিতরে জাল বুনছে প্রকাণ্ড তিনটে লোমশ মাকড়সা।

'আলাদা জাতের মাকড়সার তৈরি জালের প্যাটার্ন স্টাডি করছি

আমি,' ব্যাখ্যা করল জো। মুসা পোস্টারটা জো-র প্রজেক্টের পাশে রেখে পিছিয়ে গেল।

'এরা কামড়াবে না তো?' প্রশ্ন করল রবিন।

মাকড়সাগুলোর দিকে চাইল জো।

'এলভিরা, উইনিফ্রেড আর মিনার্ভা কারও ক্ষতি করবে না।'

'এদের নামও রেখেছ নাকি?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

চোখ টিপল জো।

'বাহ, তোমরা হলে রাখতে না?'

'তোমরা অনেক এগিয়ে গেছ। আমার প্রজেক্টটা মনে হয় আর কমপ্লিট হবে না,' বলল কিশোর।

'তোমার অনেক আগেই শুরু করা উচিত ছিল,' জ্ঞান দিল নথি।

'তুমি আজকের রাতটা বরং থেকে যাও,' প্রস্তাব করল উলফি। 'তা হলে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব। থাকার ঘরের কিন্তু কোনও সমস্যা নেই।'

মুসা শিউরে উঠল, রবিন ঢোক গিলল, কিন্তু কিশোর হেসে ফেলল।

'তবে তো কথাই নেই। আমার মাথায় চমৎকার এক আইডিয়া এসেছে। আমি জো-র মাকে বলব আমাকে সাহায্য করতে।'

জো মাথা নাড়ল।

'মার ওপর ভরসা কোরো না। মার এক্সপেরিমেন্ট অনেক সময়ই উল্টো ফল দেয়।'

'তা ছাড়া প্রজেক্টটা তোমার নিজের করা উচিত,' বলল রবিন।

'আমি তোমাকে হেল্প করব,' কথা দিল উলফি।

'আমরা সবাই সবাইকে হেল্প করব,' বলল জো। 'বাবাকে জিজ্ঞেস করে দেখি সবাই থাকতে পারবে কিনা।'

জো আর উলফি কামরা ত্যাগ করতেই কিশোরের বাহু চেপে ধরল মুসা।

'খাইছে, তুমি কি সত্যি সত্যি রাতে এখানে থাকবে নাকি?'

'শুধু আমি কেন, তোমরাও থাকবে।'

'আমার আপত্তি নেই,' জানাল রবিন।

'খাইছে, আমি, বাবা, একটা মায়ানেকড়ের সাথে রাতে থাকতে পারব না,' সাফ জানিয়ে দিল মুসা।

'উলফি মোটেই মায়ানেকড়ে নয়,' বলল কিশোর।

'তা হলে এনিমেল কন্ট্রোল এখানে নেকড়ে খুঁজছিল কেন?' প্রশ্ন করল মুসা। গোটা ঘটনা খুলে বলল কিশোরকে। 'এর পরেও এখানে থাকবে?'

'আজ রাতে উলফির ঘরেই থাকব আমি। প্রমাণ করে দেব, ও মায়ানেকড়ে নয়। স্রেফ ট্র্যানসিলভেনিয়া থেকে আসা এক টীন এজার, যার গায়ে প্রচুর লোম।'

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা।

নয়

রাতে বাসায় গিয়ে খেয়ে, অনুমতি নিয়ে আবারও জিপার্স ম্যানর ইনে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা।

'আমি মনে মনে চাইছিলাম মা যাতে রাজি না হয়,' বলল মুসা।

কিশোর ভারী ডোর নকারটা তুলে মাথা ঝাঁকাল।

'তোমরা খামোকা ভয় পাচ্ছ। দেখবে এক্সাইটিং সময় কাটবে আমাদের,' বলল ও।

'বেঁচে থাকলেই হয়,' বলল মুসা।

এসময় প্রকাণ্ড কাঠের দরজাটা ককিয়ে উঠে খুলে গেল। জো ওদেরকে ভিতরে নিয়ে এল।

অনেক রাত অবধি জেগে প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করল ওরা। জো সযত্নে মাকড়সা তিনটের বোনা জালের ছবি আঁকল। উলফি মুসা আর রবিনকে চাঁদের বিভিন্ন অবস্থার বিবরণ সহ এক ক্যালেণ্ডার বানাতে সাহায্য করল।

'আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে,' কিশোরের উদ্দেশে বলল উলফি। হলদে শ্বদন্ত বের করে হাসল।

'কী?' সোৎসাহে প্রশ্ন করল কিশোর।

মাথাটাকে পিছনে ঝাঁকিয়ে সগর্জন হাসি হাসল উলফি।

'আমার কাছে মুরগির কিছু হাড় আছে। তুমি সেগুলোকে জোড়া দিয়ে মুরগির কঙ্কাল বানাতে পারো,' বলল ও।

'কোথায় পেয়েছ হাড়গুলো?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

মৃদু হেসে ঠোঁট চাটল উলফি।

'জোগাড় করেছি। কিশোর ইচ্ছা করলে হাড়গুলোতে লেবেল লাগিয়ে এমনকী একটা পোস্টারও বানাতে পারে। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখানোর জন্যে।'

'তুমি আমাকে হেল্প করবে?' কিশোর প্রশ্ন করল।

'নিশ্চয়ই। এখুনি শুরু করব আমরা,' বলল উলফি।

তড়িঘড়ি ঘর ছাড়ল ও, কিন্তু একটু পরেই কাঁচের এক পাত্র নিয়ে ফিরল। পাত্র ভর্তি হাড়। মেঝেতে ঢেলে দিল ওগুলো। কিশোরকে যখন হাড়গুলো আলাদা করতে সাহায্য করছে তখন উলফির পেট ডেকে উঠল।

কিশোর আর উলফি অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করল। শেষমেশ হাই তুলল কিশোর।

'ভীষণ ঘুম পাচ্ছে,' বলল ও।

উলফি কিন্তু এতটুকু ক্লান্ত হয়নি। চৌকিতে উঠে জো আর কিশোর শুয়ে পড়লেও টুঁ শব্দটা করল না উলফি।

পাশের কামরায় লোহার খাটে শুয়েছে মুসা আর রবিন। কিন্তু

চোখে এক ফোঁটা ঘুম নেই ওদের। প্রথমে মনে হলো, চিলেকোঠায় বুঝি শিকলের ঝনঝন শব্দ হলো। তারপর সজোরে দরজা লাগানোর মত শব্দ উঠল। জিপার্সদের উঠনে মরা গাছের ডাল-পালার ফাঁক-ফোকর দিয়ে চাবুক হেনে বয়ে যাচ্ছে বাতাস।

কানে বালিশ চাপা দিল মুসা, কিন্তু তাতে লাভ হলো না। বাতাসের গতি জোরাল হয়েছে। ওর মনে হলো বাতাসের পাশাপাশি আরেকটা কী যেন শব্দ শুনেছে।

'আহহহ-ইউউউউ।'

'শুনলে?' ফিসফিস করে বলল মুসা।

'বাতাসের শব্দ,' রবিন জবাব দিলেও অতটা নিশ্চিত হতে পারল না।

'আহহহ-ইউউউউ!'

উঠে বসল মুসা।

'আবার,' বলল ফিসফিস করে।

মাথা ঝাঁকাল রবিন।

'আমিও শুনেছি।'

'আহহহ-ইউউউউ। আহহহ-ইউউউউ। আহহ-ইউউউউ।'

রবিনের হাত চেপে ধরল মুসা।

'খাইছে, বাইরে কীসে যেন গর্জাচ্ছে।'

'চলো দেখা যাক,' বলে এক লাফে বিছানা থেকে নেমে পড়ল নথি। উঁকি দিল জানালা দিয়ে। মাঝরাত প্রায়, কিন্তু জিপার্সদের পিছনের উঠনে চাঁদের আলোর বন্যা বয়ে যাচ্ছে।

'খাইছে, পুরানো শেডটার ওপরে তাকাও,' হিসিয়ে উঠল মুসা।

সভয়ে ঢোক গিলল রবিন। প্রকাণ্ড এক জানোয়ার শেডের ছাদে দাঁড়িয়ে। কুকুরের চাইতেও আকারে বড়। জানোয়ারটা চাঁদের দিকে মাথা তুলে বিষাদকাতর গর্জন ছাড়ল।

'ভয়ানক বিপদে পড়ে গেছি আমরা। ওটা একটা মায়ানেকড়ে।

পূর্ণিমার চাঁদের দিকে চেয়ে ডাকছে,' গলা খাদে নামিয়ে বলল রবিন।

'এটা পূর্ণিমার চাঁদ নয়। পূর্ণিমা কাল। সেজন্যেই বোধহয় গর্জাচ্ছে। ও পূর্ণিমার চাঁদ চায়,' জানাল মুসা।

'চলো, গিয়ে দেখি কিশোরের কী অবস্থা,' বলল রবিন।

ওরা গায়ে ভাল করে ব্ল্যাঙ্কেট জড়িয়ে, পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে। হলওয়ে ধরে জো-র কামরার উদ্দেশে চলেছে। রবিন ডোর নবে আলতো মোচড় দিতেই ধীরে-ধীরে খুলে গেল দরজা। মুসা সুইচ টিপে দিতে আলোকিত হয়ে গেল গোটা ঘর।

কাঠের চৌকিতে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে জো আর কিশোর। আলো জ্বলে উঠলে কিশোর উঠে বসে চোখ পিটপিট করতে লাগল।

'কী ব্যাপার? তোমরা?' চোখ ঘষে জিজ্ঞেস করল। 'কোনও সমস্যা?'

'আমরা একটা শব্দ শুনে তোমার জন্যে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছি,' ফিসফিস করে বলল রবিন।

'দুশ্চিন্তার কিছু নেই। আমরা সবাই মরার মত ঘুমোচ্ছি', জানাল কিশোর।

'তাই বুঝি? তা হলে উলফি কোথায়?' প্রশ্ন করল রবিন।

তিন গোয়েন্দা ঘরের চারধারে নজর বুলাল। জো নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে, কিন্তু উলফির ছায়াও দেখা গেল না।

ঠিক এসময় অন্ধকার এক ছায়া পড়ল কামরায়। ধীরে-ধীরে ঘুরে চাইল মুসা আর রবিন।

উলফি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। তাকে অসন্তুষ্ট দেখাচ্ছে।

দশ

পরদিন সকালে, জুলি জিপার্স বড় টেবিলটায় একটা ট্রে রাখলেন। রক্তাক্ত মাংসের স্তূপের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল তিন গোয়েন্দা।

'উমম, আমার প্রিয় নাস্তা,' বলে উঠল উলফি। বড় এক টুকরো মাংস কাঁটাচামচে গেঁথে তুলে নিল নিজের পাতে।

কিশোর চাইল উলফির দিকে।

'কাল রাতের জন্যে এখনও রেগে আছ নাকি? তুমি কিন্তু আমাকে হেল্প করবে বলেছিলে।'

উলফি মাংসে কামড় বসাল।

'না, রেগে নেই। কিন্তু তোমাদের ঘর থেকে বেরনো ঠিক হয়নি। আমি খালা-খালুকে কথা দিয়েছিলাম, তোমাদেরকে সকাল-সকাল শুতে পাঠাব।'

'আমরা দুঃখিত,' ঢোক গিলে বলল নথি।

'কিন্তু তুমিও তো বিছানায় ছিলে না,' সরাসরি উলফির চোখে চোখে চেয়ে বলল মুসা। 'কোথায় গেছিলে?'

লম্বা নখ দিয়ে দাঁত খুঁটল উলফি।

'খুব খিদে পেয়েছিল বলে খেতে গেছিলাম।'

'তারমানে শব্দটা তুমিও শুনেছ,' বলল রবিন।

'কীসের শব্দ?' জো-র জিজ্ঞাসা।

'ওদের ধারণা, ওরা গর্জন শুনেছে,' হেসে বলল কিশোর।

জো আর উলফি হাসল না। চোখ নামাল প্লেটে।

'তুমি আমাকে প্রজেক্টের কাজে সাহায্য করবে তো?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

মাথা ঝাঁকাল উলফি।

'করব।'

তিন গোয়েন্দার দিকে চেয়ে হাসলেন মি. জিপার্স।

'তোমাদের খিদে পায়নি? ডিম খাবে?'

কিশোর হাসল।

'ডিমে আপত্তি নেই আমাদের।'

হলদে কুসুম ভরা একটা পাত্র কিশোরের উদ্দেশে বাড়িয়ে ধরলেন ভদ্রলোক।

'নাও। স্ক্র্যাম্বল্‌ড্ এগ করেছি র‍্যাটল সাপের ডিম দিয়ে।'

ঢোক গিলল রবিন। মুসার মুখের চেহারা ফ্যাকাসে।

'আমার আসলে তেমন খিদে পায়নি,' জানাল কিশোর।

'আমাদের বাড়ি যেতে হবে,' বলল নথি।

'কিন্তু তোমরা তো কিছুই খেলে না। সকালের নাস্তাটা সারাদিনের মধ্যে সবচাইতে ইম্পর্ট্যান্ট,' বলল জো।

তিন গোয়েন্দা কাঁচা মাংস আর র‍্যাটল সাপের ডিমের দিকে এক ঝলক চাউনি বুলাল।

'আমরা একটু পরে খাব,' জানাল মুসা। 'আমাদের এখন বাড়ি ফেরা দরকার। রাতে থাকতে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ।'

'আমরা পরে এসে সায়েন্স প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করব,' জানাল কিশোর।

'লাঞ্চের পরে,' বলে রক্তমাখা মাংসের দিকে শেষবারের মত চাইল নথি।

তিন গোয়েন্দা বাইরে বেরিয়ে এল।

'আর কোনও সন্দেহ নেই, উলফি মায়ানেকড়ে,' বন্ধুদের উদ্দেশে

বলল মুসা।

'আমি বিশ্বাস করি না,' জোর গলায় বলল কিশোর। 'ও আমাদেরকে সাহায্য করছে। ও ভাল ছেলে।'

সায় জানাল রবিন।

'কিশোর ঠিকই বলেছে। ও তোমাকে হেল্প করেছে।'

শ্রাগ করল মুসা।

'তার কারণ ও মায়ানেকড়ে। চাঁদ আর হাড় সম্পর্কে ভাল জানে।'

'ও যা-ই হোক না কেন আমি চাই ও রকি বীচে থাকুক। ও তো কারও কোনও ক্ষতি করছে না,' বলল কিশোর।

'হ্যাঁ, উলফি আমাদের বন্ধু,' যোগ করল রবিন।

'কিন্তু লোকজন তো কমপ্লেইন করছে। ও যদি এভাবে নেকড়ের ডাক ডাকতেই থাকে তা হলে যে কোন দিন এনিমেল কন্ট্রোলের হাতে ধরা পড়ে যাবে,' বলল মুসা।

'ওর গায়ে এত লোম যে লোকে ওকে মায়ানেকড়ে মনে করে বসতে পারে। ওকে আমাদের সাহায্য করতে হবে। জো-ও নিশ্চয়ই একাজে সাহায্য করবে,' বলল কিশোর।

'কী করবে ভাবছ?' প্রশ্ন করল মুসা।

'যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে,' বলল রবিন।

'নো চিন্তা,' বলল কিশোর। 'আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে।'

এগারো

'এতে কাজ হবে মনে হয়?' মুসার প্রশ্ন।

'নিশ্চয়ই,' বলল কিশোর। সাঁঝ লেগে এসেছে। ম্যানর ইনের সামনে অপেক্ষা করছে তিন বন্ধু।

ঠাণ্ডা বাতাসে শিউরে উঠল রবিন।

'হলেই ভাল,' বলল।

শূন্যে একটা তুষারের গোলা ছুঁড়ল মুসা।

'আমরা স্নোবল ফাইটের ভান করব, মনে আছে তো?'

মাথা ঝাঁকিয়ে ঝুঁকে পড়ল রবিন, তুষারের গোলা বানাতে। ঠিক এমনি সময়, ম্যানর ইনের পিছনের দরজা দড়াম করে লেগে গেল। ভারী পদশব্দ এগিয়ে আসছে ওদের উদ্দেশে। কে? পরক্ষণে ইনের কোনা থেকে উঁকি দিল পরিচিত এক মুখ। জো হাসল বন্ধুদের উদ্দেশে।

'তোমরা রেডি?' প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ,' জানাল কিশোর।

'উলফি আশপাশে নেই তো?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

মাথা নাড়ল জো।

'ও বেসমেন্টে বসে গরুর মাথার রোস্ট খাচ্ছে। আমি দরজা আটকে দিয়েছি। এতে কাজ হবে তো?'

'নিশ্চয়ই হবে। এর ওপর উলফির জীবন নির্ভর করছে,' বলল কিশোর।

'তা হলে আমি রেডি হইগে,' বলল জো। জিপার্স ম্যানরের পিছনে উধাও হয়ে গেল ও। এ সময় ইনের সামনে ঘ্যাচ করে ব্রেক

কষে দাঁড়াল এনিমেল কন্ট্রোলের বিশাল সাদা ট্রাক। সাদা পোশাকধারী দুই লোক লাফিয়ে নামল। একজনের হাতে জাল, অপরজনের হাতে রাইফেল।

'খাইছে, ওরা কি উলফিকে মেরে ফেলবে নাকি?' আঁতকে উঠে বলল মুসা।

ওর বাহু চাপড়ে দিল রবিন।

'ভয় পেয়ো না। ওটা ট্র্যাংকুইলাইযার গান। জন্তু-জানোয়ারদের ঘুম পাড়ায়।'

জালওয়ালা ওদের উদ্দেশে হাত নাড়ল।

'কাল রাতে আরও অনেকে নেকড়ের গর্জন শুনেছে,' বলল। 'পনেরোটা কল গেছে এনিমেল কন্ট্রোলে।'

'ওটাকে পেলে কী করবেন?' কিশোর জানতে চাইল।

জালওয়ালা শ্রাগ করল।

'সব সময় যা করি। খাঁচায় ভরে রাখব। পরে সুবিধামত কোন চিড়িয়াখানায় চালান করে দেব।'

'খুব যদি হিংস্র না হয় তবেই,' অপরজন বলল।

'হলে?' রবিনের প্রশ্ন।

শ্রাগ করল লোকটা।

'সেটা বলতে চাই না। বড় কোন বুনো জানোয়ার যখন লোকালয়ে ঘুরে বেড়ায় তখন হিংস্র হয়ে ওঠে। ওদেরকে অবাধে চলাফেরা করতে দেয়া যায় না।'

'তোমরা কোন বুনো জন্তু-টন্তুর চিহ্ন দেখেছ নাকি?' প্রথমজন জিজ্ঞেস করল।

'টুলশেডে হয়তো দেখেছি,' বলল কিশোর।

শেডের উদ্দেশে ছুটে গেল লোক দুটো। ওখানে গিয়ে তাজ্জব হয়ে গেল ওরা। বালতি বালতি ধুলো আর ঝুল ঝরে পড়ল ওদের মাথায়। এলভিরা, উইনিফ্রেড আর মিনার্ভার তৈরি চটচটে জালে

জড়িয়ে গেল ওরা।

'বাঁচাও! আমাদেরকে এখান থেকে উদ্ধার করো!'

তিন গোয়েন্দা ছুটে গেল ওদের কাছে।

'এখানে কী হচ্ছে বলো তো?' মাথা থেকে ঝুল মুছে বলে উঠল একজন।

'তেমন কিছু না,' বলল মুসা। 'এই একটু ছেলেমানুষী আর কী। আপনাদের ভোগান্তির জন্যে আমরা দুঃখিত। তবে আমরা একটা চুক্তিতে আসতে পারি। আমরা যদি কথা দিই নেকড়ে আর ডাকবে না, তা হলে আপনাদেরকে কথা দিতে হবে ম্যানর ইনে আর আসবেন না।'

জালওয়ালা তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার ছেড়ে, চুল থেকে প্রকাণ্ড এক লোমশ, কালো মাকড়সা টেনে তুলল।

'আমরা আর কখনও এখানে আসতে চাই না। তোমাদের শর্তে আমরা রাজি।' দু'জনেই ভোঁ দৌড় দিল ব্যাকইয়ার্ড ছেড়ে। একটু পরে, কিঁইইচ শব্দে রওনা দিল ওদের ট্রাক।

ওরা চলে যেতেই জো এসে হাজির। জো-র পিঠ চাপড়ে দিল কিশোর। জো ঝুঁকে পড়ে মিনার্ভাকে তুলে নিল।

'লক্ষ্মী মেয়ে,' বলল মাকড়সাটাকে।

'এখন আমাদের কাজ হচ্ছে উলফির ডাক থামানো,' বলল মুসা।

'সেজন্যে চিন্তা কোরো না। ও কালকে দেশে চলে যাচ্ছে। যাই, মিনার্ভাকে বাক্সে রেখে দিই, নইলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে।' ম্যানর ইনের উদ্দেশে হাঁটা দিল জো।

'খাইছে, কী একখান রাত!' বলে উঠল মুসা।

'উলফিকে আমি মিস করব,' বলল কিশোর। 'ও ভাল মানুষ।'

'বলো ভাল মায়ানেকড়ে,' শুধরে দিল রবিন।

'আচ্ছা, কিশোর, উলফির ঘটনাটা কী? ও কি সত্যিই মায়ানেকড়ে?' প্রশ্ন করল মুসা।

'আমার মনে হয় ও মানুষ মায়ানেকড়েতে রূপান্তর হয় কিনা সে নিয়ে গবেষণা করছে,' বলল কিশোর। 'অনেক হয়েছে, চলো, এবার বাড়ি ফেরা যাক।'

***

এ-মাসের তিন গোয়েন্দা

কিশোর–মোস্তফা মুজাহিদ আল হুসাইন
রেজিয়া মঞ্জিল, ৪৩৫-ই, সদরঘাট রোড, চট্টগ্রাম।

মুসা–এস. এম. তানযীম আবদাল (রাহাত)
C/o মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, থানা রোড, পুরাতন ভাঙাবাড়ি, হিরো মোড়, সয়াগোবিন্দ স্কুলের দক্ষিণ পার্শ্বে, সিরাজগঞ্জ।

রবিন–মোঃ সিদরাতুল মনতাহা
C/o মোঃ মিজানুর রহমান (টফি), উকিল পাড়া, প্রেস ক্লাব সংলগ্ন, জেলা+পোস্ট+থানা: নওগাঁ।

জিনা–তানজিন নুসরাত তামান্না
৭, শাহ সাহেব লেন, নারিন্দা, ঢাকা।

ডানা–রাজিয়া সুলতানা
১৯/৪ নূর মঞ্জিল, সিঙ্গাপুর রোড, মাদারটেক, ঢাকা, পোস্ট কোড: ১২১৪।

ফারিহা–উম্মে সালমা
বাড়ি নং ৬৮১ তিনতলা, পোস্ট: রামপুর, থানা: হালিশহর জেলা চট্টগ্রাম।